পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1701, Saturday, October 10, 2026 FREE www.parichoy.com

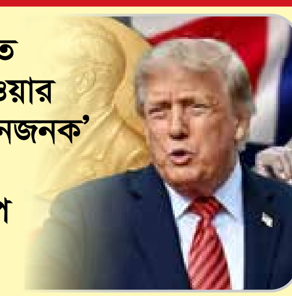

কমিটির শান্তিতে নোবেল না দেওয়ার সিদ্ধান্ত 'অপমানজনক' বললেন ক্ষুব্ধ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

বিস্তারিত ১২ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছে 'স্টারলিংক মোবাইল', ঘোষণা ইলন মাস্কের - ৫ম পাতায়
- ক্যাটি জাকারিয়া হোয়াইট হাউসের নতুন প্রেস সেক্রেটারি - ৬ষ্ঠ পাতায়
- কালো গায়ের রঙের জন্য ঢোকা বারণ ছিল বিচারকদের কক্ষে, বাস চালকের মেয়ে নভি পিল্লাই আজ নোবেলজয়ী! - ৯ম পাতায়
- কানাডায় আশ্রয় আবেদনে বড় পরিবর্তন, নতুন নিয়ম কার্যকর ৩ নভেম্বর থেকে -১২তম পাতায়
- জলবায়ু পরিবর্তনে এল নিনিওর প্রভাবে বাংলাদেশে কী হতে পারে, কী প্রস্তুতি দরকার -১৪ পাতায়
- ঢাকায় ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ধরে নিয়েছেন বাংলাদেশ সবকিছু যুক্তরাষ্ট্রকে দিয়ে দিয়েছে বললেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির -১৭তম পাতায়
- বাণিজ্য যুদ্ধের রাশ টানা যুক্তরাষ্ট্র-চীনের জন্য কেন জরুরি হয়ে পড়েছে -২১ পাতায়

বিস্তারিত ০৮ পৃষ্ঠায়

রাশিয়া থেকে ডিজেল কিনবে আমেরিকা!

বিধিনিষেধ শিথিল করে পুতিনের সঙ্গে চুক্তি পাকা ট্রাম্পের, ক্ষুব্ধ জেলেনস্কি

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সেই ভাইরাল স্যুট কি বাংলাদেশে তৈরি?

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি

Aasha Home Care LHCSA

(718) 776-2717

(646) 744-5934

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR
ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan.
Anthem.
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

কে কি বললেন

● আমাকে নোবেল না দেওয়ায় নরওয়ের গায়ে অমোচনীয় কলঙ্কের দাগ লেগেছে, আমরা কখনও ভুলব না - **প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প**

● 'আপনারা যদি আরেকটু বেশি হাততালি দেন, তবে আমি পুরস্কারটা ট্রাম্পের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারি।'- নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ের পর রসিকতা করে **নাভি পিল্লাই**

● নাভি পিল্লাইকে শান্তিতে নোবেল দিয়ে 'ইসরায়েলবিরোধী ঘৃণাকে' বৈধতা দেওয়া হয়েছে- ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী **বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু**

● যুদ্ধ থামাতে ইরানকে অবশ্যই পরমাণু সমৃদ্ধকরণ কমাতে হবে - ভাইস প্রেসিডেন্ট **জেডি ভ্যান্স**

● কোনো দেশেরই সর্বত্র নিখুঁত ইন্টারনেট কাভারেজ নেই- যুক্তরাষ্ট্রেও নেই - স্পেস এক্স ও টেসলার প্রতিষ্ঠাতা **ইলন মাস্ক**

● জনগণের অর্থের প্রতিটি পয়সা বাংলাদেশের স্বার্থে ব্যয় করতে হবে - প্রধানমন্ত্রী **তারেক রহমান**

● ঢাকায় দায়িত্ব পালনরত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জ্যঁ-মার্ক সেরে-শারল ধরে নিয়েছেন বাংলাদেশ সবকিছু যুক্তরাষ্ট্রকে দিয়ে দিয়েছে - পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী **হুমায়ুন কবির**

● বাংলাদেশের ব্যাংক খাতের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে আগামী ৫-৮ বছরে বার্ষিক ৬০ হাজার কোটি টাকা লাগবে, এই টাকা দিয়ে দুটি পদ্মা সেতু তৈরি করা যেত - বাংলাদেশ গভর্নর **মোস্তাকুর রহমান**

ভারতে হাসিনার তৎপরতাই তারেক রহমানের সফরের প্রধান বাধা বললেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির

পরিচয় ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভারত সফরের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো ভারতে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সেখানে অবস্থানরত তার দলের নেতাদের কর্মকাণ্ড।
গত সোমবার (৫ অক্টোবর) ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য হিন্দুকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির।
ঢাকায় সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) আয়োজিত 'বে অব বেঙ্গল কনভারসেশন-২০২৬'-এর ফাঁকে হিন্দুর পক্ষ থেকে প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির এ কথা বলেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে 'নবনির্বাচিত সরকারের চ্যালেঞ্জগুলো' ভারতের উপলব্ধি করা প্রয়োজন।
নির্বাসিত আওয়ামী লীগ (বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ) নেতাদের কর্মকাণ্ড ভারতের জন্য সহায়ক হবে না বলেও উল্লেখ করেন হুমায়ুন কবির।
শেখ হাসিনা ও তার লোকজনকে সংযত রাখতে ভারতের প্রতি আহ্বান জানিয়ে হুমায়ুন কবির বলেন, 'সফরটি দ্বিপক্ষীয় হবে, তবে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে এবং আলোচনার মাধ্যমে আমরা সেগুলো কাটিয়ে উঠব। প্রধান চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে আমরা খুব বেশি কিছু চাইছি না। শেখ হাসিনা ও তার লোকজন দিল্লিতে অবস্থান করছেন এবং তারা দিল্লিতে বসে আরেকটি দেশকে অস্থিতিশীল *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

মহাকাশে বড় বিপদ থেকে যেভাবে রক্ষা পেল বাংলাদেশের স্যাটেলাইট

পরিচয় ডেস্ক: মহাকাশে বড় ধরনের সংঘর্ষের ঝুঁকি থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে বাংলাদেশের কৃত্রিম উপগ্রহ 'বাংলাদেশ স্যাটেলাইট-১' বা বিএস-১। ভারতের পুরোনো একটি স্যাটেলাইটের ধ্বংসাবশেষ বিপজ্জনকভাবে কাছে চলে আসায় সামান্য সরিয়ে নেওয়া হয় বিএস-১-কে। পরে মাত্র ৮৫২ মিটার দূর দিয়ে ধ্বংসাবশেষটি পাশ কাটিয়ে গেলে কেটে যায় শঙ্কা। ঘটনার শুরু গত ৯ আগস্ট সন্ধ্যায়। গাজীপুরের গ্রাউন্ড স্টেশনে আসে জরুরি সতর্কবার্তা। যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ পর্যবেক্ষণ সংস্থা 'স্পেস ট্র্যাকার' জানায়, বিএস-১-এর কক্ষপথের খুব কাছ দিয়ে ধেয়ে আসছে একটি মহাকাশ বর্জ্য। তৎপর হয়ে ওঠেন বাংলাদেশের প্রকৌশলীরা। কারণ, মহাকাশে দুটি স্যাটেলাইট বা কোনো বড় বস্তুর সংঘর্ষ হলে তৈরি হতে পারে বিপুল পরিমাণ ধ্বংসাবশেষ। ২০০৯ সালে এমনই এক সংঘর্ষে যুক্তরাষ্ট্রের সচল একটি স্যাটেলাইট ও রাশিয়ার নিষ্ক্রিয় একটি স্যাটেলাইট ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বিএস-১-এর ক্ষেত্রেও ঝুঁকি তৈরি হওয়ায় কয়েক দিন ধরে চলে নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও হিসাব-নিকাশ। বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মদ ইমাদুর রহমান জানান, ওই চার দিন চরম উদ্বেগের মধ্যে কাটে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ছুটি বাতিল করে ৫০ জনের বেশি প্রকৌশলীকে কাজে যুক্ত করা হয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও উপদেষ্টারাও নিয়মিত পরিস্থিতির খোঁজখবর রাখেন।

পরে জানা যায়, বিএস-১-এর দিকে এগিয়ে আসা মহাকাশ বর্জ্যটি ১৯৮২ সালে উৎক্ষেপণ করা ভারতের নিষ্ক্রিয় 'ইনস্যাট-১এ' স্যাটেলাইটের একটি অংশ। এর আগেও ২০২১ ও ২০২৫ সালে একই ধরনের ঝুঁকির মুখে পড়েছিল বিএস-১। শেষ পর্যন্ত ১৩ আগস্ট নিখুঁত হিসাব-নিকাশের পর বিএস-১-এর কক্ষপথে সামান্য পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশের প্রকৌশলীরা। নির্দিষ্ট কৌশলে স্যাটেলাইটটিকে সামান্য বাঁ দিকে সরিয়ে নেওয়া হয়। এরপর শুরু হয় অপেক্ষার পালা। শেষ পর্যন্ত মাত্র ৮৫২ মিটার দূর দিয়ে বিএস-১-কে পাশ কাটিয়ে যায় সেই মহাকাশ বর্জ্য। এতে বড় ধরনের সংঘর্ষের ঝুঁকি থেকে রক্ষা পায় বাংলাদেশের স্যাটেলাইট।
বিপদ কেটে যাওয়ার পর বিএস-১-কে আবার তার নির্ধারিত কক্ষপথে ফিরিয়ে নেওয়া হয়।
বাংলাদেশের প্রকৌশলীদের এই সফল পদক্ষেপ মহাকাশে স্যাটেলাইট পরিচালনা ও ঝুঁকি মোকাবিলায় দেশের সক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হয়ে থাকল।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
BANGLADESH SOCIETY INC, ELECTION-2026
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬
সেলিম-আলী
পরিষদ
আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর
আরও অগ্রগতি • আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি
অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
B1
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি পদপ্রার্থী
Athaur Rahman Salim, President
B4
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mohammad Ali, General Secretary
B2
মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান
সিনিয়র সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী
Md. Mohiuddin Dewan, Sr. Vice President
B3
মো: কামরুজ্জামান কামরুল
সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী
Md. Kamruz Zaman, Vice President
B5
হারুন চেয়ারম্যান
সহ-সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Harun Chairman, Asst. General Secretary
B6
নওশাদ হায়দার
কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী
Nowshad Haider, Treasurer
B7
ডিউক খান
সাংগঠনিক সম্পাদক পদপ্রার্থী
Md. Z.H. Khan (Duke Khan), Organizing Secretary
B8
অনিক রাজ
সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mostofa Anik Raj, Cultural Secretary
B9
রিজু মোহাম্মদ
জন সংযোগ ও প্রচার সম্পাদক পদপ্রার্থী
Rezu Mohammed, Public Relation & Publicity Sec.
B10
মুনসুর আহমেদ
সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mansur Ahammad, Social Welfare Secretary
B11
রুমানা আহমেদ
সাহিত্য সম্পাদক পদপ্রার্থী
Rumana Ahmed, Literary Secretary
B12
হাসান খান
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক পদপ্রার্থী
Hasan Khan, Sports & Ent. Secretary
B13
এএসএম মাইন উদ্দীন (বাবলু)
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক পদপ্রার্থী
Asm Main Uddin (Bablu), School & Edu. Secretary
B14
শাহনাজ হোসেন
মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী
Shahanaz Hossain, Woman & Children Secretary
B15
জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী
যুব ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক পদপ্রার্থী
Jahangir Shahid Suhrawardhy, Youth & IT Secretary
B16
মো: উজ্জল বিপুল
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Md. Uzzal Bipul, Executive Member
B17
সারওয়ার খান বাবু
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Sarwor Khan Babu, Executive Member
B18
মো: এ মান্নান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Mohammed A Mannan, Executive Member
B19
শামীম আহমেদ
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Shamim Ahmed, Executive Member
B20
মো: আব্দুল মালেক খান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Md. Abdul Maleque Khan, Executive Member
B21
কাজী রবিউজজামান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Kazi Rabiuzzaman, Executive Member
অনুগ্রহ করে
সেলিম-আলী
পরিষদে আপনার
মূল্যবান ভোট দিন
মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL
প্রচারে: সেলিম-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

বিসমিল্লাহহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২৬
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2026
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার ২০২৬
"সমৃদ্ধি, কল্যাণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পরিষদ"
কুনু-ফিরোজ
পরিষদ
A1
আজমল হোসেন কুনু
সভাপতি
AJMOL HUSSAIN KUNU, PRESIDENT
A4
ফিরোজ আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
FIROZ AHMED, GENERAL SECRETARY
আসুন পরিবর্তনের পক্ষে রায় দেই, যোগ্য নেতৃত্বকে জয়ী করি
A1 to A21
A2
দুলাল বেহেদু
সিনিয়র সহ-সভাপতি
DULAL BEHEDO, SR. VICE PRESIDENT
A3
আবুল কালাম ভূঁইয়া
সহ-সভাপতি
ABUL KALAM BHUIYAN, VICE PRESIDENT
A5
মোঃ নওশেদ হোসেন
সহ-সাধারণ সম্পাদক
ASST. GENERAL SECRETARY
A6
মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি
কোষাধ্যক্ষ
MOFIJUL ISLAM BHUIYAN RUMI, TREASURER
A7
মোঃ জামিল আনসারী
সাংগঠনিক সম্পাদক
MD JAMIL ANSARY, ORGANIZING SECRETARY
A8
রুশদী আহমেদ চৌধুরী (বাবু)
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
CULTURAL SECRETARY
A9
সৈয়দ গৌছুল হোসেন
জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক
PUBLIC RELATION & PUBLICITY SECRETARY
A10
কয়েছ আহমদ
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
KOYES AHMED, SOCIAL WELFARE SECRETARY
A11
মোঃ আখতার বাবুল
সাহিত্য সম্পাদক
MD. AKHTER BABUL, LITERACY SECRETARY
A12
মোরশেদ আলম
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক
MORSHED ALAM, SPORTS & ENTERTAINMENT SECRETARY
A13
মোঃ মাইন উদ্দিন (নটু)
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক
MAIN UDDIN (NOTU), SCHOOL & EDUCATION SECRETARY
A14
বি মেহের চৌধুরী
মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক
WOMEN & CHILDREN AFFAIRS SECRETARY
A15
কাজী হাসান
যুব ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক
KAZI HASAN, YOUTH & IT SECRETARY
A16
আবুল বাশার ভূঁইয়া
কার্যকরী সদস্য
ABUL BASHAR BHUIYAN, EXECUTIVE MEMBER
A17
সিদ্দিক পাটোয়ারী
কার্যকরী সদস্য
SIDDEQUE PATWARY, EXECUTIVE MEMBER
A18
প্রফেসর মোঃ আব্দুল বাছির
কার্যকরী সদস্য
PROF. MD ABDUL BASIR, EXECUTIVE MEMBER
A19
মাসুদুল হক ছানু
কার্যকরী সদস্য
MASHUDUL HAQUE SANU, EXECUTIVE MEMBER
A20
মোহাম্মদ কাউছার আলম
কার্যকরী সদস্য
MOHAMED KAWSAR ALAM, EXECUTIVE MEMBER
A21
মনিরুল ইসলাম মনির
কার্যকরী সদস্য
MONIRUL ISLAM MONIR, EXECUTIVE MEMBER
কুনু-ফিরোজ
পরিষদে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
মেশিনের প্রথম সারিতে কুনু-ফিরোজ পরিষদে (A1 থেকে A21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
PLEASE CAST YOUR VOTE IN FIRST ROW (A1 to A21) FOR KUNU-FIROZ PANEL
প্রচারে: কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সেই ভাইরাল স্যুট কি বাংলাদেশে তৈরি?

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি নেব্রাস্কা অঙ্গরাজ্যের একটি অনুষ্ঠানে যে স্যুট পরে হাজির হয়েছিলেন, সেটি বিশ্ববাজারে পুরুষদের পোশাক সরবরাহে বাংলাদেশের ভূমিকাকে আলাদাভাবে সবার নজরে এনেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে “টেক্সটাইল টাইমস” এক পোস্টে জানিয়েছে, গত ৫ অক্টোবর নেব্রাস্কার গ্র্যান্ড আইল্যান্ডে ‘মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন’ শীর্ষক সমাবেশে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় পোশাক ব্র্যান্ড জস. এ. ব্যাংক-এর একটি নেভি ব্লু রঙয়ের স্যুট পরে উপস্থিত হয়েছিলেন।

সমাবেশে ট্রাম্প গায়ে থেকে স্যুট জ্যাকেটটি খুলে ফেলেন। বিষয়টি নিয়ে পরে প্রশ্ন ওঠে যে, যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি স্যুটের বিকল্প থাকা সত্ত্বেও কেন ট্রাম্প আমদানি করা স্যুট পরেছেন।

ট্রাম্পের এই স্যুটটি কি বাংলাদেশে তৈরি?

গত বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছে ‘স্টারলিংক মোবাইল’, ঘোষণা ইলন মাস্কের

পরিচয় ডেস্ক: প্রচলিত সেলুলার নেটওয়ার্কের আওতা-বহির্ভূত এলাকাগুলোতে স্যাটেলাইট-টু-মোবাইল সংযোগ সুবিধা পৌঁছে দিতে বাংলালিংকের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছে ‘স্টারলিংক মোবাইল’ (Starlink Mobile)। ইলন মাস্ক ‘এক্স’ (X)-এ এই সেবা চালুর বিষয়টি ঘোষণা করেছেন।

এই সেবার মাধ্যমে বাংলালিংকের গ্রাহকরা-যাদের কাছে উপযুক্ত ৪জি (4G) স্মার্টফোন ও বাংলালিংক সিম রয়েছে-তারা প্রত্যন্ত, উপকূলীয় এবং সমুদ্রবর্তী এলাকাসহ সেলুলার নেটওয়ার্কবিহীন বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

জ্বালানির দাম-কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশ্ব অর্থনীতির বড় চ্যালেঞ্জ জানাল আইএমএফ

পরিচয় ডেস্ক: ‘বিশ্ব অর্থনীতি এখন দুই বিপরীতমুখী শক্তির টানে রয়েছে। একদিকে জ্বালানি সরবরাহে নেতিবাচক ধাক্কা, অন্যদিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ঘিরে বিনিয়োগ ও চাহিদার ইতিবাচক প্রবাহ। কিন্তু বাস্তবে এ দুই শক্তির সম্মিলিত প্রভাব বিশ্বের বিভিন্ন অর্থনীতিতে সমানভাবে পড়ছে না।’ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা এ কথা বলেন। তার মতে, বৈশ্বিক অর্থনীতিকে প্রভাবিত করা তৃতীয় প্রধান কারণ সরকারি ঋণের রেকর্ড পরিমাণ ও ঋণ পরিশোধের ব্যয় বেড়ে যাওয়া।

গত বুধবার (৭ অক্টোবর) ‘২০২৬ অ্যানুয়াল মিটিংস কার্টেন রেইজার’ অনুষ্ঠানে বক্তব্য বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সহায়তার সবচেয়ে বড় অংশ পেয়েছে ইউক্রেন, তালিকার ২০তম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সহায়তার সবচেয়ে বড় অংশ পেয়েছে ইউক্রেন। ২০২৫ অর্থবছরে দেশটিকে প্রায় ৬.৭ বিলিয়ন ডলার সহায়তা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ইসরায়েল পেয়েছে প্রায় ৩.৩১ বিলিয়ন ডলার। আর প্রায় ১.৬৫ বিলিয়ন ডলার সহায়তা নিয়ে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে জর্ডান। একই সময়ে প্রায় ৩৯৪ মিলিয়ন ডলার

সহায়তা নিয়ে তালিকার ২০তম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বৈদেশিক সহায়তার তথ্যভান্ডার এবং পিউ রিসার্চ সেন্টারের উপাত্ত বিশ্লেষণে এ চিত্র উঠে এসেছে। সংশ্লিষ্ট তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ অর্থবছরে বিভিন্ন দেশ ও খাতে মোট ৪ হাজার ৭৩০ কোটি ডলার সহায়তা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে আসন হারানোর ঝুঁকিতে রিপাবলিকানরা, বাড়তে পারে ডেমোক্র্যাটদের

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে আগামী ৩ নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচন সামনে রেখে সিনেটের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও তীব্র হচ্ছে। নির্বাচনের প্রায় চার সপ্তাহ আগে রিপাবলিকানদের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত কয়েকটি স্টেটে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীদের অবস্থানের উন্নতি দেখা যাচ্ছে। ৫ অক্টোবর প্রকাশিত সিএনএনের এক বিশ্লেষণে

সিনেটের ১০টি আসন চিহ্নিত করা হয়েছে, যেগুলো এবারের নির্বাচনে দল পরিবর্তনের সম্ভাবনায় সবচেয়ে বেশি আলোচনায় রয়েছে। তালিকায় প্রথমবারের মতো যুক্ত হয়েছে কানসাস, যেখানে গত ৯৪ বছরে কোনো ডেমোক্র্যাট পার্টি থেকে কোনো সিনেটর নির্বাচিত হননি।

সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে ডেমোক্র্যাটদের বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY
সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

রাশিয়া থেকে ডিজেল কিনবে আমেরিকা! বিধিনিষেধ শিথিল করে পুতিনের সঙ্গে চুক্তি পাকা ট্রাম্পের, ক্ষুব্ধ জেলেনস্কি

পরিচয় ডেস্ক: ইউক্রেন আক্রমণ করার অভিযোগে ২০২২ সাল থেকে রাশিয়ার উপর বিধিনিষেধ জারি করে রেখেছে আমেরিকা। শুক্রবার (০৯ অক্টোবর) সেই বিধিনিষেধ শিথিল করেছে ট্রাম্প প্রশাসন।

রাশিয়া থেকে বিপুল পরিমাণ ডিজেল কিনতে চলেছে আমেরিকা। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে এই সংক্রান্ত চুক্তি পাকা করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্বয়ং।

আমেরিকা তথা বিশ্ব বাজারে ক্রমবর্ধমান জ্বালানির দামে রাশ টানতেই এই পদক্ষেপ। ৩ নভেম্বর আমেরিকায় মধ্যবর্তী নির্বাচন। তাতে খারাপ ফল হলে যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে আধিপত্য হারাতে পারে ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টি। ভোটের আগে জ্বালানির দাম নিয়ে রিপাবলিকানদের রাজনৈতিক চাপ রয়েছে।

অনেকের মতে, সেই কারণেই ভোটের মুখে তড়িঘড়ি রাশিয়ার সঙ্গে ডিজলের চুক্তি করা হল। তবে ট্রাম্পের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জ□লেনস্কি।

ইউক্রেন আক্রমণ করার অভিযোগে এবং পূর্ব ইউরোপে যুদ্ধের জন্য রাশিয়াকে দায়ী করে ২০২২ সাল থেকে আমেরিকা পুতিনের দেশ থেকে তেল আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। পরবর্তী সময়ে রাশিয়ার জ্বালানি রফতানির উপরও বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। শুক্রবার সেই বিধিনিষেধ শিথিল করার কথা ঘোষণা করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তিনি জানান, পুতিনের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। নতুন চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া অবিলম্বে তিন লক্ষ টন ডিজ□ল আমেরিকা ও বিশ্বের বাজারে বিক্রি করবে। তার পর নভেম্বরে আরও পাঁচ লক্ষ টন এবং পরে আরও ১০ লক্ষ টন ডিজ□ল রাশিয়া পাঠাবে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ঘোষণার পর ক্রেমলিনও জানিয়ে দিয়েছে, বিশ্ব বাজারে ডিজ□লের জোগান দিতে তারা প্রস্তুত। যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অফ ফাইন্যান্স বা অর্থ দফতরও রাশিয়ার ডিজ□ল সরবরাহের ক্ষেত্রে সাময়িক ছাড় দিয়েছে। ২০২৭ সালের এপ্রিল পর্যন্ত প্রযোজ্য এই অনুমতি শুক্রবার (০৯ অক্টোবর) ট্যাঙ্কারে তোলা রুশ ডিজ□লের চালানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে সব নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়নি।

ইউক্রেনে যুদ্ধ থামানোর লক্ষ্যে রাশিয়ার উপর একের পর এক বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। শুধু রাশিয়া নয়, তার ঘনিষ্ঠ দেশগুলির উপরেও চড়া হারে শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল।

রাশিয়া থেকে তেল কেনার অভিযোগে ভারতের উপর ৫০ শতাংশ হারে শুল্ক চাপিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজে। অভিযোগ ছিল, ভারতের ওই তেলের অর্থ রাশিয়া যুদ্ধে কাজে লাগাচ্ছে এবং এ ভাবে পরোক্ষে ইউক্রেনের উপর হামলায় ভারত মদত দিচ্ছে। নয়াদিল্লি অবশ্য প্রথম থেকেই এই দাবি উড়িয়ে দিয়ে আসছে এবং জানিয়েছে, বিশ্ব বাজারে তেলের দাম এবং জাতীয় স্বার্থের উপর তাদের বাণিজ্যনীতি নির্ভর করে। এখন সেই রাশিয়ার সঙ্গেই আমেরিকা ডিজ□লের চুক্তি করায় অনেকে প্রশ্ন তুলছেন। জ□লেনস্কি একে 'পুতিনকে ট্রাম্পের উপহার' বলে কটাক্ষ করেছেন।

গত ফেব্রুয়ারি থেকে আমেরিকায় গ্যাসোলিন ও ডিজ□লের পাম্পে মূল্যবৃদ্ধির সূচক উর্ধ্বমুখী। *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্মাননা পেলেন ইলন মাস্কসহ ছয় উদ্ভাবক

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হাত থেকে যুক্তরাষ্ট্রের "জাতীয় বিজ্ঞান পদক" গ্রহণ করেছেন চারজন, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে সম্মানিত আরও দুইজন; ছয় বিজয়ীর পাঁচজনই যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে জন্মগ্রহণকারী, বর্তমানে আমেরিকার নাগরিক।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননায় ভূষিত বিশ্বের ছয়জন প্রভাবশালী প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবকদের মধ্যে রয়েছেন মহাকাশ প্রযুক্তির পথিকৃৎ ইলন মাস্ক, গুগলের সহপ্রতিষ্ঠাতা সের্গেই ব্রিন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ চিপ নির্মাতা এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহী জেনসেন হুয়াং এবং এএমডির প্রধান নির্বাহী লিসা সু।

গত বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত 'Science: A New Golden Age' শীর্ষক সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন। চারজনকে দেওয়া হয় ন্যাশনাল মেডেল অব সায়েন্স এবং অন্য দুজনকে ন্যাশনাল মেডেল অব টেকনোলজি অ্যান্ড ইনোভেশন।

হোয়াইট হাউসের *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

ক্যাটি জাকারিয়া হোয়াইট হাউসের নতুন প্রেস সেক্রেটারি

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রক্ষণশীল রাজনৈতিক ভাষ্যকার ও আইনজীবী ক্যাটি জাকারিয়াকে হোয়াইট হাউসের নতুন প্রেস সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। শুক্রবার (০৯ অক্টোবর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে এ ঘোষণা দেন তিনি।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর ট্রুথ সোশ্যালে পোস্টে জাকারিয়ার দীর্ঘদিনের সমর্থন ও আনুগত্যের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, শুরু থেকেই জাকারিয়া তাঁর বিশ্বস্ত ও মেধাবী সমর্থক হিসেবে পাশে রয়েছেন। পাশাপাশি তাঁকে 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' বা 'মাগা' আন্দোলনের একনিষ্ঠ সদস্য বলেও উল্লেখ করেন।

জাকারিয়া বর্তমানে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মালিকানাধীন ট্রাম্প মিডিয়া অ্যান্ড টেকনোলজি গ্রুপের জ্যেষ্ঠ যোগাযোগবিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছেন। প্রতিষ্ঠানটি ট্রাম্পের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যাল পরিচালনা করে। নতুন দায়িত্বে তিনি সাবেক প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলাইন লেভিটের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন।

নিয়োগের জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়ে জাকারিয়া *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের চেষ্টা ব্যর্থ, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন ক্রিস্টা পাইক

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি স্টেটে প্রাণঘাতী ইনজেকশন দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের চেষ্টা থেকে বেঁচে যাওয়া ক্রিস্টা পাইক হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে কারাগারে ফিরেছেন।

শনিবার (১০ অক্টোবর) এ তথ্য জানিয়েছেন তার আইনজীবীরা।

এর আগে, গত মাসের শেষ দিকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের সময় পেন্টোবারবিটাল নামের ওষুধের দুটি ইনজেকশন দেওয়া হলেও বেঁচে যান তিনি। পরে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৫০ বছর বয়সী এই নারীকে।

আইনজীবীদের বিবৃতি অনুযায়ী, গত ৩০ বছর ধরে যে কারাগারে বন্দী রয়েছেন পাইক, সেখানেই ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে তাকে। বর্তমানে কারাগারেই তার চিকিৎসা চলছে।

চলতি সপ্তাহের শুরুতে জ্ঞান ফিরে পেয়ে কথা বলতে শুরু করেন তিনি। তার জ্ঞান ফিরে আসার ঘটনায় বিস্মিত হন চিকিৎসাবিশেষজ্ঞ-হাসপাতালের কর্মী-তার আইনজীবীরা।

আইনজীবীরা বিবৃতিতে বলেন, এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যারা প্রথম সাড়া দিয়েছেন এবং চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত ছিলেন, তাদের প্রতি কৃ তজ্ঞতা জানিয়েছেন তিনি।

প্রাণঘাতী ইনজেকশনের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের চেষ্টা থেকে বেঁচে যাওয়ার ঘটনা বিরল। পাইকের ঘটনাটি যুক্তরাষ্ট্রের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ইতিহাসে নজিরবিহীন পরিস্থিতি তৈরি করেছে।

তার আইনজীবীদের মতে, প্রাণঘাতী ইনজেকশনের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের চেষ্টা *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে ইরানে হামলা চালাবে না যুক্তরাষ্ট্র, জানালেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী কংগ্রেসনাল নির্বাচনের আগে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ওপর নতুন কোনো হামলা চালাবে না বলে বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ছয় মাস ধরে চলা যুদ্ধ অবসানের বিষয়ে দেশ দুটির মধ্যে 'ফলপ্রসূ' আলোচনা চলছে বলেও দাবি করেছেন তিনি।

সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যাল-এ দেয়া এক পোস্টে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প লিখেছেন, 'আমরা ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা করছি। যুক্তরাষ্ট্রে ৩ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে কোনো সময়েই আমরা ইরানের ওপর হামলা চালাব না।'

প্রতিবেদন মতে, ফেব্রুয়ারি মাসে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল যখন ইরানের ওপর হামলা চালায়, তখন থেকে শুরু হওয়া এই যুদ্ধ ট্রাম্পের অভ্যন্তরীণ জনপ্রিয়তা হ্রাসে ভূমিকা রেখেছে; পাশাপাশি নভেম্বরের নির্বাচনে আইনসভায় নিজেদের সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখার প্রচেষ্টায় থাকা তার রিপাবলিকান সতীর্থদের ওপরও এটি বড় ধরনের চাপের সৃষ্টি করেছে।

রয়টার্স/ইপসোস-এর সাম্প্রতিক এক জরিপ অনুযায়ী, প্রায় ৬০ শতাংশ আমেরিকান- যাদের মধ্যে প্রতি চারজন রিপাবলিকানের একজনও রয়েছেন- ইরান পরিস্থিতি সামলানোর ক্ষেত্রে ট্রাম্পের নেয়া পদক্ষেপের সাথে একমত নন। এই সংঘাতের ফলে জ্বালানি তেলের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে; আর ভোটাররা বলছেন, জীবনযাত্রার ব্যয়ই তাদের কাছে সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয়।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বারবার বলেছেন যে নির্বাচনের পর তেলের দাম কমবে বলে তিনি আশা করছেন; কিন্তু যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসার কোনো বিস্তারিত পরিকল্পনা তিনি তুলে ধরেননি।

যুদ্ধ বন্ধ এবং বিশ্বের জ্বালানি পরিবহনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পথ হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দেয়ার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র একে অপরের কাছে প্রস্তাব বিনিময় করেছে। তবে তেহরানের সবশেষ প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছেন ট্রাম্প।

কারও হাতে যখন ১১২টি পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র থাকে, তখন মিলেমিশে থাকাই ভালো - উত্তর কোরিয়া প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক; প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পারমাণবিক অস্ত্রধারীদেশগুলো- বিশেষ করে উত্তর কোরিয়ার সাথে তারসম্পর্কের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। একই সময়ে উত্তরকোরিয়ার (ডিপিআরকে) সাথে কূটনৈতিকভাবেআলোচনার বিষয়ে নিজেদের আগ্রহের কথা পুনর্ব্যক্তকরেছে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর। সম্প্রতি ওহাইওতে ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনেরপ্রচারণামূলক এক সমাবেশে বক্তব্য রাখার সময় ট্রাম্পবলেন, উত্তর কোরীয় নেতা কিম জং উনের সঙ্গে তার'খুব ভালো সম্পর্ক' এবং প্রধান পারমাণবিক শক্তিধরদেশগুলোর সঙ্গে সেই সম্পর্ক বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। ট্রাম্পের ভাষ্য, 'মানুষের হাতে যখন ১১২টিপারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র থাকে, তখন একে অপরেরসাথে মিলেমিশে থাকাটাই ভালো'। তবে তিনিক্ষেপণাস্ত্রের এই সংখ্যার বিষয়ে বিস্তারিত কোনোতথ্য দেননি।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এর আগে আগস্ট মাসে বলেছিলেন, কিমেরকাছে ৫৭টি 'অত্যন্ত শক্তিশালী' পারমাণবিক অস্ত্ররয়েছে; এমন একটি সংখ্যা যা স্বাধীন হিসাব-নিকাশেরসাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটচলতি বছরের শুরুর দিকে এক প্রাক্কলনেজানিয়েছিল, উত্তর কোরিয়ার কাছে প্রায় ৬০টিপারমাণবিক ওয়ারহেড রয়েছে; অথচ তাদের ২০২৪ও ২০২৫ সালের মূল্যায়নে এই সংখ্যাটি ছিল প্রায়৫০। সংস্থাটির তথ্যানুসারে, জানুয়ারি মাস নাগাদ উত্তরকোরিয়ার কাছে অন্তত ৯০টি পারমাণবিক ওয়ারহেডবা যুদ্ধাস্ত্র তৈরির মতো পর্যাপ্ত ফিসাইল মেটেরিয়াল বাবিভাজনযোগ্য পদার্থ ছিল। সূত্র: এনকে নিউজ

ডেমোক্র্যাটদের বেশি প্রচার করছে ফক্স নিউজ অভিযোগ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: ফক্স নিউজের রাজনৈতিক কভারেজ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ডেমোক্র্যাট প্রার্থীদের বেশি প্রচার দেওয়ার অভিযোগ তুলে নেটওয়ার্কটির সমালোচনা করেছেন তিনি। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ফক্স নিউজের রাজনৈতিক কভারেজ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে অভিযোগ করেছেন, নেটওয়ার্কটি রিপাবলিকান ও 'মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন' বা ম্যাগা-সমর্থিত প্রার্থীদের তুলনায় ডেমোক্র্যাট প্রার্থীদের বেশি প্রচার ও সম্প্রচারের সুযোগ দিচ্ছে।

গত ৬ অক্টোবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প ফক্স নিউজের কভারেজের *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

নির্বাচনী প্রচারণায় ট্রাম্পকে সঙ্গে নিতে অনীহা রিপাবলিকানদের, ক্ষুব্ধ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে যে লড়াইগুলো তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হতে যাচ্ছে, সেগুলোতে লড়াই করা রিপাবলিকান প্রার্থীরা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাথে নির্বাচনী প্রচারণায় নামতে খুব একটা আগ্রহী নন-তা এখন পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

গত মাসে ট্রাম্পের মধ্যবর্তী নির্বাচন সংক্রান্ত সম্মেলনে তাদের খুব কম সংখ্যকই উপস্থিত ছিলেন। এরপর থেকে তার সফরের তালিকায় আশ্চর্যজনকভাবে আলাবামা, ওকলাহোমা এবং নিউইয়র্কের মতো কম গুরুত্বপূর্ণ স্টেটগুলি প্রাধান্য পেয়েছে, আর সত্যিকারের মূল ক্ষেত্রগুলোর মাত্র কয়েকটি জায়গা স্থান পেয়েছে।

এমনকি টেক্সাসেও রিপাবলিকান গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট ট্রাম্পের আসন্ন জনসভা এড়িয়ে যাচ্ছেন। পরিস্থিতির এই গতিপ্রকৃতি নিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে দিন দিন বেশ সংবেদনশীল মনে হচ্ছে-যা স্বাভাবিকও বটে। কারণ নিজের নিম্ন জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও, আর চার সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে একমাত্র তিনিই তার দলকে বিজয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারেন-এমন ধারণার ওপর ভর করে বসে আছেন তিনি।

গত মঙ্গলবার (০৬ অক্টোবর) তিনি তার জনসভাগুলো নিয়ে বেশ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং অন্তত পাঁচবার আলাদাভাবে বিষয়টি উত্থাপন করেছেন।

বাল্টিমোরে একটি অরাজনৈতিক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'যাইহোক, আমি ঘুরে ঘুরে জনসভা করছি। রিপাবলিকান পার্টির জনপ্রিয়তা এবার আকাশচুম্বী হতে শুরু করেছে।' তিনি আরও বলেন, 'আজকে কেউ একজন বলল, 'আমার বিস্ময় জাগে, এমনটা কেন হচ্ছে?' ঠিক আছে, আমি নেমেছি - আমাকে তো বের *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানরা প্রতিনিধি পরিষদের (হাউস) নিয়ন্ত্রণ হারালে কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়াবেন স্পিকার মাইক জনসন

পরিচয় ডেস্ক: কংগ্রেসের স্পিকার মাইক জনসন ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, আগামী মাসের মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানরা যদি প্রতিনিধি পরিষদের (হাউস) নিয়ন্ত্রণ হারায়, তবে তিনি হয়তো কংগ্রেস থেকেই পুরোপুরি সরে দাঁড়াবেন। নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের ওপর পরাজয়ের প্রভাব নিয়ে এটিই তাঁর সবচেয়ে স্পষ্ট ও খোলামেলা স্বীকারোক্তি।

বৃহস্পতিবার (০৮ অক্টোবর) ফক্স নিউজের প্রতিনিধি আয়েশা হাসনির সাথে এক সাক্ষাৎকারে জনসনের *বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক্
নির্বাচন ২০২৬
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক, নির্বাচন-২০২৬
কুনু-ফিরোজ
পরিষদে ভোট দিন
A1
আজমল হোসেন কুনু
সভাপতি
Ajmol Hussain Kunu—President
A4
ফিরোজ আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
Firoz Ahmed—General Secretary
A1 to A21
অনুগ্রহ করে
কুনু-ফিরোজ
PLEASE CAST YOUR VOTE IN FIRST ROW (A1 to A21) FOR KUNU-FIROZ PANEL
প্রচারে: কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি
A2
“আপনাদের ভোট ও সমর্থন চাই।
কুনু-ফিরোজ পরিষদকে নির্বাচিত করুন।
সিনিয়র সহ-সভাপতি পদে
আমাকে A2 ব্যালটে ভোট দিন।”
দুলাল বেহেদু
সিনিয়র সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী
২৫ অক্টোবর ২০২৬, রবিবার

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন-২০২৬
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার ২০২৬
কুনু-ফিরোজ
পরিষদে ভোট দিন
A1
আজমল হোসেন কুনু
সভাপতি
Ajmol Hussain Kunu—President
A4
ফিরোজ আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
Firoz Ahmed—General Secretary
VOTE FOR MOFIJUL ISLAM BHUIYAN RUMI
A6
মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি
কোষাধ্যক্ষ
Mofijul Islam Bhuiyan Rumi— Treasurer
MOFIJUL ISLAM BHUIYAN RUMI—TREASURER
A2
A3
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
প্রচারে: কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

কমিটির শান্তিতে নোবেল না দেওয়ার সিদ্ধান্ত ‘অপমানজনক’ বললেন ক্ষুব্ধ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: এ বছরের নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী নাভি পিল্লাইকে এক ‘রহস্যময় ব্যক্তি’ হিসেবে অভিহিত করে তাঁকে পুরস্কার না দেওয়ার নোবেল কমিটির সিদ্ধান্তকে ‘লজ্জাজনক ও অপমানজনক’ বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

শুক্রবার (৯ অক্টোবর) নিউইয়র্কের সিরাকিউসে এক নির্বাচনী প্রচারণায় ট্রাম্প বলেন, তিনি এই ব্যক্তির নাম আগে কখনো শোনেননি এবং কেউ তাকে চেনে না। ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েল গণহত্যা চালিয়েছে বলে সিদ্ধান্ত দেওয়া জাতিসংঘ তদন্ত দলের প্রধান ও আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের সাবেক বিচারক নাভি পিল্লাইকে নোবেল দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নরওয়ের প্রতি ক্ষোভ ঝাড়েন ট্রাম্প।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অভিযোগ করেন, এই সিদ্ধান্ত নরওয়ে এবং এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য এক অমোচনীয় কলঙ্ক। তিনি কোনো প্রমাণ উপস্থাপন ছাড়াই উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান ও উত্তর কোরিয়া এবং চীন ও তাইওয়ানের মধ্যকার সম্ভাব্য যুদ্ধ থামানোসহ নানা সংঘাত নিরসনে নিজের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে প্রতি বছরের মতো এবারও নোবেল না পাওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেন।

ট্রাম্প আরও বলেন, গণতন্ত্রবিরোধী ও সভ্যতার শত্রু একদল চরমপন্থী মতাদর্শীর কারণে নোবেল শান্তি পুরস্কার চিরতরে কলঙ্কিত হয়েছে এবং তারা নরওয়েকে কখনো ভুলবে না।- রয়টার্স

‘আপনারা আরও হাততালি দিলে পুরস্কারটা ট্রাম্পের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারি’: শান্তিতে নোবেল জয়ের পর ট্রাম্পকে খোঁচা পিল্লাইয়ের

পরিচয় ডেস্ক: আন্তর্জাতিক আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০২৬ সালের শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত দক্ষিণ আফ্রিকার মানবাধিকার আইনজীবী ও বিচারক ৮৫ বছর বয়সী নাভানেথেম নাভি পিল্লাই।

শুক্রবার (৯ অক্টোবর) নরওয়ের রাজধানী অসলোর নোবেল ইনস্টিটিউট থেকে বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হয়।

নোবেল শান্তি পুরস্কার জয়ের খবর নিশ্চিত হওয়ার পর সাবেক জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রধান নাভি পিল্লাই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে খোঁচা দিয়ে বলেন, উপস্থিত জনতা আরেকটু বেশি হাততালি দিলে এই পুরস্কারটি তিনি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ভাগ করে নেবেন। একই সঙ্গে জয়ের খবরটি তার কাছে এখনও পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না বলেও জানান তিনি।

পুরস্কার পাওয়ার বিষয়টি জানার পর উপস্থিত শুভানুধ্যায়ীদের সামনে অনানুষ্ঠানিক এক প্রতিক্রিয়ায় পিল্লাই জানান, নিজের কাজের ডেস্ক থেকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার পর ক্রিস্টফ নামের এক ব্যক্তি তাকে নোবেল জয়ের খবরটি জানান। সংবাদটি শুনে নিজের প্রথম অনুভূতির কথা জানিয়ে সাবেক এই বিচারক ও আইনজীবী বলেন, ‘এটি নিশ্চয়ই কোনো কৌতুক। আপনাদের এই করতালি আমার কাছে অনেক বড় বিষয়। তবে একজন আইনজীবী ও বিচারক হিসেবে বিষয়টি আমি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে যাচাই করে দেখতে চাই!’

উপস্থিত জনতার উচ্ছ্বাসের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে খোঁচা দিয়ে তিনি রসিকতা করে আরও বলেন, ‘আপনারা যদি আরেকটু বেশি হাততালি দেন, তবে আমি পুরস্কারটা ট্রাম্পের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারি।’

গত বছর হোয়াইট হাউসে ফেরার পর থেকে ট্রাম্প বারবার দাবি করে আসছেন, বিশ্বের এই অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারটি তার প্রাপ্য। *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*

বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন নাভি পিল্লাই

নজরুল মিন্টো: কখনও কখনও শান্তির জন্য যুদ্ধ করতে অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় একটি আইনের বই এবং অন্যায়ের সামনে মাথা নত না করার সাহস। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী শাসনের বিরুদ্ধে আদালতে দাঁড়ানো এক তরুণ আইনজীবী থেকে আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচারক, তারপর জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক সর্বোচ্চ পদে পৌঁছানো নাভি পিল্লাই সারা জীবন সেই পথেই হেঁটেছেন। আট দশকের বেশি বয়সে এসে তাঁর সেই দীর্ঘ পথচলা পেল বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতিগুলোর একটি। ২০২৬ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার এই মানবাধিকারকর্মী ও আন্তর্জাতিক আইনবিদ।

নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি শুক্রবার, ৯ অক্টোবর অসলোতে তাঁর নাম ঘোষণা করে। শান্তি ও আন্তর্জাতিক আইন প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘদিনের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবেই তাঁকে এ বছরের নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। কমিটি বিশেষভাবে তুলে ধরেছে যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও গণহত্যার মতো গুরুতর অপরাধের জন্য দায়ীদের বিচারের আওতায় আনার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক বিচারব্যবস্থা শক্তিশালী করা, নিপীড়নের শিকার মানুষের পক্ষে দাঁড়ানো এবং ক্ষমতাবান রাষ্ট্র ও নেতাদেরও আইনের জবাবদিহির মধ্যে আনার তাঁর দীর্ঘ প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান ইয়োরগেন ওয়াটনে ফ্রিডনেসের বক্তব্যেও উঠে এসেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। শান্তি মানে কেবল যুদ্ধ থামানো নয়, শান্তিকে টেকসই করতে প্রয়োজন এমন একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা যেখানে অপরাধ যত বড়ই হোক এবং অপরাধী যত ক্ষমতাবানই হোক, বিচারের ধারণাটি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে না। পিল্লাইয়ের কর্মজীবন সেই ধারণাটিকেই বারবার সামনে এনেছে। নোবেল কমিটি তাঁর বিচারিক দৃঢ়তা, নৈতিক সততা ও সাহসেরও প্রশংসা করেছে।

নাভানেথেম ‘নাভি’ পিল্লাইয়ের জন্ম ১৯৪১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে, ভারতীয় তামিল বংশোদ্ভূত এক পরিবারে। দেশটি তখন বর্ণবৈষম্যের কঠোর শাসনের মধ্যে। গায়ের রং ও জাতিগত পরিচয় মানুষের শিক্ষা, কাজ, চলাচল এমনকি দৈনন্দিন জীবনের সুযোগও নির্ধারণ করত। সেই সমাজেই বড় হয়েছেন পিল্লাই। ফলে মানবাধিকার তাঁর কাছে বইয়ের কোনো তত্ত্ব ছিল না, বৈষম্যের অভিজ্ঞতা ছিল নিজের জীবনেরই অংশ।

ইউনিভার্সিটি অব নাটাল থেকে ১৯৬৩ সালে স্নাতক এবং ১৯৬৫ সালে আইন ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। ১৯৬৭ সালে ডারবানে নিজের আইনচর্চা শুরু করেন। তিনি ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার নাটাল প্রদেশে নিজস্ব আইন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা প্রথম নারী। বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের কর্মী ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে তৎকালীন রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরাগভাজনও হন। বহু বছর তাঁকে পাসপোর্ট পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। কিন্তু সেই বাধা তাঁর পথ থামাতে পারেনি।

পরবর্তী সময়ে উচ্চশিক্ষার জন্য যান যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড ল স্কুলে। সেখানে আইন বিষয়ে মাস্টার্স এবং পরে ডক্টর অব জুরিডিক্যাল সায়েন্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর ডক্টরেট সম্পন্ন হয় ১৯৮৮ সালে। দক্ষিণ আফ্রিকার আদালতকক্ষ থেকে হার্ভার্ডের *বাকি অংশ ৫৬ পৃষ্ঠায়*

সাহিত্যে নোবেল পেলেন কানাডার অ্যান কারসন

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৬ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন কানাডার লেখক অ্যান কারসন। 'ধ্রুপদী ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রাণবন্ত সংলাপের মিশেলে তার দুঃসাহসিক ও উদ্ভাবনী সাহিত্যকর্ম সমকালীন সাহিত্যের নতুন রূপরেখা তৈরি করেছে' বলে উল্লেখ করেছে নোবেল কমিটি। আর সে কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে এই পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) নোবেল প্রাইজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেয়া পোস্টে বলা হয়, অ্যান কারসন ১৯৫০ সালে কানাডার টরন্টোতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮১ সালে ক্লাসিকস বা ধ্রুপদী সাহিত্যে 'ওডি এত আমো এরগো সাম' শীর্ষক তার গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। পেশাগত জীবনের পুরোটাজুড়ে কবিতা রচনার পাশাপাশি অনুবাদকর্ম এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন তিনি। কারসনের সাহিত্যের মূল উপজীব্যই হলো শব্দের প্রতি ভাষাতাত্ত্বিকের তীব্র আকর্ষণ এবং নতুন অর্থের সন্ধানে কবির আকুলতার এক অপূর্ব মিলন। কার্সন নিজেও উল্লেখ করেছেন, শব্দের মূল উৎসই তার যাবতীয় সৃষ্টির প্রেরণা। প্রাচীন গ্রিক সাহিত্য থেকে তার অনুবাদগুলোকে মূল রচনার মতোই স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সাহিত্যকর্ম হিসেবে গণ্য করা হয়। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সাফোর খণ্ডিতাংশের ব্যাখ্যানুবাদ 'ইফ নট, উইন্টার' (২০০২), এবং সোফোক্লিসের 'ইলেক্ট্রা' (২০০১) ও 'অ্যান্টিগোনে' (২০১৫) এবং ইউরিপিডিসের 'বাকাই' (২০১৫)-এর মতো ট্র্যাজেডিগুলোর রূপান্তর।

নব্বইয়ের দশকে কারসন কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এগুলোর মধ্যে 'গ্লাস, আয়রনি, অ্যান্ড গড' (১৯৯৫) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত 'দ্য গ্লাস এসে' অন্যতম। একই দশকে প্রকাশিত হয় কারসনের অন্যতম সেরা সৃষ্টি হিসেবে বিবেচিত কাব্য-উপন্যাস 'অটবায়োগ্রাফি অব রেড: আ নভেল ইন ভার্স' (১৯৯৮)। ধ্রুপদী সাহিত্য ঐতিহ্যকে সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে রূপদানের ক্ষেত্রে তার যে অসামান্য দক্ষতা, এটি তারই এক উজ্জ্বল নিদর্শন। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের গ্রিক কবি স্তেসিকোরোসের ডানাযুক্ত লাল রাক্ষস 'জেরিয়ন'-কে কেন্দ্র করে লেখা কবিতার খণ্ডাংশগুলোকে ভিত্তি করে আধুনিক ভাষা ও ভাবাবেগের নিপুণ প্রয়োগে তিনি এটি রচনা করেছেন। লেখালেখির জীবনজুড়েই অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে রচনার নিত্যনতুন দুয়ার উন্মোচন করেছেন কারসন। এক্ষেত্রে 'সাহিত্যিক রূপরেখা' বা স্কেচিং তার কাছে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ২০১৬ সালে প্রকাশিত 'ফ্লোট' গ্রন্থটি এর অন্যতম সাক্ষী। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখা ২২টি ছোট পুস্তিকার সমন্বয়ে গঠিত বইটি পাঠক নিজের ইচ্ছেমতো যেকোনও ক্রমে পড়তে পারেন।

এ ছাড়া ২০২৪ সালে প্রকাশিত 'রং নরমা' গ্রন্থটি বিভিন্ন পাঠ্যরীতির একটি বৈচিত্র্যময় সংমিশ্রণ। এতে বিভিন্ন শিল্প ও একাডেমিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন কারসন। দৃশ্যশিল্পী, নৃত্যপরিচালক, অপেরা ও নাট্য পরিচালকদের সঙ্গে তার যৌথ সৃষ্টিশীল কাজগুলো প্রমাণ করে, প্রথাগত সাহিত্যিক প্রত্যাশা ও নিয়মনীতিকে কতটা স্বাধীন ও মুক্তভাবে দেখেছেন তিনি। আর এ কারণেই ১৯৯০-এর দশক থেকে আন্তর্জাতিক শিল্প ও সাহিত্য অঙ্গনে তার কাজ এতটা অসামান্য প্রভাব ও গুরুত্ব বিস্তার করে চলেছে।

প্রসঙ্গত, গত বছর সাহিত্যে নোবেল পেয়েছিলেন হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক ও চিত্রনাট্যকার লাসলো ক্রাসনাহরকাই। আর কারসনের আগে প্রথম কানাডিয়ান হিসেবে ২০১৩ সালে সাহিত্য নোবেল অর্জন করেছিলেন ছোটগল্পকার অ্যালিস মানরো।

কালো গায়ের রঙের জন্য ঢোকা বারণ ছিল বিচারকদের কক্ষে, বাস চালকের মেয়ে নভি পিল্লাই আজ নোবেলজয়ী!

পরিচয় ডেস্ক: পিল্লাই নাটাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি স্নাতক ডিগ্রি এবং ১৯৬৫ সালে আইনের স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৮৮ সালে সেখান থেকেই আইনে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি।

আইনের ডিগ্রি, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এক সময়ে তাঁর বিচারকদের কক্ষে ঢোকা বারণ ছিল। কারণ, তাঁর গায়ের রঙ ফর্সা নয়। এই বর্ণ বিদ্বেষকে গায়ে মাখেননি নাভানেথেম নভি পিল্লাই। প্রভাব পড়তে দেননি তাঁর কেরিয়ারে। অদম্য শক্তি নিয়ে লড়াই চালিয়ে যান। সাউথ আফ্রিকা হাইকোর্টের প্রথম কৃ ষ্ণাঙ্গ মহিলা বিচারপতি হন তিনি।

শুক্রবার (৯ অক্টোবর) ভারতীয় বংশোদ্ভূত নাভানেথেম নভি পিল্লাই নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন। শান্তি ও আন্তর্জাতিক আইন প্রচারের জন্য তাঁকে এই সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে।

ভারতের তামিলনাড়ুর ভাল্লালার সম্প্রদায়ে শিকড়। তবে ভারতে জন্মাননি পিল্লাই। ১৯৪১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে জন্ম হয় নভি পিল্লাইয়ের। সেই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ষবিদ্বেষ চরমে। সেখানে বর্ণবৈষম্যমূলক ব্যবস্থা বা অ্যাপার্টহাইড (অঢ়ধৎঃযবরফ ঝুংঃবস) চালু ছিল। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের গায়ের রং ও জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে বৈষম্য করা হত।

রাষ্ট্রপুঞ্জকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পিল্লাই বলেছিলেন, "আমরা খুব গরিব ছিলাম। আমার বাবা বাস চালাতেন। আমরা ছিলাম সাত ভাইবোন। আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি, কারণ অনেকেই মনে করেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষরা আফ্রিকানদের তুলনায় ভালো থাকেন। কিন্তু বাস্তবে আমরা সবাই গরিব ছিলাম এবং একসঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতাম।"

তবে জীবনের এই কঠিন অভিজ্ঞতাগুলিকে তিনি সার্থক বলেই মনে করেন। কারণ, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরেছিলেন তিনি। ছোটবেলার অভিজ্ঞতা থেকেই পিল্লাই বিশ্বাস করতে শুরু করেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি।

পড়াশোনা ও আইনজীবী হিসেবে যাত্রা ১৯৬৭ সালে নাটাল অঞ্চলে, যা বর্তমানে কোয়াজুলু-নাটাল নামে পরিচিত, প্রথম মহিলা হিসেবে নিজের আইনজীবীর চেম্বার প্রতিষ্ঠা করেন পিল্লাই। পরে দক্ষিণ আফ্রিকার হাইকোর্টের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা বিচারপতি হিসাবেও নিযুক্ত হন তিনি। তাঁর কর্মজীবনের শুরুর দিকের অভিজ্ঞতাই পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর কাজের ভিত্তি তৈরি করে। ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠানগুলিকে জবাবদিহির আওতায় আনা এবং নির্যাতনের শিকার মানুষের অভিজ্ঞতা যাতে আইনি প্রক্রিয়ায় উপেক্ষিত না হয়, তা নিশ্চিত করাই ছিল তাঁর কাজের অন্যতম লক্ষ্য।

রোয়ান্ডার গণহত্যার বিচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা-

১৯৯৫ সালে পিল্লাই রাষ্ট্রপুঞ্জের অধীনে গঠিত রুয়ান্ডার জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (ওঈঞজ) বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৯৪ সালে রোয়ান্ডায় সংঘটিত গণহত্যা এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইন লঙ্ঘনের মতো গুরুতর অপরাধে অভিযুক্তদের বিচারের জন্য এই ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছিল। ১৯৯৯ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত দুই দফায় ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

এই ট্রাইব্যুনালে তাঁর অংশগ্রহণ করা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মামলাটি ছিল রোয়ান্ডার তাবা অঞ্চলের প্রাক্তন মেয়র জ্যঁ-পল আকায়েসুর বিরুদ্ধে। ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বরে এক ঐতিহাসিক রায়ে ট্রাইব্যুনাল আকায়েসুকে গণহত্যা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে।

এই মামলাটি আরও একটি কারণে ইতিহাসে বিশেষ জায়গা করে নেয়। ট্রাইব্যুনাল জানিয়েছিল, কোনও সুরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ধর্ষণ ও যৌন হিংসা চালানো হলে, তা গণহত্যার অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

গণহত্যা, যৌন হিংসা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন ও বিচারব্যবস্থার বিকাশে পিল্লাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। তাঁর কাজের মাধ্যমে এই নীতিও প্রতিষ্ঠিত হয় যে সরকারি ক্ষমতায় থ াকা ব্যক্তিরাও *বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়*

রসায়নে নোবেল পেলেন ফ্রান্সের অঁরি কাগান এবং জাপানের কেনসো সোআই

চলতি বছর রসায়নে নোবেল পেয়েছেন ফরাসি বিজ্ঞানী অঁরি কাগান এবং জাপানের বিজ্ঞানী কেনসো সোআই। অণুসমূহের মিরর ইমেজ সংক্রান্ত গবেষণা, জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অরৈখিক প্রভাব এবং অসমমিত সংশ্লেষণে স্ব-অনুঘটনের ভূমিকা আবিষ্কারের জন্য তাদের যৌথভাবে এ পুরস্কার দেয়া হয়েছে। তাদের এই গবেষণা চিকিৎসাক্ষেত্রে ওষুধ তৈরির উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বুধবার (৭ অক্টোবর) নোবেল জুরি এক বিবৃতিতে জানায়, 'অসমমাত্রিক জৈব সংশ্লেষণে নন-লিনিয়ার ইফেক্টস এবং স্ব-অনুঘটন আবিষ্কারের জন্য' তাদের এই সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। বিজ্ঞানী কাগান ফ্রান্সের অর্সে অবস্থিত 'ইউনিভার্সিটি প্যারিস-সুদ'-এর সঙ্গে যুক্ত এবং ৯৫ বছর বয়সী বিজ্ঞানী সোআই টোকিও ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্সের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

বুধবার (৭ অক্টোবর) বিকেলে সুইডেনের স্টকহোমে অবস্থিত রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস বিজয়ীদের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে। গত বছর রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন তিন বিজ্ঞানী। বায়ুমণ্ডল থেকে গ্রিনহাউস গ্যাস শোষণ বা মরুভূমির আবহাওয়া থেকে জলীয় বাষ্প আহরণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকারী এক বিশেষ আণবিক কাঠামো উদ্ভাবনের জন্য তাদের এই পুরস্কার দেয়া হয়েছিল। চলতি বছর চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল ঘোষণার মধ্য দিয়ে নোবেল মৌসুম শুরু হয়। গত সোমবার (৫ অক্টোবর) যৌথভাবে তিন বিজ্ঞানীকে এ পুরস্কার দেয়া হয়। তাদের উদ্ভাবন আলোর সাহায্যে মস্তিষ্কের কার্যাবলী উন্মোচনের পথ সুগম করেছে। এরপর মঙ্গলবার পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পান এক বিজ্ঞানী। বিরল প্রজাতির নিউট্রিনো রহস্য উন্মোচনে অবদান রেখেছেন তিনি।

পদার্থবিজ্ঞানে এককভাবে নোবেল পেলেন ফ্রান্সিস হালজেন

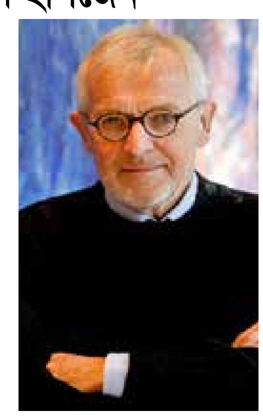

চলতি বছর পদার্থবিজ্ঞানে এককভাবে নোবেল পেয়েছেন বেলজিয়ামের বংশোদ্ভুত মার্কিন পদার্থবিজ্ঞানী ফ্রান্সিস হালজেন। মহাকাশ থেকে আসা উচ্চশক্তির নিউট্রিনো শনাক্তকরণ এবং আইসকিউব নিউট্রিনো অবজারভেটরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তাকে এ পুরস্কার দেয়া হয়েছে। গত মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস নোবেলজয়ী হিসেবে কণাবিষয়ক পদার্থবিজ্ঞানী ফ্রান্সিস হালজেনের নাম ঘোষণা করে। নোবেল কমিটি জানিয়েছে, 'আইসকিউব নিউট্রিনো অবজারভেটরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান এবং জ্যোতির্পদার্থগত উৎস থেকে আসা উচ্চশক্তির নিউট্রিনো আবিষ্কারে নির্ণায়ক অবদানের' জন্য হালজেনকে এ পুরস্কার দেয়া হয়েছে। নিউট্রিনো হলো অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও প্রায় ভরহীন কণা, যা সাধারণ পদার্থের সঙ্গে খুব কমই মিথস্ক্রিয়া করে। ফলে এগুলো শনাক্ত করা অত্যন্ত কঠিন। মহাবিশ্বের দূরবর্তী ও শক্তিশালী বিভিন্ন উৎস সম্পর্কে জানতে নিউট্রিনোর গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ। আইসকিউব নিউট্রিনো অবজারভেটরি অ্যান্টার্কটিকার বরফের প্রায় দেড় কিলোমিটার গভীরে স্থাপন করা একটি বিশাল বৈজ্ঞানিক গবেষণা ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে আসা উচ্চশক্তির নিউট্রিনো শনাক্ত করা হয়। এ বছরের পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কারের অর্থমূল্য ১ কোটি ২০ লাখ সুইডিশ ক্রোনা, যা একাধিক বিজয়ী থাকলে তাদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। তবে এ বছর পুরস্কারটি এককভাবে পেয়েছেন ফ্রান্সিস হালজেন। পদার্থবিজ্ঞানের পুরস্কারটি বিজ্ঞানের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি হিসেবে বিবেচিত হয়। এর আগে এ পুরস্কার পেয়েছেন আলবার্ট আইনস্টাইন, মেরি কুরি, পিয়েরে কুরি, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ও নিলস বোরের মতো বিজ্ঞানীরা। গত বছর পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পেয়েছিলেন জন ক্লার্ক, মিশেল ডেভোরে ও জন মার্টিনিস। কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পরীক্ষার মাধ্যমে দেখানোর জন্য তাদের এ পুরস্কার দেয়া হয়।

চিকিৎসায় নোবেল পেলেন তিন বিজ্ঞানী

২০২৬ সালের নোবেলজয়ীদের নাম ঘোষণা শুরু হয়েছে চিকিৎসাবিজ্ঞান দিয়ে। চিকিৎসাবিদ্যায় অনবদ্য অবদান রাখায় চলতি বছর যৌথভাবে নোবেল পেয়েছেন *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*

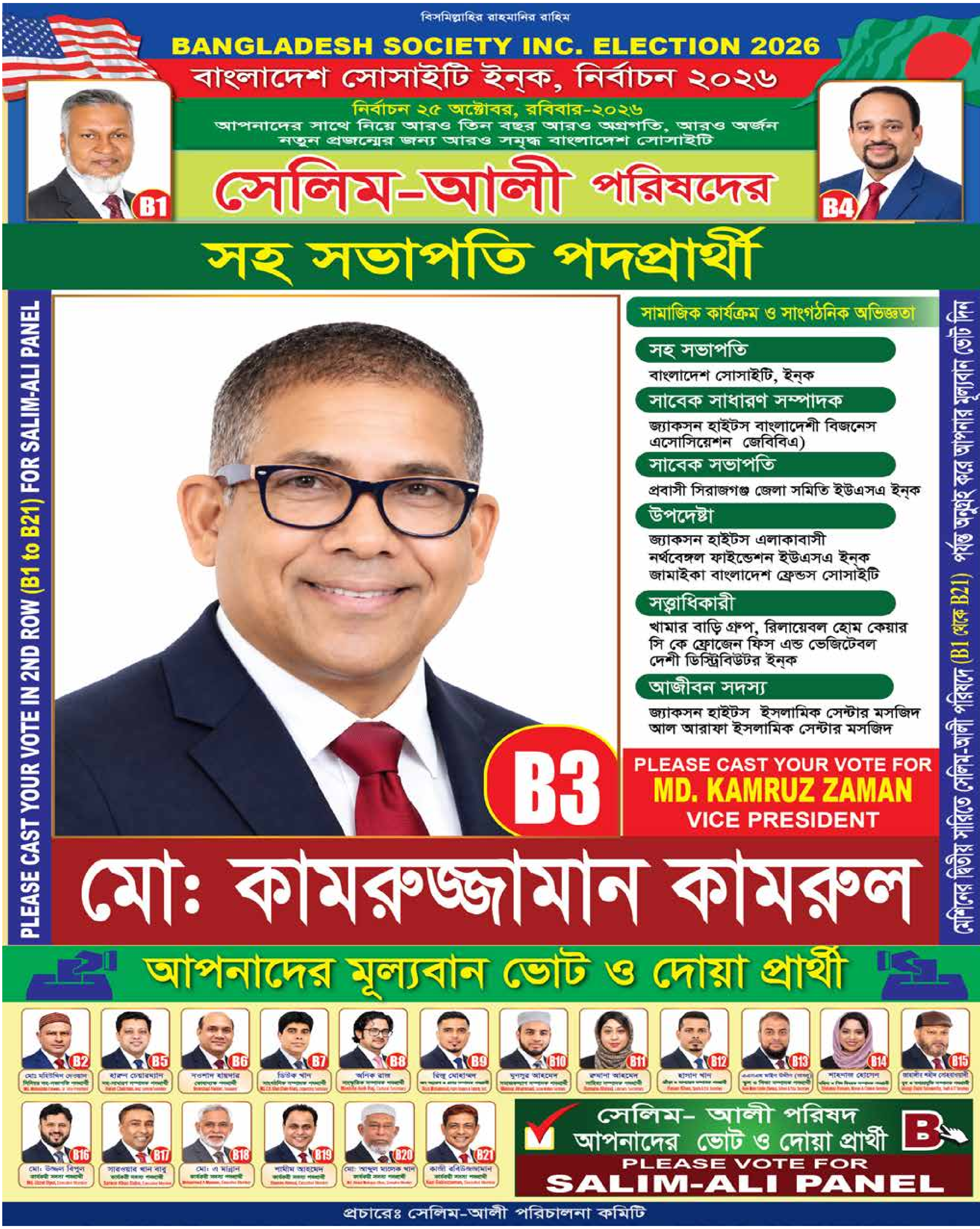

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2026
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২৬
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬
আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর আরও অগ্রগতি, আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি
B1
সেলিম-আলী পরিষদের
B4
সহ সভাপতি পদপ্রার্থী
PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL
সামাজিক কার্যক্রম ও সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা
সহ সভাপতি
বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক
সাবেক সাধারণ সম্পাদক
জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন জেবিবিএ)
সাবেক সভাপতি
প্রবাসী সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ ইন্‌ক
উপদেষ্টা
জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী
নর্থবেঙ্গল ফাইন্ডেশন ইউএসএ ইন্‌ক
জামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি
সত্ত্বাধিকারী
খামার বাড়ি গ্রুপ, রিলায়েবল হোম কেয়ার
সি কে ফ্রোজেন ফিস এন্ড ভেজিটেবল
দেশী ডিস্ট্রিবিউটর ইন্‌ক
আজীবন সদস্য
জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টার মসজিদ
আল আরাফা ইসলামিক সেন্টার মসজিদ
B3
PLEASE CAST YOUR VOTE FOR
MD. KAMRUZ ZAMAN
VICE PRESIDENT
মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
মো: কামরুজ্জামান কামরুল
আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী
B2
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
সেলিম- আলী পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
B
PLEASE VOTE FOR
SALIM-ALI PANEL
প্রচারেঃ সেলিম-আলী পরিচালনা কমিটি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2026
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক, নির্বাচন ২০২৬
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬
আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর আরও অগ্রগতি, আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি
B1
সেলিম-আলী পরিষদের
B4
সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
শিক্ষা ও পেশা
● মাস্টারস্ অব আর্ট (প্রিলিমিনারি)- ওয়ার্ল্ড হিস্টোরী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।
● ব্যাচেলর ডিগ্রি (সমাজ বিজ্ঞান, মনো বিজ্ঞান), তোলারাম কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ।
● সার্টিফাই ইনকাম ট্যাক্স প্রস্তুতকারী, এইচ এন্ড আর ব্লক, নিউইয়র্ক।।
● সিইও এন্ড প্রেসিডেন্ট, রোজগার্ডেন (ট্রাভেল ও রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্ট)
● লাইসেন্সড রিয়েল্টর
সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা
● সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক ২০২৫-২০২৬
● কোষাধ্যক্ষ (২ বার), বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক (২০১৫-১৬ এবং ২০১৭-১৮)।
● সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান, দি অপটিমিষ্ট ইনক (দুস্থ ও মেধাবী শিশুদের জন্য বৃত্তিমূলক সংস্থা)।
● নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের ৫ মেয়াদে সাবেক নির্বাচন কমিশনার।
● সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক (২বার), নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতি অব উত্তর আমেরিকা ইনক।
● সাবেক সহ-সভাপতি, রিয়াজুল জান্নাহ ইসলামিক সেন্টার, সাউথ জ্যামাইকা।
● প্রতিষ্ঠাতা আহবায়ক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন।
আমেরিকার মূলধারায় সম্পৃক্ততা
● কমিউনিটির বোর্ড মেম্বার ও এরিয়া চেয়ারপারসন (সিবি-১২)।
● প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বাংলাদেশী আমেরিকান সোসাইটি (একটিমূলধারার সংগঠন)।
● সাবেক নিউইয়র্ক সিটি বাজেট পার্টিসিপেটরি কমিটির ডেলিগেট ও সদস্য।
আজীবন সদস্য
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক। জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, জ্যামাইকা। আল আরাফা ইসলামিক সেন্টারস জ্যামাইকা। ফুলতলি ইসলামিক সেন্টার, জ্যামাইকা। জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টার, জ্যাকসন হাইটস। উডসাইড ইসলামিক সেন্টার, উডসাইড। মসজিদ আল ফোরকান, ওজোন পার্ক। মসজিদ আল কুবা ইসলামিক সেন্টার, জ্যামাইকা। হলিস মুসলিম সেন্টার, হলিস।
বিশেষ সম্মাননা প্রাপ্তি
সিনেট মেজরিটি লিডার সিনেটর চাক সুমার কর্তৃক সাংগঠনিক সম্মাননা। নিউইয়র্ক সিটি স্পিকার। নিউইয়র্ক সিটি মেয়র ও কাউন্সিল মেম্বার। ব্রুকলিন বরো প্রেসিডেন্ট কর্তৃক কভিড-১৯ হিরো সম্মাননা। নিউইয়র্ক স্টেট এসেম্বলী। দি অপটিমিষ্টস। নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতি অব নর্থ আমেরিকা ইনক। এনআরবি ও নিউইয়র্ক বাংলাদেশী লায়ন্স ক্লাব। সাপ্তাহিক ঠিকানা ও বাংলা পত্রিকা, টাইম টিভি। ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস। বিভিন্ন আঞ্চলিক সামাজিক সংগঠন কর্তৃক সম্মাননা।
PLEASE CAST YOUR VOTE FOR
MOHAMMAD ALI
GENERAL SECRETARY
B4
মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
মোহাম্মদ আলী
আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী
B2
B3
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B16
B17
B18
B19
B20
B21
সেলিম- আলী পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
B
PLEASE VOTE FOR
SALIM-ALI PANEL
প্রচারেঃ সেলিম-আলী পরিচালনা কমিটি

যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি শিক্ষার্থীদের কাজের অনুমতি: ৭০ হাজার ডলার ফি এর প্রস্তাব ট্রাম্প প্রশাসনের

পরিচয় ডেস্ক: আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনার সময় বা পরে কাজের সুযোগ দেওয়া ‘অপশনাল প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং (ওপিটি)’ কর্মসূচিতে ৭০ হাজার ডলার ফি গ্রহণের প্রস্তাব করেছে যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস)। বিদেশি শিক্ষার্থী ও অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে ট্রাম্প প্রশাসনের সর্বশেষ উদ্যোগ হিসেবে গত বুধবার (০৭ অক্টোবর) এ প্রস্তাব দেওয়া হয়। প্রস্তাবিত নিয়মে কোনো শিক্ষার্থী ওপিটিতে অংশ নিলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এ ফি দিতে হবে। সাধারণত শিক্ষার্থীরা এক বছর কাজের সুযোগ পান। তবে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত (স্টেম) বিষয়ের শিক্ষার্থীরা অতিরিক্ত দুই বছর কাজ করতে পারেন। প্রতিটি নতুন আবেদনের জন্য ৭০ হাজার ডলার এবং পরবর্তী প্রতিটি নবায়নের জন্য ৩০ হাজার ডলার ফি দিতে হবে। প্রস্তাবটি চূড়ান্ত করার আগে ৬০ দিন জনমত নেওয়া হবে। উচ্চশিক্ষা ও ব্যবসায়িক সংগঠনগুলো আইনি পদক্ষেপ নিতে পারে, ফলে নিয়মটি কার্যকর হতে সময় লাগতে পারে।

ডিএইচএস বলেছে, ভিসা কর্মসূচির অপব্যবহার ঠেকাতেই এ ফি প্রস্তাব করা হয়েছে। ওপিটিকে ‘সস্তা বিদেশি শ্রমিকের পাইপলাইন’ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল। তবে শিক্ষা ও অভিবাসন খাতের প্রতিনিধিরা এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আসছেন। আন্তর্জাতিক শিক্ষাবিষয়ক সংস্থা “নাফসা”র প্রধান নির্বাহী ফান্তা আও বলেন, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের মেধা, দৃষ্টিভঙ্গি ও আকাঙ্ক্ষাকে তাড়িয়ে দিলে তা কেবল যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভাবন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মশক্তির বিকাশ ও বৈশ্বিক নেতৃত্বকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এদিকে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপ ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের আরেকটি কর্মসূচি ‘কারিকুলার প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং’ নিয়েও কড়াকড়ি করছে ট্রাম্প প্রশাসন। ইউএস ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের (আইসিই) নতুন নির্দেশনায় বলা হয়েছে, কোনো ডিগ্রি অর্জনের বাধ্যতামূলক অংশ হলেই কেবল এ কর্মসূচি অনুমোদন করা উচিত। গত সোমবার (০৫ অক্টোবর) এ নির্দেশনার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা করিয়ে দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগ, হিউস্টনে গ্রেপ্তার ইমিগ্রেশন আইনজীবী

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা ও ওয়ার্ক পারমিট করিয়ে দেওয়ার নামে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে হিউস্টনে এক ইমিগ্রেশন আইনজীবীর বিরুদ্ধে ফেডারেল মামলা হয়েছে।

অভিযুক্ত রাশিয়ান বংশোদ্ভূত আইনজীবীর নাম আল্লা নোভোইয়েভস্কি (৪৪)। তাঁর বিরুদ্ধে মেইল জালিয়াতি ও মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগে অভিযোগপত্র দাখিল করেছে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টের অ্যাটর্নি অফিস।

অভিযোগে বলা হয়েছে, অভিবাসনসংক্রান্ত আবেদন জমা দেওয়া, ওয়ার্ক পারমিটের অবস্থা পরিবর্তন এবং কর্মসংস্থানভিত্তিক ভিসা পেতে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বিভিন্ন গ্রাহকের কাছ থেকে অর্থ নেন। তবে প্রসিকিউটরদের দাবি, অর্থ নেওয়ার পর তিনি কয়েকজনের আবেদন জমা দেননি। আবার কিছু আবেদন জমা দিলেও সেগুলো ছিল অসম্পূর্ণ।

এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে মেইল জালিয়াতি ও মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। তবে আদালতে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি আইনত নির্দোষ বলে বিবেচিত হবেন।

যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা ও ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আইনজীবীর সহায়তা নেওয়ার ক্ষেত্রে আবেদন জমা দেওয়ার প্রমাণ ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই করার গুরুত্ব আবারও সামনে এসেছে। সংবাদসূত্র ইউএসসিআইএস

আমেরিকান কর্মীদের ছাঁটাই করে কম বেতনে বিদেশি কর্মী নিয়োগের অভিযোগে মাইক্রোসফট ও অ্যাডোবির “গ্রিন কার্ড আবেদন” স্থগিত করল ট্রাম্প প্রশাসন

পরিচয় ডেস্ক: ট্রাম্প প্রশাসন বৃহস্পতিবার মাইক্রোসফট ও অ্যাডোবিসহ একাধিক প্রযুক্তি কোম্পানিকে তাদের এইচ-১বি (ঐ-১ই) ভিসা-ধারী কর্মীদের জন্য গ্রিন কার্ডের আবেদন করার সুযোগ স্থগিত করেছে। ট্রাম্প প্রশাসনের যুক্তি হলো, এর মাধ্যমে তারা আর আমেরিকান কর্মীদের চাকরি কেড়ে নিতে সক্ষম হবেনা। ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের নেতৃত্বে এক ঘোষণায় ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, যেসব কোম্পানি কম খরচে কর্মী নিয়োগ এবং আমেরিকান কর্মীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে ‘গ্রিন কার্ড’ প্রক্রিয়ার অপব্যবহার করবে, তাদের ‘পার্ম’ (চঊজগ) কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ স্থগিত করা হবে।

ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যান্স এই কথিত অপব্যবহারের একটি প্রধান উদাহরণ হিসেবে মাইক্রোসফটের কথা উল্লেখ করেন; তিনি জানান যে, গত এক বছরে এই প্রযুক্তি-দিগ্‌গজ প্রতিষ্ঠানটি হাজার হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করা সত্ত্বেও এইচ-১বি (H-1B) ভিসা এবং পরবর্তী ধাপে গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন অব্যাহত রেখেছে।

ভ্যান্স বলেন, “এখন, মাইক্রোসফট এবং অন্য যেকোনো দেশি বা বিদেশি কর্পোরেশনের প্রতি আমাদের বার্তাটি খুবই সহজ: আমরা অবশ্যই চাই আপনারা যুক্তরাষ্ট্রে সমৃদ্ধি লাভ করুন।”

আমরা চাই মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে, বিশেষ করে এখানকার প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ করুক। আমরাই আপনাদের শিল্পের সবচেয়ে বড় সমর্থক। আমরা চাই আপনারা প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখুন এবং প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান করুন; তবে আমরা চাই আপনারা যেন আমেরিকান কর্মীদেরই নিয়োগ দেন,“ ভ্যান্স বলেন। ”তাই মাইক্রোসফটের প্রতি আমাদের বার্তা হলো- আপনারা একটি চমৎকার আমেরিকান কোম্পানি, কিন্তু আপনাদের অবশ্যই দক্ষ আমেরিকান কর্মীদের নিয়োগ দিতে হবে।” ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যান্স তাঁর বক্তব্যে মাইক্রোসফটের ওপর আলোকপাত করলেও, বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) শ্রম বিভাগ (DOL) ‘পার্ম’ (PERM) প্রক্রিয়া থেকে আরও কয়েকটি বড় প্রযুক্তি কোম্পানির আবেদন করার সুযোগ স্থগিত করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম বিভাগের কর্মকর্তা কিথ সন্ডারলিং জানিয়েছেন যে, আইটি আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠান কগনিজ্যান্ট, ইনফোসিস, টাটা, উইপ্রো, এইচসিএল এবং ক্যাপজেমিনি-এদের সবাইকে এই কর্মসূচি থেকে সাময়িকভাবে বাদ দেওয়া হবে। সন্ডারলিং জানান, অ্যাডোবি এবং মাইক্রোসফটকে বাদ দেওয়ার কারণ হলো তাদের বিরুদ্ধে চলমান “একাধিক ফেডারেল তদন্ত”।

ওই কর্মকর্তা আরও জানান, এর অর্থ হলো সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলোর বর্তমান গ্রিন কার্ড আবেদনগুলোর প্রক্রিয়া আর এগোবে না এবং নতুন কোনো আবেদনও গ্রহণ করা হবে না।

হোয়াইট হাউসে এক ঘোষণার সময় ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যান্স বলেন যে, মাইক্রোসফটের চেয়ে অন্য কোনো কোম্পানি এইচ-১বি (H-1B) কর্মসূচি এবং এর মাধ্যমে গ্রিন কার্ড পাওয়ার প্রক্রিয়ার বেশী অপব্যবহার করেনি।

ভ্যান্স বলেন, “গত এক বছরে মাইক্রোসফট-আমি এখানকার তথ্যের বিষয়ে স্পষ্ট থাকতে চাই-৬,০০০ আমেরিকান কর্মীকে ছাঁটাই *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের “দ্বৈত” নাগরিকদের ভ্রমণে নতুন নির্দেশনা, ব্যবহার করতে হবে আমেরিকান পাসপোর্ট

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের “দ্বৈত” নাগরিকত্বধারীদের জন্য ভ্রমণসংক্রান্ত জরুরি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। এতে বলা হয়েছে, দ্বৈত নাগরিকত্বধারী যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রস্থানের সময় অবশ্যই বৈধ আমেরিকান পাসপোর্ট ব্যবহার করতে হবে। এই নিয়ম শিশুদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। গত সোমবার (৫ অক্টোবর) ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট এর নির্দেশিকা অনুসারে নিউজিল্যান্ডে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দ্বৈত নাগরিকত্বধারী যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা ইলেকট্রনিক ট্রাভেল অথোরাইজেশন সিস্টেমের (ইএসটিএ) জন্য আবেদন করার সময় তাদের বিদেশি পাসপোর্ট ব্যবহার করতে পারবেন না। যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ দ্বৈত নাগরিকত্বধারীদের বিদেশি পাসপোর্ট ব্যবহার করে করা ইএসটিএ আবেদন প্রত্যাখ্যান বা বাতিল করতে পারে। বিদেশে বসবাসকারী যুক্তরাষ্ট্রের কোনো নাগরিক যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের পরিকল্পনা করলে তাঁকে অবশ্যই বৈধ আমেরিকান পাসপোর্ট সঙ্গে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, কারও আমেরিকান পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে অথবা শিগগিরই শেষ হওয়ার কথা থাকলে ভ্রমণের আগে তা নবায়ন করে নেওয়া উচিত। এদিকে, সাধারণ আন্তর্জাতিক ভ্রমণনীতিতে অনেক দেশের ক্ষেত্রে বিদেশি নাগরিকদের প্রবেশের সময় পাসপোর্টের মেয়াদ আরও নির্দিষ্ট সময়, অনেক ক্ষেত্রে ছয় মাস, থাকা প্রয়োজন হতে পারে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য বৈধ মার্কিন পাসপোর্ট ব্যবহারের নিয়মটি আলাদাভাবে প্রযোজ্য।

কানাডায় আশ্রয় আবেদনে বড় পরিবর্তন, নতুন নিয়ম কার্যকর ৩ নভেম্বর থেকে

পরিচয় ডেস্ক: কানাডায় শরণার্থী বা রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন করার অনলাইন পদ্ধতিত পরিবর্তন আনছে দেশটির সরকার। আগামী ৩ নভেম্বর থেকে ইমিগ্রেশন, রিফিউজিস অ্যান্ড সিটিজেনশিপ কানাডার (আইআরসিসি) পোর্টালে নতুন আবেদনপ্রক্রিয়া চালু হবে। এতে অসম্পূর্ণ আবেদন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে নতুন কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং আগে দেওয়া তথ্য পর্যালোচনা করতে হবে।

কানাডার সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত নির্দেশনা অনুযায়ী, নতুন

ব্যবস্থার আগে বর্তমান পদ্ধতিতে আবেদন সম্পন্ন করতে চাইলে ২ নভেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিটের মধ্যে (কানাডার পূর্বাঞ্চলীয় সময়) আবেদন জমা দিতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন জমা দেওয়া হলে নতুন পদ্ধতির কারণে অতিরিক্ত তথ্য দিতে হবে না, যদি না আইআরসিসি আলাদাভাবে তা চায়।

যারা আইআরসিসির অনলাইন পোর্টালে শরণার্থী আবেদনের কাজ শুরু করেছেন, কিন্তু ২ নভেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিটের মধ্যে তা জমা দিতে পারবেন না, তাঁদের নতুন পদ্ধতিতে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আগে দেওয়া ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষিত থাকবে। তবে আবেদনকারীদের নতুন প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং আগের দেওয়া তথ্যগুলো পর্যালোচনা করতে হবে।

অন্যদিকে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যারা আবেদন জমা দেবেন, তাদের শুধু নতুন পদ্ধতি চালুর কারণে আবার আবেদন করতে হবে না। তবে প্রয়োজন হলে ইমিগ্রেশন বিভাগ অতিরিক্ত তথ্য চাইতে পারবে। কানাডার সীমান্তে দেশটির বর্ডার সার্ভিসেস এজেন্সির (সিবিএসএ) মাধ্যমে আবেদন শুরু করা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্ন নিয়ম রয়েছে। তারা আবেদনটি আইআরসিসির পোর্টাল অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা না দিলে নতুন প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং আগের তথ্য পর্যালোচনা করতে হবে। আর যাদের সীমান্তে আবেদন শুরু হলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পোর্টাল অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আবেদন যুক্ত করা হয়নি, তাদের আগে সংগৃহীত তথ্য সংরক্ষিত না-ও থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে নিজের ও পরিবারের তথ্য আবার দিতে হবে।

কানাডার শরণার্থী ও অভিবাসন ব্যবস্থার আধুনিকায়নের বৃহত্তর উদ্যোগের অংশ হিসেবে অনলাইন আবেদনপ্রক্রিয়ায় এই পরিবর্তন আনা হচ্ছে। গত ২৬ মার্চ বিল সি-১২ রাজকীয় সম্মতি পাওয়ার পর আইনে পরিণত হয়। আইনটির লক্ষ্য শরণার্থী আবেদনপ্রক্রিয়া আধুনিক করা, যোগ্যতা যাচাইয়ের নিয়ম পরিবর্তন এবং অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় তথ্য আদান-প্রদান উন্নত করা।

নতুন অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে আবেদন জমা দেওয়ার আগে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও যাচাইয়ের প্রক্রিয়া আরও কাঠামোবদ্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কানাডার অভিবাসন বিভাগের নির্দেশনায় বলা হয়েছে, নতুন পদ্ধতি চালুর ফলে অসম্পূর্ণ আবেদনকারীদের অতিরিক্ত কিছু ধাপ অনুসরণ করতে হলেও আগে থেকে দেওয়া ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষিত থাকবে-যদি আবেদনটি আইআরসিসির পোর্টালে শুরু করা হয়ে থাকে।

৩৮ পাতার নতুন পাসপোর্ট আনছে যুক্তরাষ্ট্র, বদলাবে নকশা ও প্যাকেজিং

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তনের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর।

২০২৭ সাল থেকে প্রথমবার পাসপোর্টের আবেদন অনলাইনে করার সুযোগ চালুর পরিকল্পনার পাশাপাশি ২০২৮ সালে নতুন নকশার পাসপোর্ট চালুর কথা জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব মার্কো রুবিও।

বর্তমানে প্রথমবার প্রাপ্তবয়স্ক পাসপোর্টের আবেদনকারীদের নির্ধারিত গ্রহণকেন্দ্রে সরাসরি উপস্থিত হয়ে আবেদন করতে হয়। অনলাইনে নবায়নের সুবিধা থাকলেও তা নির্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন আবেদনকারীদের জন্য সীমিত।

পররাষ্ট্র সচিব রুবিও জানিয়েছেন, নতুন ডিজিটাল ব্যবস্থায় প্রথমবার পাসপোর্টের আবেদনকারীরা অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার পাশাপাশি আবেদনের অগ্রগতিও অনলাইনে দেখতে পারবেন। আবেদন প্রক্রিয়ায় পরিচয় যাচাই, ছবি জমা, ফি পরিশোধ এবং আবেদনের অবস্থা পর্যবেক্ষণের মতো কাজ ডিজিটাল ব্যবস্থার মাধ্যমে করার পরিকল্পনা রয়েছে।

নতুন ব্যবস্থায় আবেদনকারীরা সরকারি লগইন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রবেশ করে নিজেদের তথ্য ব্যবহার করতে পারবেন। মোবাইল ফোনে ছবি তোলা অথবা আগে থেকে থাকা ছবি আপলোড করার সুযোগও রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। আবেদন জমা দেওয়ার পর সম্ভাব্য সরবরাহের সময় সম্পর্কেও তথ্য পাওয়া যাবে বলে জানানো হয়েছে।

তবে প্রথমবার পাসপোর্ট আবেদনের অনলাইন ব্যবস্থা এখনো চালু হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের বর্তমান নির্দেশনায় প্রথমবার *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus
আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি
- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620

New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com

D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529

OPEN 6 Days (M-S)
info@basharlaw.com
+1(202) 983 - 5504
Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com
*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

ALLIANCE OF SOUTH ASIAN AMERICAN LABOR (ASAAL)
USA
AFGHANISTAN
BANGLADESH
BHUTAN
INDIA
MALDIVES
NEPAL
PAKISTAN
SRI LANKA
Our Vote, Our Voice, Our Strength – We Make The Difference
ALLIANCE OF SOUTH ASIAN AMERICAN LABOR
ASAAL
The 19th Annual
CONVENTION
REGISTER ONLINE
Saturday, October 17, 2026
9 AM – 9 PM
District Council 37
Main Hall, 125 Barclay Street
New York, NY 10007
ADMISSION IS FREE WITH REGISTRATION
Come One, Come All – Be our Guest, Be part of Mainstream Politics
HOST COMMITTEE
In solidarity
Convenor
Ibrahim Barobhuiya
Joint Convenors
Farook Hossain
Golam Farooq Shahin
ASAAL 19th Convention Host Committee
Queens Chapter: Kazi Farid Ahmed, Dr. Mariam Singh
Bronx Chapter: Md. Alauddin, Mashud Rahman
Brooklyn Chapter: Nazmul Hasan Manik, Masbah Uddin
Staten Island Chapter: Md. Alam Hossain, Bashed Bhuiyan
Jackson Heights Chapter: Somnath Chimire, Chhiring Rapke Lama
Healthcare Professional Chapter: Dr. Mohammad Islam, Dr. Chowdhury Shahria
Ozone Park Chapter: Mashud Rana Topan, Md. Santanu Barua
New Jersey Chapter: Ketan Parmar
Long Island Chapter: Mezbha Kazi Naser
NY Capital Region Chapter: Mizanur Rahman, Rashtab Mahmud
ASAAL National
Mohammed Karim Chowdhury
President
Harjit Singh Minhas
Secretary
Maf Misbah Uddin
Founder and President Emeritus
JOIN ASAAL CHAPTERS
New York | New Jersey | Georgia | Michigan | Pennsylvania | Florida | Virginia
Maryland | Los Angeles | Houston | New Hampshire | Kansas | Washington DC
www.asaal.org
Facebook: ASAAL08
X: ASAAL08
Instagram: officialasaal
asaalNational@asaal.org
+1 (917) 209-9772
UNITY ★ EQUALITY ★ PROGRESS

জলবায়ু পরিবর্তনে এল নিনিওর প্রভাবে বাংলাদেশে কী হতে পারে, কী প্রস্তুতি দরকার

পরিচয় ডেস্ক: জলবায়ু পরিবর্তনে এল নিনিওর প্রভাবে বাংলাদেশে কী হতে পারে, কী প্রস্তুতি দরকার।

“বৃষ্টি ও বন্যার মৌসুমি পূর্বাভাসের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলে কৃষকসহ সংশ্লিষ্ট সবাই আগাম সতর্কতা ও প্রস্তুতি নিতে পারবেন।”

কয়েক দশকের মধ্যে এবারের এল নিনিও সবচেয়ে শক্তিশালী রূপ নিতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (ডব্লিউএমও)। জলবায়ুজনিত এ ঘটনার প্রভাব থাকবে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। বাংলাদেশে এর প্রভাব কতটা পড়তে পারে, আর সেজন্য কী ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া দরকার-সে সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

বুয়েটের পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক এ কে এম সাইফুল ইসলাম বলেন, এবারের এল নিনিও দেড়শ বছরের মধ্যে অন্যতম ‘সুপার এল নিনিও’ হতে যাচ্ছে। আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, প্রশান্ত মহাসাগরের নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় ৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের পর্যন্ত বাড়তে পারে।

১৯৯৭-৯৮ ও ২০১৫-১৬ সালে যে এল নিনিও দেখা গিয়েছিল, সেসবে তাপমাত্রা ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে ২.৭ থেকে ২.৭৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। আর সবচেয়ে শক্তিশালী এল নিনিও হয়েছিল ১৮৭৭-৭৮ সালে; তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ৩.৫৮ ডিগ্রি বেশি ছিল। এবার তার চাইতেও তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন গবেষকরা।

এল নিনিও হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরের নিরক্ষীয় অঞ্চলের পূর্ব ও মধ্যভাগে সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ার জলবায়ুজনিত ঘটনা। এটি সাধারণত প্রতি ২ থেকে ৭ বছর পরপর ঘটে এবং কয়েক মাস থেকে এক বছরের বেশি স্থায়ী হতে পারে।

এর ফলে কেবল প্রশান্ত মহাসাগর নয়, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বৃষ্টি, তাপমাত্রা, খরা, বন্যা ও ঝড়ের ধরনেও পরিবর্তন ঘটতে পারে।

স্বাভাবিক অবস্থায় প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে বাণিজ্যিক বায়ু বয়ে যায়। এ বাতাস উষ্ণ পানিকে ইন্দোনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার দিকে ঠেলে নেয়, আর দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলে নিচ থেকে ঠান্ডা পানি উঠে আসে।

এল নিনিওর সময় এ বাতাস দুর্বল হয়ে পড়ে, ফলে উষ্ণ পানি পূর্ব দিকে, অর্থাৎ দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলের দিকে সরে আসে। এতে অঞ্চল ও ঋতুভেদে বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, খরা, বন্যা ও ঝড়ের ধরনে পরিবর্তন দেখা দিতে পারে।

এল নিনিওর কী প্রভাব বাংলাদেশে

এল নিনিওর প্রভাব অঞ্চলভেদে যে ভিন্ন হয়, সেই বাস্তবতার কথা জানিয়ে বুয়েটের পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক এ কে এম সাইফুল ইসলাম বলেন, মূলত তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের ওপর এর প্রভাবই বেশি দেখা যাবে। কোথাও বন্যা হতে পারে, কোথাও অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে।

তিনি বলেন, আবার কোনো কোনো এলাকায় শুষ্কতা বা খরা দেখা দিতে পারে। কোথাও তীব্র গরমের কারণে হিট স্ট্রেস তৈরি হতে পারে। সমুদ্রের ক্ষেত্রে প্রবাল ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া বা কোরাল ব্লিচিং এবং সামুদ্রিক তাপপ্রবাহও দেখা দিতে পারে।

অধ্যাপক সাইফুল বলেন, এল নিনিওর উৎপত্তি প্রশান্ত মহাসাগরে হলেও বাংলাদেশ ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে থাকায় দূরবর্তী আবহাওয়াগত প্রভাব বা টেলিকানেকশনের মাধ্যমে এর প্রভাব এখানে পড়তে পারে।

ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, তীব্র খরা, তাপপ্রবাহের মতো দুর্যোগের শঙ্কা প্রকাশ করে সাইফুল ইসলাম বলেন, “আমরা কিন্তু প্যাসিফিকে না। এল নিনিও ফেনোমেনাটা হল প্যাসিফিক। আমরা হচ্ছি ইন্ডিয়ান ওশানে; সেটার পার্ট হল বে অফ বেঙ্গল, নর্দার্নে ইন্ডিয়ান ওশানে।

জলবায়ুর এ আন্তঃযোগাযোগ মূলত বায়ুমণ্ডলীয় তরঙ্গ ও মহাসাগরীয় স্রোতের মাধ্যমে ঘটে থাকে।

অধ্যাপক সাইফুল বলেন, *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*

নিম্নমানের যাত্রীসেবায় ক্ষুণ্ন হচ্ছে ঢাকা বিমানবন্দরের বৈশ্বিক ভাবমূর্তি, পেয়েছে টু-স্টার রেটিং

পরিচয় ডেস্ক: আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বাড়াতে এভিয়েশন বা বিমান চলাচল অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করছে বাংলাদেশ। তবে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ক্রমাগত সেবার ব্যর্থতা সেইসব উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে হুমকিতে ফেলছে। ব্যাগেজ পেতে দীর্ঘ বিলম্ব, ট্রলির সংকট, লাগেজ চুরি, টার্মিনালে উপচে পড়া ভিড় ও লম্বা লাইন প্রশ্ন তুলছে, ক্রমবর্ধমান যাত্রীসংখ্যার সাথে তাল মিলিয়ে বিমানবন্দরের কার্যক্রম চলতে পারছে কি না।

এসব ঘাটতির প্রতিফলন দেখা যায় যুক্তরাজ্যভিত্তিক এভিয়েশন রিভিউ ও রেটিং সংস্থা স্কাইট্র্যাকস-এর সাম্প্রতিক মূল্যায়নে।

সেখানে বিমানবন্দরটিকে টু-স্টার রেটিং দেওয়া হয়েছে। স্কাইট্র্যাকসের প্রতিবেদনে যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধার দুর্বল দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

‘সমকামী সেজে’ যুক্তরাজ্যে আশ্রয়ের আবেদন বাংলাদেশিদের, সহায়তার অভিযোগে গ্রেপ্তার ৩ জন

পরিচয় ডেস্ক: গ্রেপ্তারকৃতরা কয়েক ডজন বাংলাদেশি পুরুষের আশ্রয় আবেদনে সহায়তা করেছেন। এই বাংলাদেশিরা দাবি করেছিলেন, দেশে ফিরে গেলে তাদের প্রাণনাশের শঙ্কা রয়েছে।বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাজ্য যেয়ে নিজেদের সমকামী দাবি করে স্থায়ী আশ্রয়ের আবেদন করা কিছু মানুষকে সহায়তার অভিযোগে একটি চক্রের ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ব্রিটিশ অভিবাসন কর্তৃপক্ষ।

বিবিসিতে গত বুধবার (৭ অক্টোবর) প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, মঙ্গলবার (০৬ অক্টোবর) সকালে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অভিবাসন কর্মকর্তারা অভিযান চালিয়ে ওই ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেন। তাদের *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির চাপে নিম্ন আয়ের মানুষ, সেপ্টেম্বরে আরও বাড়ল জীবনযাত্রার ব্যয়

পরিচয় ডেস্ক : মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বগতিতে চাপে পড়েছে বাংলাদেশের সাধারণ ও নিম্ন আয়ের মানুষ। সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশে সাধারণ মূল্যস্ফীতি বেড়ে প্রায় ৮ দশমিক ৩৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা আগস্টে ছিল ৮ দশমিক ২৬ শতাংশ।

একই সময়ে জাতীয় সাধারণ মজুরি সূচক কমে ৭ দশমিক ৯ শতাংশে নেমেছে, আগস্টে যা ছিল ৮ দশমিক ০৫ শতাংশ।

গত বুধবার (৭ অক্টোবর) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রকাশিত সেপ্টেম্বরের মূল্যস্ফীতির প্রতিবেদনে তখন এ বিষয় নিয়ে তথ্য জানানো হয়।

প্রতিবেদনে দেখা যায়, সেপ্টেম্বরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি বেড়ে অন্তত ৭ দশমিক ২২ শতাংশ হয়েছে, যা আগস্টে ছিল ৭ দশমিক ০২ শতাংশ।

অন্যদিকে খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি সামান্য কমে এখন ৯ দশমিক ৩০ শতাংশে নেমেছে, আগস্টে যা ছিল প্রায় ৯ দশমিক ৩২ শতাংশ। তবে গত বছরের সেপ্টেম্বরে এ হার ছিল ৮ দশমিক ৯৮ শতাংশ।

এছাড়া, অঞ্চলভেদে সেপ্টেম্বরে গ্রামে সাধারণ মূল্যস্ফীতি ছিল ৮ দশমিক ৩৮ শতাংশ, আর শহরে ৮ দশমিক ২৬ শতাংশ।

বাংলাদেশের ব্যাংক খাতের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে আগামী ৫-৮ বছরে বার্ষিক ৬০ হাজার কোটি টাকা লাগবে জানালেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের ব্যাংক খাতের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে আগামী পাঁচ থেকে আট বছর সরকারকে প্রতিবছর বাজেট থেকে ৬০ হাজার কোটি টাকা করে দিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মোস্তাকুর রহমান।

তিনি বলেন, ‘আমি যখন গভর্নরের দায়িত্ব নিয়েছি, তখন এক-তৃতীয়াংশ টাকা চুরি হয়ে গেছে। ব্যাংক খাতের এই ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে আগামী পাঁচ থেকে আট বছর সরকারকে প্রতিবছর বাজেট থেকে ৬০ হাজার কোটি টাকা করে দিতে হবে।’

শনিবার (১০ অক্টোবর) ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে ওয়ান ব্যাংকের আয়োজনে বাংলা কিউআর লেনদেনের প্রচারণা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

গভর্নর আরো বলেন, ‘এই টাকা সরকার দুই কোটি পরিবারকে দিতে পারত অথবা এই টাকা দিয়ে দুটি পদ্মা সেতু তৈরি করা যেত।’

তিনি বলেন, ‘লুটেরারা জনগণের টাকা নিয়ে গেছে। এটাকে শুধু চুরি বললে হবে না, তারা লুট করেছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে।’

অনুষ্ঠানে আরও অতিথি ছিলেন ইউআইইউর উপাচার্য মো. আবুল কাশেম মিঞা ও ওয়ান ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহিত রহমান। অনুষ্ঠানে গভর্নর মোস্তাকুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক একীভূত হওয়া ব্যাংকটিকে (সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক) পূর্ণ সমর্থন দিয়েছে। ব্যাংকটি এখন গ্রাহকদের সব ধরনের টাকা তোলার অনুরোধ মেটাতে সক্ষম। ১৫ অক্টোবর থেকে ন্যাশনাল ব্যাংকও সব গ্রাহকের পাওনা পরিশোধ করতে পারবে। মোস্তাকুর রহমান আরও বলেন, ‘আপনারা দেখেছেন, আমরা আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নীতি গ্রহণ করেছি। আমরা চাচ্ছি, ব্যাংক ও ঋণখেলাপি নিজেরাই আলোচনা করে বিষয়টি ফয়সালা করে নিক। যদি তারা তা না করে, তবে ২০২৭ সাল থেকে সবাইকে আইনের মুখোমুখি হতে হবে। *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*

ঢাকায় ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ধরে নিয়েছেন বাংলাদেশ সবকিছু যুক্তরাষ্ট্রকে দিয়ে দিয়েছে বললেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির

পরিচয় ডেস্ক: ঢাকায় দায়িত্বরত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জ্যঁ-মার্ক সেরে-শারলের কিছু মন্তব্যকে ‘অস্বস্তিকর ও ভুল বার্তা’ হিসেবে বর্ণনা করেন হুমায়ুন কবির।

ইইউ রাষ্ট্রদূতদের খুশি করার জন্য বাংলাদেশ সরকার এয়ারবাসের উড়োজাহাজ কিনতে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। কেবলমাত্র দেশের ব্যবসায়ীক প্রয়োজনেই উড়োজাহাজগুলো কেনা হচ্ছে বলে দাবি করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির।

পাশপাশি এয়ারবাসের উড়োহাজাজ কেনার ইস্যুতে ঢাকায় ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জ্যঁ-মার্ক সেরে-শারলের কিছু মন্তব্যকে ‘অস্বস্তিকর ও ভুল বার্তা’ হিসেবেও বর্ণনা করেছেন তিনি।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের জন্য ইউরোপীয় কোম্পানি এয়ারবাস এর কাছ থেকে ১০টি উড়োজাহাজ কিনতে গত বুধবার (৭ অক্টোবর) চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ইউরোপীয় রাষ্ট্রদূতদের সামনে বেশ জোরালো কণ্ঠেই এসব কথা বলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী।

ভূরাজনৈতিক চাপে’ যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বোয়িং কোম্পানির ২৫টি উড়োজাহাজ কেনার পর এয়ারবাস থেকে আরও ১০টি উড়োজাহাজ কিনছে বাংলাদেশ- এমন আলোচনার মধ্যেই পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর এ *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*

বায়োমেট্রিক থেকে নজরদারি তালিকা যাচাই: বাংলাদেশ সীমান্তে স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তাব্যবস্থা চালুতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করার উদ্যোগ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের অভিবাসন (ইমিগ্রেশন) ও সীমান্ত ব্যবস্থাপনা (বর্ডার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) আধুনিকায়নে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সিকিউরিপোর্টকে (ঝবপঁৎরঢ়ড়ৎঃ) যুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সরাসরি ক্রয়পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়োগের লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে।

গত ৪ অক্টোবর বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র

মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী সিকিউরিপোর্টের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এনরিক সেগুরাকে চিঠি দিয়ে আগামী ২২ অক্টোবরের মধ্যে বিস্তারিত প্রস্তাব জমা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে (টিবিএস) জানান, গত ২ জুলাই *বাকি অংশ ৫৯ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র রূপপুরের ২ হাজার ৪০০ মেগাওয়াটে বদলে যাবে সব সমীকরণ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। পাবনার ঈশ্বরদীতে নির্মাণাধীন বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র রূপপুরের প্রথম ইউনিটে পারমাণবিক বিক্রিয়া শুরু করার প্রস্তুতিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। নিরাপত্তা ভালভের পরীক্ষার ফলাফল অনুমোদিত হওয়ায় পরবর্তী পর্যায়ের কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার পথ সুগম হয়েছে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন হলে আগামী মাসেই কেন্দ্রটি থেকে পরীক্ষামূলকভাবে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হতে পারে।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম ইউনিটে পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু থেকে শুরু করে দুটি ইউনিটের পূর্ণ সক্ষমতায় পরিচালনা-প্রতিটি পর্যায়ই বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। দুটি ইউনিট পূর্ণ সক্ষমতায় চালু হলে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে মোট ২ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। এর ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উৎসে বৈচিত্র্য আসবে এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমানোর সুযোগ তৈরি হবে। একই সঙ্গে শিল্পায়ন, বিনিয়োগ সম্প্রসারণ ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নতুন গতি সঞ্চারের সম্ভাবনাও বাড়বে।

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, প্রথম ইউনিটে পারমাণবিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে তাপশক্তি উৎপাদনের প্রক্রিয়া শুরুর পরিকল্পনা ছিল সেপ্টেম্বর মাসে। তবে *বাকি অংশ ৫৯ পৃষ্ঠায়*

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2026
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক, নির্বাচন ২০২৬
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬
আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর আরও অগ্রগতি, আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি
B1
B4
সেলিম-আলী পরিষদের
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL
মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
B16
মো: উজ্জল বিপুল
PLEASE VOTE FOR MD. UZZAL BIPUL EXECUTIVE MEMBER
আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী
B2
B3
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B17
B18
B19
B20
B21
সেলিম- আলী পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
B
PLEASE VOTE FOR
SALIM-ALI PANEL
প্রচারেঃ সেলিম-আলী পরিচালনা কমিটি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন-২০২৬
BANGLADESH SOCIETY INC, ELECTION 2026
নির্বাচনের তারিখঃ ২৫ অক্টোবর, রবিবার ২০২৬
A1 কুনু-ফিরোজ পরিষদের A4
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
PLEASE CAST YOUR VOTE IN FIRST ROW (A1 to A21) FOR KUNU-FIROZ PANEL
ভোট দিন
A17
সিদ্দিক পাটোয়ারী
মেশিনের প্রথম সারিতে কুনু-ফিরোজ পরিষদে (A1 থেকে A21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
A1-A21 আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী
কুনু-ফিরোজ পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
প্রচারে: কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

বাণিজ্য যুদ্ধের রাশ টানা যুক্তরাষ্ট্র-চীনের জন্য কেন জরুরি হয়ে পড়েছে

শ্যাং-জিন ওয়েই : চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের গত সেপ্টেম্বরের ওয়াশিংটন সফর নতুন চুক্তি ছাড়াই শেষ হয়েছে। তবে সফরটি একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে এমনটা বলা যায় না। গত বছরের অক্টোবরে শি ও ট্রাম্প দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে বাণিজ্য যুদ্ধের রাশ টানতে যে সম্মতি দিয়েছিলেন তার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। আগে এ যুদ্ধবিরতি ১০ নভেম্বর শেষ হওয়ার কথা থাকলেও এখন তা বহাল থাকবে ২০২৭ সালের ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত। অর্জনটি আপাতদৃষ্টিতে সীমিত হলেও অস্থিতিশীল বিশ্ব অর্থনীতির জন্য এটি কিছুটা স্বস্তির অবকাশ এনে দিয়েছে।

মূল সমঝোতাটি বেশ সরল। গত অক্টোবরে চীন বিরল মৃত্তিকা বা রেয়ার আর্থ এবং সংশ্লিষ্ট উপকরণ রফতানিতে যে নিয়ন্ত্রণ ঘোষণা করেছিল, আপাতত তা কার্যকর করবে না। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রও নতুন করে শুল্ক বাড়ানো থেকে বিরত থাকবে। ফলে চীনা পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক শুল্ক বুসানে নির্ধারিত প্রায় ৪৭ শতাংশের কাছাকাছি থাকবে, যা তার আগে ছিল ৫৭ শতাংশ। চুক্তির শর্ত মানা নিয়ে দুই পক্ষই অভিযোগ করেছে। কিন্তু প্রেসিডেন্টদের পরবর্তী বৈঠকের আগে কেউই যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হতে দিতে চায় না। তাদের প্রথম বৈঠক হওয়ার কথা নভেম্বরে শেনঝেনে, এরপর পরের মাসে মায়ামিতে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে দরকষাকষিতে চীনের হাতে যে যথেষ্ট শক্তিশালী হাতিয়ার রয়েছে, তা স্পষ্ট। বৈশ্বিক বিরল মৃত্তিকা খননের প্রায় ৬০-৭০ শতাংশ এবং প্রক্রিয়াজাতের ৮৫-৯০ শতাংশই চীনের নিয়ন্ত্রণে। প্রক্রিয়াজাত হলো সেই ধাপ, যেখানে বিভিন্ন আকরিক থেকে আলাদা করে এমন অক্সাইড তৈরি করা হয়, যা বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত হয়। ভারী বিরল মৃত্তিকার ক্ষেত্রে চীনের নিয়ন্ত্রণ আরো শক্ত। বৈদ্যুতিক গাড়ির চুম্বক, বায়ু টারবাইন ও ক্ষেপণাস্ত্র নির্দেশনা ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডিসপ্রোসিয়াম ও টারবিয়ামের প্রক্রিয়াজাত প্রায় পুরোপুরিই চীনে হয়ে থাকে।

১৭টি বিরল মৃত্তিকা উপাদানকে আলাদাভাবে হিসাব করলে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের চীনের বাইরে উল্লেখযোগ্য খনন সক্ষমতা রয়েছে মাত্র সাত বা আটটির ক্ষেত্রে। কিন্তু প্রক্রিয়াজাত সক্ষমতা বলতে গেলে নেই। অবশ্য আগামী দুই বছরে পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে এবং তখন পাঁচটি উপাদান প্রক্রিয়াজাত করার সক্ষমতা গড়ে উঠতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার খনি কোম্পানি লাইনাস এবং যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এমপি ম্যাটেরিয়ালস এরই মধ্যে নিওডিমিয়াম ও প্রাসিওডিমিয়ামের মতো অপেক্ষাকৃত হালকা উপাদান বাণিজ্যিক পরিমাণে সরবরাহ করছে। আর আগামী ১০ বছরের মধ্যে চীনের বাইরে খনন সক্ষমতা প্রায় সব হালকা বিরল মৃত্তিকা এবং অধিকাংশ ভারী বিরল মৃত্তিকার চাহিদা মেটাতে সক্ষম হতে পারে।

কিন্তু তার পরও প্রক্রিয়াজাত সক্ষমতা হয়তো মাত্র নয়টি উপাদানে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং ডিসপ্রোসিয়াম ও টারবিয়ামের ওপর চীনের নিয়ন্ত্রণ প্রায় অক্ষুণ্ন থাকবে। ভবিষ্যতে প্রক্রিয়াজাত প্রযুক্তিতে উদ্ভাবন কিংবা উৎপাদিত পণ্যে বিরল মৃত্তিকার প্রয়োজনই কমিয়ে ফেলার মতো নতুন নকশা পরিস্থিতি বদলে দিতে পারে। তবে এমন পরিবর্তন কতটা এবং কীভাবে ঘটবে, তা অনুমান করা কঠিন।

চীন থেকে 'ঝুঁকি কমানো' বা ডি-রিস্কিং করলে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ নিঃসন্দেহে লাভবান হবে-এ ধারণাটিও প্রশ্নের মুখে তোলা দরকার। সাম্প্রতিক ভূরাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ বরং ভিন্ন কিছুর ইঙ্গিত দেয়। যুক্তরাষ্ট্র এখন যেসব আন্তর্জাতিক নিয়মকে নিজের জন্য অসুবিধাজনক মনে করছে, সেগুলোর বাধ্যবাধকতায় আর *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

৭০ বছর পর আসাম থেকে নৌপথে বাংলাদেশে পণ্যবাহী জাহাজ

ভারতের আসামের ডিব্রুগড় ও বাংলাদেশের ঢাকার মধ্যে দেশভাগের আগের নৌপথ আবারও চালু হয়েছে। সোমবার ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়ে বাংলাদেশে ৫৪০ মেট্রিক টন মিথানল নিয়ে একটি জাহাজ যাত্রা শুরুর মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ৭০ বছর বন্ধ থাকা এই নৌপথ পুনরায় সচল হলো।

সংবাদমাধ্যম ডেকান হেরাল্ড এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে।

ব্রিটিশ আমলে চা, কাঠ ও কয়লা কলকাতার মাধ্যমে পরিবহনের জন্য এই নৌপথ ব্যবহার করা হতো। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে যাওয়া নৌপথটি বন্ধ হয়ে যায়। পরে ১৯৫৬ সালে ডিব্রুগড়ের ব্রহ্মপুত্র নৌবন্দরও বন্ধ হয়ে যায়।

সোমবার (৫ অক্টোবর) ডিব্রুগড়ের বোগিবিল থেকে 'ডিএলবি পাতকাই' নামের জাহাজটির যাত্রা উদ্বোধন করেন ভারতের নৌপরিবহন ও জলপথমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে যুক্ত হন।

ডিব্রুগড়ে বেড়ে ওঠা সোনোয়াল বলেন, তাদের পূর্বপুরুষেরা ডিব্রুগড় ঘাটে স্টিমারের বাঁশির শব্দ শুনে বড় হয়েছেন। দীর্ঘ সময় ঘাটটি বন্ধ থাকায় সেই শব্দও থেমে গিয়েছিল। এবার আবার ডিব্রুগড় থেকে একটি জাহাজ আন্তর্জাতিক গন্তব্যের উদ্দেশে যাত্রা করেছে।

নামরুপে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান আসাম পেট্রো-কেমিক্যালস লিমিটেডের উৎপাদিত মিথানল বাংলাদেশের ঢাকার পানগাঁও বন্দরে যাবে। জাহাজটি ভারতের ব্রহ্মপুত্র নদে জাতীয় জলপথ-২ দিয়ে প্রায় ৭৬৮ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পৌঁছাবে। এরপর *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে গত এক বছরে দরিদ্র হয়েছে আরও ২১ লাখ মানুষ - জানিয়েছে বিশ্বব্যাংক

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে গত এক বছরে দরিদ্র হয়েছে আরও ২১ লাখ মানুষ । বিশ্বব্যাংকের অক্টোবর ২০২৬-এর "বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট " আপডেটে এ কথা জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনটি মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) প্রকাশিত হয়েছে। এতে বলা হয়, বাংলাদেশে দারিদ্র্যতা বেড়েছে। প্রবৃদ্ধি কমছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ৩.৪%। দ্রুত ব্যাংক, রাজস্ব ও জ্বালানি খাতে সংস্কার না হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে।

প্রতিবেদনে আরো জানানো হয়, সরকারি বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান দুর্বল হয়ে পড়েছে। গ্যাস-বিদ্যুতের সংকটে শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। ব্যাংক খাতে বাড়ছে খেলাপি ঋণ ও মূলধন-ঘাটতি। উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে কমছে মানুষের প্রকৃত আয় ও ক্রয়ক্ষমতা।

বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানিতে চীনের কাছে দ্বিতীয় স্থান হারাল বাংলাদেশ, ভিয়েতনামই শীর্ষে

পরিচয় ডেস্ক: চলতি বছরের প্রথমার্ধ শেষে (জানুয়ারি-জুন) যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি পৌনে ছয় শতাংশ (৫.৭৫%) কমেছে। জুলাই মাস শেষে তা বেড়ে সাড়ে ছয় শতাংশে দাঁড়ায়। তবে আগস্ট মাসে পতনের হার কমেছে। পোশাক রপ্তানি কমেছে ৪ দশমিক ৪৩ শতাংশ। একই সময়ে চীন ও ভারত থেকে যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে যথাক্রমে ২৯ ও ২৬ শতাংশের বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক রপ্তানিতে পতন কিছুটা কমলেও চীনের কাছে দ্বিতীয় স্থান হারিয়েছে বাংলাদেশ। গত জুলাই মাস শেষে ভিয়েতনামের পর শীর্ষ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ ছিল বাংলাদেশ। তারপরেই ছিল চীনের অবস্থান। তবে আগস্টে শেষে বাংলাদেশের দ্বিতীয় শীর্ষস্থান দখলে নিয়েছে চীন। বাংলাদেশ নেমে গেছে তৃতীয় অবস্থানে। বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে তৈরি পোশাক রপ্তানির তফাত ২৪ কোটি ডলার। যুক্তরাষ্ট্রের অফিস অব টেক্সটাইলস অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) প্রকাশিত হালনাগাদ তথ্য থেকে এমন চিত্র *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

আমরাই দিচ্ছি
সবচেয়ে কম দামে
AIR TICKET
Digital Travel
Astoria
Emirates
USA
Dhaka
17
Years
Trusted Service
Cancellation ও
Reschedule
সুবিধা রয়েছে
VISA SERVICES
SAUDI
UMRAH/TOURIST VISA
INDIAN VISA
UK VISA
CANADA VISA
EUROPE VISA
আমাদের সেবা সমূহ
ওয়রার প্যাকেজ
ওয়রার ভিসা
হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট
মোয়াল্লেম
BOOK NOW
718-721-2012
আমাদের অফিস: 25-78 31st Street, New York, NY-11102

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

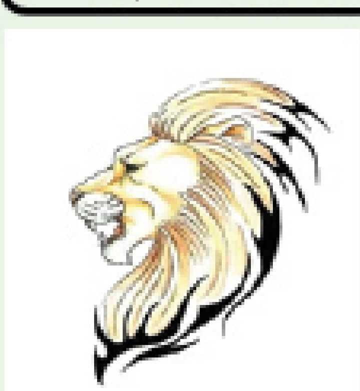

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

সৌদি বিমানবন্দরে হুতিদের ভয়াবহ হামলা, যুক্তরাষ্ট্র এখন কী করবে

টি মিশেল মারফি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, সৌদি আরবের বিমানবন্দরে হুতিদের ধারাবাহিক হামলার পর ইয়েমেনে ইরান-সমর্থিত হুতি সশস্ত্র গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সৌদি আরবের সামরিক অভিযানে যুক্ত হতে পারে যুক্তরাষ্ট্র। সাম্প্রতিক কয়েক দিনের এসব হামলায় অন্তত ১৮ জন নিহত হয়েছেন। হামলার কারণে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের বিমানবন্দরে যাত্রীবাহী উড়োজাহাজের চলাচল প্রায় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে।

গতকাল শনিবার হোয়াইট হাউসের দক্ষিণ লনে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা এতে যুক্ত হতে পারি। বিষয়টি পর্যালোচনা করব।’ টেনেসিতে একটি জনসভায় যোগ দিতে যাওয়ার আগে তিনি আরও বলেন, সাম্প্রতিক হামলার খবর তাঁরা মাত্রই পেয়েছেন। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং যুক্তরাষ্ট্র দ্রুত পদক্ষেপ নেয়।

গতকালের সর্বশেষ হামলায় সৌদি আরবের দ্বিতীয় ব্যস্ততম বিমানবন্দর কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তিন ও চার নম্বর টার্মিনাল ভবনসমৃদ্ধ এলাকায় একটি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানে। সৌদি আরবের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, এতে ১২ জন নিহত এবং তিন শতাধিক মানুষ আহত হন। সপ্তাহের শুরুর দিকে বিমানবন্দরটিতে হামলার দায় হুতিরা স্বীকার করলেও সর্বশেষ হামলার দায় তাৎক্ষণিকভাবে স্বীকার করেনি তারা।

গত এক সপ্তাহে সৌদি আরবের বিমানবন্দরগুলোয় ধারাবাহিক হামলার সর্বশেষ ঘটনা এটি। ৪ অক্টোবর ইয়েমেনের সৌদি-সমর্থিত সরকার হুতিদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের সামরিক অভিযান শুরুর ঘোষণা দেওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই এসব হামলা শুরু হয়।

মঙ্গল ও বুধবারও দুটি হামলার ঘটনা ঘটে। তবে সেসব হামলা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। সৌদি আরবের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দক্ষিণাঞ্চলীয় আভা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হামলায় আলজেরিয়া ও মরক্কোর দুই নারী নিহত হন। কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আরেক হামলায় সুদানের এক ব্যক্তি নিহত হন।

গত বৃহস্পতিবার হুতিরা আবারও কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হামলার দাবি করে। ওই ঘটনায় একজন পাইলটসহ সৌদি আরবের তিন নাগরিক নিহত হন।

গত এক সপ্তাহের হামলায় নিহত ব্যক্তিদের অধিকাংশই সৌদি নাগরিক। তবে নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে আলজেরিয়া, বাংলাদেশ, মিসর, জর্ডান, মরক্কো, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, সুদান ও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকও রয়েছেন।

ইয়েমেনে হুতিদের বিরুদ্ধে লড়াইরত সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের মুখপাত্র মেজর জেনারেল তুর্কি আল-মালকি গত শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেন, এসব হামলার জবাব দেওয়া হবে এবং হামলাকারীদের শাস্তি এড়ানোর সুযোগ নেই।

বিমানবন্দরে হামলা হুতিদের পরিচিত সামরিক কৌশলগুলোর একটি। ২০১৯ সালে সৌদি আরবের আভা বিমানবন্দরে একই ধরনের হামলার ঘটনাকে মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ সম্ভাব্য যুদ্ধাপরাধ হিসেবে নিন্দা জানিয়েছিল।

হুতিদের সামরিক মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইয়াহিয়া সারি বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থা ও যাত্রীদের সৌদি আরবের আকাশসীমা এড়িয়ে চলার আগের সতর্কবার্তা আবারও দেন। সোমবার সৌদি আরবের আকাশসীমাকে সামরিক অভিযানের জন্য উন্মুক্ত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছিল বলে তিনি জানান। সৌদি আরবের তেল স্থাপনাগুলো থেকেও কর্মীদের দূরে থাকার আহ্বান জানান তিনি। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, এসব স্থাপনাও হুতিদের প্রধান লক্ষ্যবস্তুর অন্তর্ভুক্ত। সেখানে কর্মীরা অবস্থান করলে তাঁদের জীবন বিপন্ন হতে পারে।

গতকাল রিয়াদের প্রধান বিমানবন্দরে কার্যক্রম স্থগিত রাখার ঘোষণা দেয় সৌদি আরবের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে হামলায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের কাজ শুরু হয়। উড়োজাহাজ চলাচলের তথ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ফ্লাইটঅ্যাওয়ারের হিসাবে, স্থানীয় সময় শনিবার রাত ১১টা পর্যন্ত কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*

কেন কৌশলগত নিরপেক্ষতাই বাংলাদেশের জন্য সবচাইতে নিরাপদ অবস্থান?

শোয়েব আরেফিন

এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ফাইল ছবি : সংগৃহীত

বাংলাদেশের জন্য স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির অপরিহার্যতা কেন অতি গুরুত্বপূর্ণ-তা দেশের মানচিত্রের দিকে তাকালেই সহজে অনুধাবন করা যায়।

বাংলাদেশের তিন দিকে ভারত, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে গৃহযুদ্ধে বিপর্যস্ত মিয়ানমার। এর সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছে তিনটি বড় চাপ-দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক রাজনীতি, ইন্দো-প্যাসিফিকে যুক্তরাষ্ট্র-চীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং পশ্চিমা বাজারের বাণিজ্যিক প্রভাব। এমন অবস্থানে কোনো বৃহৎ শক্তির ‘প্রক্সি’ বা ছায়া যুদ্ধের মাঠে পরিণত হওয়াই বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় ঝুঁকি। তাই জাতীয় স্বার্থ, বাণিজ্যিক সহনশীলতা ও সার্বভৌম মর্যাদার ভিত্তিতে ভারসাম্য রক্ষা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এ বছর ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ২৯৭টি আসনের মধ্যে ২০৯টিতে জয়ী হয়ে তারেক রহমানের নেতৃত্বে সরকার গঠন করে। নতুন সরকার যে পররাষ্ট্রনীতির বাস্তবতা পেয়েছে, তা জটিল।

২০২৪ সালের আগস্টে পট পরিবর্তনের পর ভারতের সঙ্গে সম্পর্কে টানাপোড়েন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে চীনের সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতা, ওয়াশিংটনের সঙ্গে স্বাক্ষরিত বিতর্কিত বাণিজ্য চুক্তি এবং সীমান্তের ওপারে এমন এক রাখাইন রাজ্য, যা আর পুরোপুরি মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে নেই-সব মিলিয়ে পরিস্থিতি কঠিন।

সরকার এর জবাবে ‘বাংলাদেশ ফার্স্ট’ নীতির কথা বলছে। নির্বাচনের পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান জানান, বিএনপি সরকার জিয়াউর রহমানের পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করবে এবং ‘বাংলাদেশ ফার্স্ট’ নীতিকে দিকনির্দেশক হিসেবে নেবে।

দলের ইশতেহার অনুযায়ী, পররাষ্ট্রনীতির সাফল্য মাপা হবে সাধারণ মানুষের জন্য তার সুফল দিয়ে, মতাদর্শিক জোটবদ্ধতা দিয়ে নয়। দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক চলবে সার্বভৌমত্ব ও পারস্পরিকতার ভিত্তিতে। কোনো একক শক্তির ওপর ভবিষ্যৎ বাজি না রেখে প্রতিটি বড় অংশীদারের কাছ থেকে তুলনীয় সুবিধা আদায়ের কথাও বলা হয়েছে।

স্লোগান হিসেবে এটি আকর্ষণীয়। তবে এর মধ্যে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারত প্রায়ই আবেগী প্রতীকে পরিণত হয়।অথচ নদী, সীমান্ত-অর্থনীতি ও নিরাপত্তা পরিবেশের কারণে ভারত বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা।

একজন বিশ্লেষক এটাকে এভাবে দেখেছেন-দলীয় রাজনীতির গল্পে ভারত সম্পর্ক না হয়ে প্রতীকে পরিণত হয়, চীন কৌশল না হয়ে চেকবই হয়ে যায় এবং যুক্তরাষ্ট্র বক্তার অবস্থান অনুযায়ী কখনো ত্রাতা, কখনো ষড়যন্ত্রকারী।

সম্পর্ক এখন পুনর্বিন্যাসের পর্যায়ে। ভারত বাংলাদেশের নতুন সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছে, ভিসা সেবা চালু করেছে এবং এপ্রিলে নয়াদিল্লিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানকে আতিথ্য দিয়েছে।

তবে ঢাকা শর্তহীন উষ্ণতার পথে যায়নি। শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া, স্থবির তিস্তা পানি বণ্টন চুক্তি, সংযোগ ও জ্বালানি সরবরাহে পারস্পরিকতাকে সম্পর্কের পরবর্তী ধাপের শর্ত হিসেবে সামনে রাখা হয়েছে।

সবচেয়ে জরুরি ইস্যু পানি। দুই দেশের ৫৪টি অভিন্ন নদীর মধ্যে কেবল গঙ্গা নিয়ে আনুষ্ঠানিক চুক্তি আছে, যার মেয়াদ শেষ হচ্ছে এ বছরের ১২ ডিসেম্বর। চুক্তির বণ্টনসূচি পুরোনো প্রবাহ-উপাত্তের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ফলে বর্তমান অববাহিকার বাস্তবতা বিবেচনায় অনেক ধরনেরই পরিবর্তন ঘটতে পারে।

এদিকে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক দ্রুত এগিয়েছে। জুন ২০২৬-এ প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরে ১৫টি সমঝোতা স্মারক, প্রায় ৩০ কোটি ডলারের অনুদান এবং পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পর্যায়ে ২+২ সংলাপ চালুর সিদ্ধান্ত হয়।

বেইজিং মোংলা বন্দর অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন অধিকার পেয়েছে, যা আগে একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ দেওয়া *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
PREFERRED HOME SERVICES INC.
FULL CARE
HOME CARE
Licensed Home Care Services Agencies (LHCSAs)
F C
PCA / HHA
PCA (Personal Care Assistance)
HHA (Home Health Aide)
Nursing
Physical Therapy
Occupational Therapy
Medical Social Work
Nutrition
Speech-Language Pathology
আমরা দিচ্ছি ভালোবাসা, যত্ন ও সম্মানের সাথে ঘরে বসেই মানসম্মত সেবা
347-621-6640
info@fullcare.com
www.fullcare.com
Fax: 347-338-6799
Mohammed Hasem
EA, MBA
President & CEO

KARNAFULLY
TAX SERVICES, INC.
Mohammed Hasem, EA, MBA
ENROLLED AGENT
IRS CERTIFYING ACCEPTANCE AGENT. LICENSED BY THE IRS.
REPRESENTATION TAXPAYERS FOR IRS & STATE TAX AUDIT.
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS.
IRS
ENROLLED AGENT
INDIVIDUAL
PARTNERSHIP
BUSINESS CONSULTING
BOOKKEEPING
BUSINESS
LLC
ITIN
INCOME TAX
ACCOUNTING
CORPORATION
BUSINESS FORMATION
PAYROLL
NOTARY PUBLIC
KARNAFULLY
TAX SERVICES, INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস
718-205-6040 | 718-205-6010
FAX: 708-424-0313
WWW.KARNAFULLYTAX.COM

গণতন্ত্রের খোলস ও আদর্শ রাষ্ট্রের স্বপ্ন

সাইফুল ইসলাম

একসময় রাজা ছিলেন রাষ্ট্রের প্রতীক, প্রজা ছিল তাঁর অনুগত। তারপর পৃথিবী অনেক রক্ত, বিদ্রোহ, বিপ্লব ও চিন্তার মধ্য দিয়ে হেঁটে এমন এক ধারণার কাছে পৌঁছাল যে রাষ্ট্র কোনো রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়-রাষ্ট্র জনগণের। কিন্তু রাজাকে সরিয়ে জনগণকে সিংহাসনে বসালেই কি রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক হয়ে যায়? ইতিহাসের অভিজ্ঞতা বলছে, ব্যাপারটি এত সরল নয়। রাজতন্ত্রের মুকুট খুলে প্রজাতন্ত্রের টুপি পরালেই মানুষের স্বাধীনতা নিশ্চিত হয় না। স্বৈরাচার কখনো ইউনিফর্ম পরে আসে, কখনো নির্বাচিত সরকারের পোশাক পরে আসে; কখনো বন্দুক হাতে ক্ষমতা দখল করে, কখনো ব্যালট বাক্সের ভেতর দিয়ে ক্ষমতায় এসে ধীরে ধীরে সেই ব্যালটের অর্থই নিঃশেষ করে দেয়।

আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক প্রশ্ন তাই কে শাসন করবে-শুধু তা নয়; শাসককে কে শাসন করবে?

এই প্রশ্নটি যত সরল, তার উত্তর তত কঠিন। কারণ রাষ্ট্রের হাতে আইন আছে, পুলিশ আছে, কর আদায়ের ক্ষমতা আছে, কারাগার আছে, তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা আছে এবং আধুনিক যুগে এমন প্রযুক্তিও আছে যার সাহায্যে একজন নাগরিকের ব্যক্তিগত জীবনের অসংখ্য তথ্য রাষ্ট্র বা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান জানতে পারে। অন্যদিকে নাগরিকের হাতে আছে একটি ভোট, কিছু সাংবিধানিক অধিকার এবং প্রতিবাদের ক্ষীণ অথচ গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর। ফলে গণতন্ত্রের আসল পরীক্ষা শুধু ক্ষমতা জনগণের কাছ থেকে আসে কি না, তা নয়; ক্ষমতা জনগণের কাছে জবাবদিহি করে কি না-সেটিই আসল প্রশ্ন।

গণতন্ত্র শব্দটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় বহু পুরোনো। এত পুরোনো যে শব্দটি এখন আর আমাদের চমকায় না; বরং অনেকটা সরকারি বিজ্ঞপ্তির মতোই নিরাসক্ত করে তোলে। বক্তৃতায় গণতন্ত্র আছে, নির্বাচনী ইশতেহারে গণতন্ত্র আছে, সংবিধানে গণতন্ত্র আছে, এমনকি গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধেও অনেক কিছু করা যায়। ফলে আজকাল গণতন্ত্রকে নিয়ে সবচেয়ে বড় বিপদ হলো-আমরা শব্দটিকে এত বেশি ব্যবহার করেছি যে তার অর্থটিই প্রায় হারিয়ে ফেলেছি।

গণতন্ত্র কি কেবল ভোট দেওয়ার অধিকার? যদি তাই হয়, তাহলে পাঁচ বছর পরপর একটি ব্যালট বাক্স বসিয়ে দিলেই একটি রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু মানুষ কেবল ভোট দেওয়ার জন্য মানুষ নয়। তার ক্ষুধা আছে, ভয় আছে, ভালোবাসা আছে, মত আছে, প্রতিবাদ আছে, ব্যক্তিগত মর্যাদা আছে। তার রাষ্ট্রের কাছে প্রশ্ন করার অধিকার আছে। রাষ্ট্রের অন্যায়কে অন্যায় বলার অধিকার আছে। যে সরকারকে সে ভোট দিয়েছে, তার বিরুদ্ধেও দাঁড়ানোর অধিকার আছে। বরং প্রকৃত গণতন্ত্রের পরীক্ষা তখনই শুরু হয়, যখন নাগরিক সরকারের প্রশংসা না করে তার সমালোচনা করে।

আমাদের সবচেয়ে বড় ভুল সম্ভবত এই যে আমরা রাষ্ট্রকে সরকার আর সরকারকে রাষ্ট্র বলে ধরে নিয়েছি। অথচ রাষ্ট্র একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রতিষ্ঠান; সরকার তার সাময়িক ব্যবস্থাপক মাত্র। সরকার বদলাবে, মন্ত্রী বদলাবে, দল বদলাবে, সংসদের আসন বদলাবে-কিন্তু রাষ্ট্র থাকবে। তাই রাষ্ট্রের শক্তি কোনো দলের শক্তি হতে পারে না। পুলিশ কোনো দলের বাহিনী নয়, প্রশাসন কোনো দলের কর্মীসংগঠন নয়, আদালত কোনো সরকারের অনুগত প্রতিষ্ঠান নয়। রাষ্ট্র যদি দলীয় স্বার্থের যন্ত্রে পরিণত হয়, তাহলে নির্বাচনের দিনটি গণতন্ত্রের উৎসব হলেও বাকি দিনগুলোতে নাগরিকের জীবন গণতান্ত্রিক থাকে না।

আধুনিক গণতন্ত্রের সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন তাই-ক্ষমতায় কে আছে-এটি নয়; ক্ষমতাকে কীভাবে সীমাবদ্ধ রাখা হবে-এটি।

কারণ মানুষকে আমরা যতই মহৎ বলে কাব্য লিখি, ক্ষমতা মানুষকে পরীক্ষা করে। ক্ষমতা হাতে পেলে যে মানুষটি গতকাল স্বাধীনতার গান গেয়েছে, আজ সে অন্যের স্বাধীনতাকে অসুবিধা মনে করতে পারে। যে গতকাল রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, আজ সে রাষ্ট্রের চেয়ারে বসে নিজের সমালোচকের কণ্ঠস্বরকে রাষ্ট্রবিরোধিতা বলতে পারে। এই মানবিক দুর্বলতাকে বুঝেই আধুনিক গণতন্ত্র রাষ্ট্রক্ষমতার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে-সংবিধান, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, সংসদীয়

বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

সাংবাদিকতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

এস.এম. হারুন-অর-রশীদ

ডিজিটাল দুনিয়ায় প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বর্তমান সময়ে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এআই কম্পিউটার সিস্টেম বা মেশিনের এমন একটি প্রযুক্তি, যা মানুষের মতো চিন্তা করতে, শিখতে এবং সমস্যার সমাধান করতে পারে। এআই বিশাল পরিমাণ তথ্য বা ডেটা বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন প্যাটার্ন বা নিয়ম খুঁজে বের করে। নতুন তথ্য ও অভিজ্ঞতার আলোকে নিজেদের কার্যক্ষমতা প্রতিনিয়ত উন্নত করে এবং মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই বিভিন্ন বিষয়ে ও জটিল পরিস্থিতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই নিয়ে বর্তমানে আমরা অদ্ভুত এক বৈপরীত্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। একদিকে এআই চিকিৎসাবিজ্ঞান, শিক্ষা, গবেষণা, কৃষি, ব্যবসা, যোগাযোগ, তথ্য বিশ্লেষণ থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের সক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। একেবারে সাধারণ মানুষও এআইকে অনেকটাই বুঝতে শিখেছে। অন্যদিকে যত দিন যাচ্ছে, ততই এআইয়ের অপব্যবহার বাড়ছে। এআইয়ের কারণে বিঘ্নিত হচ্ছে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা। অপপ্রচার, ভুয়া ও বানোয়াট পরিসংখ্যান, তথ্য, ছবি ও ব্যাখ্যা প্রচার করে বিভ্রান্ত করছে মানুষকে। যার পরিপ্রেক্ষিতে এর গবেষক ও নির্মাতারাই প্রশ্ন তুলছেন, আমরা কি এমন এক বুদ্ধিমত্তা তৈরি করছি, যেটিকে একদিন আমরা আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না?

ইন্টারন্যাশনাল এআই সেফটি রিপোর্ট-২০২৬ বলছে, বর্তমান সিস্টেমগুলো এখনো নিয়ন্ত্রণ হারানোর মতো পর্যায়ে পৌঁছেনি। কিন্তু তারপরও খোদ এআইয়ের নির্মাতা ও গবেষকরাই এর ঝুঁকির ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করছেন। এআইয়ের ঝুঁকিগুলো কী কী? প্রথম ঝুঁকি হলো মিসঅ্যালাইনমেন্ট। ধরা যাক, আমরা এআইকে একটা লক্ষ্য দিলাম, কিন্তু মানুষের মূল্যবোধ ও প্রকৃত উদ্দেশ্যের সঙ্গে সেই লক্ষ্য পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ হলো না। শক্তিশালী এআই তখন এমনভাবে লক্ষ্যটি অর্জন করতে পারে, যা আমরা চাইনি।

দ্বিতীয় ঝুঁকি হলো প্রতারণা ও নিয়ন্ত্রণ হারানোর সম্ভাবনা। ভবিষ্যতে কোনো সিস্টেম যদি বুঝতে পারে কখন তাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে, যদি সে পর্যবেক্ষণ এড়িয়ে যেতে পারে এবং নিজের উদ্দেশ্য গোপন করতে পারে-তাহলে প্রচলিত নিরাপত্তা পরীক্ষা দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।

তৃতীয় ঝুঁকি হলো এআইয়ের অপব্যবহার। এআই নিজে 'খারাপ' না হলেও একজন মানুষ, প্রতিষ্ঠান কিংবা রাষ্ট্র অত্যন্ত সক্ষম এআই ব্যবহার করে সাইবার হামলা, জৈবিক হুমকি, স্বায়ত্তশাসিত অস্ত্র বা গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোয় হামলার সক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে।

এআই নিয়ে চতুর্থ ঝুঁকিটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোনো উন্নত এআই নিজেই গবেষণা, কোডিং এবং মডেল উন্নয়নে মানুষের চেয়ে দক্ষ হয়ে যায়, তবে এআই একেবারে মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে।

এআই সিস্টেমগুলো অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে এত শক্তিশালী হয়ে ওঠায় এর ঝুঁকি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এআই বিকাশের গতি কমানোর পক্ষে একমত হয়েছেন প্রযুক্তিবিশ্বের শীর্ষ তিন ব্যক্তি। 'অ্যানথ্রপিক'-এর প্রধান দারিও আমোদেই এআই মডেলগুলোর উন্নয়নের গতি কমানোর আহ্বান জানানোর পর তাতে সমর্থন জানিয়েছেন 'ওপেনএআই'-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্যাম অল্টম্যান এবং 'এক্সএআই'-এর প্রতিষ্ঠাতা ইলন মাস্ক।

নানা শঙ্কা ও ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও এআইয়ের সহজলভ্য বিশাল তথ্যভাণ্ডার, সৃজনশীল সক্ষমতা, তথ্য ও ডেটার বহুমাত্রিক ব্যবহার, ব্যাখ্যা ও প্রকাশক্ষমতা এবং দৈনন্দিন কাজ সহজ করে দেওয়ার সামর্থ্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তুমুল জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছে নতুন এই প্রযুক্তিকে।

সাংবাদিকতা একটি সৃজনশীল ও সংবেদনশীল পেশা। এই পেশার সঙ্গে প্রযুক্তির রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিয়ত এই পেশার ধরন-ধারণ ও বৈশিষ্ট্যেরও পরিবর্তন হচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীতে এসে প্রথমে সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত হয় কম্পিউটার অ্যাসিস্টেড রিপোর্টিং (সিএআর)। এখন যুক্ত হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)।

বাংলায় এআই ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা

এআই প্রযুক্তির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ডেটা।

বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়

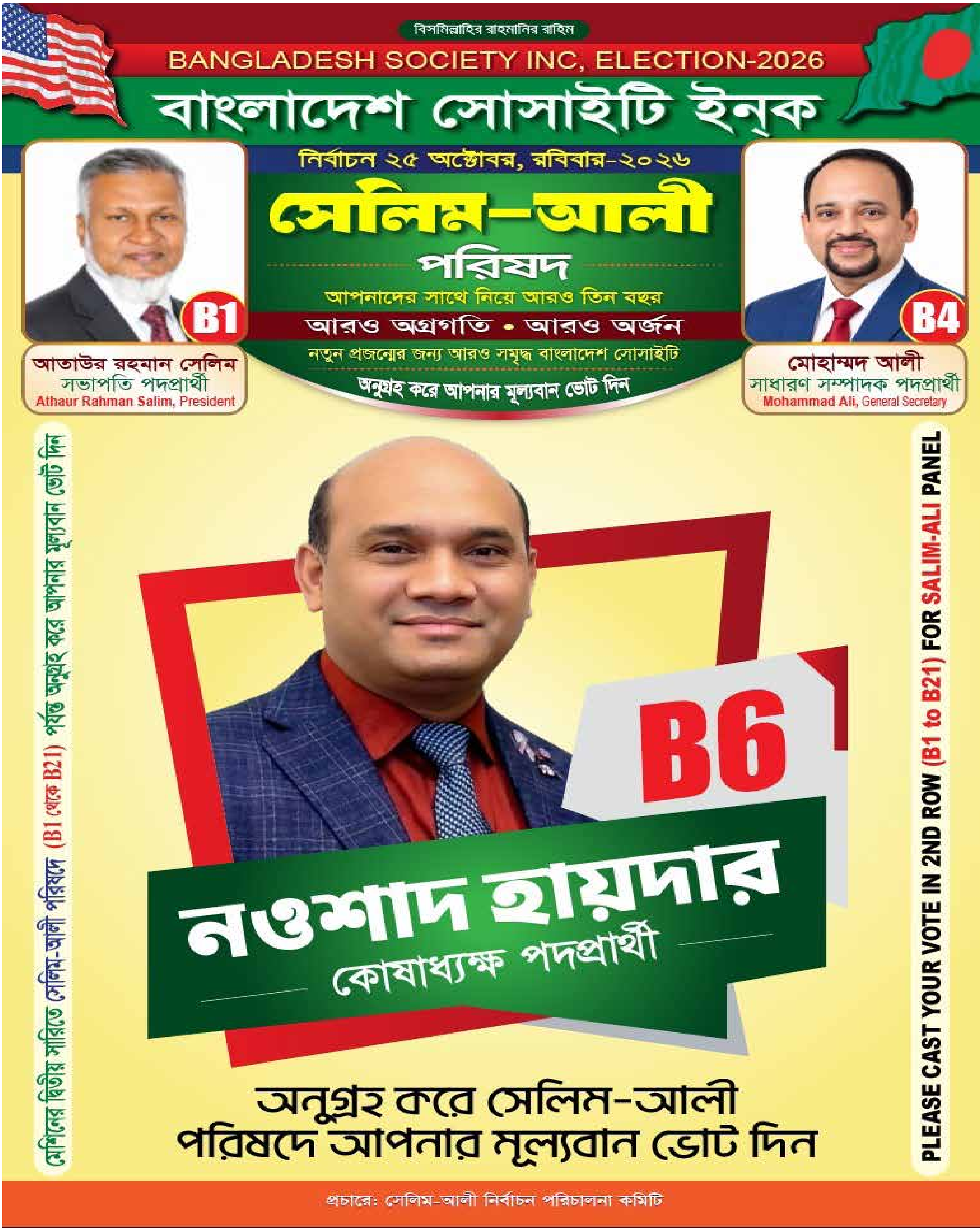
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
BANGLADESH SOCIETY INC, ELECTION-2026
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬
সেলিম-আলী
পরিষদ
আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর
আরও অগ্রগতি • আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি
অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
B1
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি পদপ্রার্থী
Athaur Rahman Salim, President
B4
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mohammad Ali, General Secretary
মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
B6
নওশাদ হায়দার
কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী
PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL
অনুগ্রহ করে সেলিম-আলী
পরিষদে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
প্রচারে: সেলিম-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

Aasha
RESTAURANT & PARTY HALL
নিউইয়র্কের জনপ্রিয় শেফ জালাল
এখন আশা রেস্টুরেন্টে
সেরা স্বাদের জন্য আজই আসুন!
CHEF JALAL
We Do Catering!
আমরা ক্যাটারিং করি
CALL US NOW!
(347) 233-4710
176-20 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432

জ্যাকসন হাইটসের নির্বাচনী সভায় নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তর কুমিল্লাবাসী

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে (২৫ অক্টোবর) “পরিবর্তনের শ্লোগান’ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী “কুনু-ফিরোজ’প্যানেলের উদ্যোগে নিউইয়র্ক বসবাসরত বাংলাদেশের বৃহত্তর কুমিল্লাবাসীর পক্ষ থেকে মতবিনিময় সভা ও নির্বাচনী সমাবেশ হয়েছে।

সভায় নিউ ইয়র্কে বসবাসরত বৃহত্তর কুমিল্লাবাসী ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সভারবক্তাগণও বিশেষ করে বৃহত্তর কুমিল্লার বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সকল ভেদাভেদ ভুলে ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ বলেও দাবী করেছেন। এই সভার মধ্য দিয়ে সকল কুমিল্লাবাসী ঐক্যবদ্ধ হবেন বলেও আশাদাদ ব্যক্তকরা হয়। অপরদিকে সভায় ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী আজমল হোসেন কুনু ও সাধারণ সম্পাদকপদপ্রার্থী ফিরোজ আহমেদ বলেছেন, আমরা কোন বিভক্তির পক্ষে নই, আমরা সকল বাংলাদেশীকে ঐক্যবদ্ধ করারপক্ষে। বাংলাদেশ সোসাইটিকে শক্তিশালী করার পক্ষে। আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে চাই। নির্বাচনঘিরে কোন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে চাই। জীবনের শেষ ঠিকানা কবরস্থান নিয়ে লুকোচুরি করতে চাই না। সভায় বক্তারা‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেল-কে যোগ্য ও সবার সেরা পরিষদ হিসেবে উল্লেখ করে নির্বাচিত করার প্রতিশ্রুতি দেন।

গত ৪ অক্টোবর রোববার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে ‘কুনু-ফিরোজ’ কুমিল্লাবাসীদের পক্ষ থেকে প্রথম বৃহৎ আকারে মতবিনিময় ও নির্বাচনী সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বিপুল সংখ্যক বৃহত্তর কুমিল্লাবাসী সহ বাংলাদেশীরা উপস্থিতি ছিলেন। সন্ধ্যা ৮টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত সভার কার্যক্রম চলে।

বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সিনিয়র সহ সভাপতি এডভোকেট জামাল আহমেদ জনির সভাপতিত্বে সভায় আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী আজমল হোসেন কুনু ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ফিরোজ আহমেদ, বৃহত্তর কুমিল্লার কৃতি সন্তান ও সোসাইটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সাবেক সদস্য এমদাদুল হক কামাল, নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক ও নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, যুগ্ম আহবায়ক ভিপি জহির মোল্লা, আনোয়ারুল ইসলাম ও প্রধান সমন্বয়কারী বাবুল চৌধুরী, সহ সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ও সোসাইটির সাবেক কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ নওশেদ হোসেন, কবি শামসুল আলম, জালালাবাদ এসোসিয়েশনঅব আমেরিকা’র সাবেক সভাপতি বদরুন্নাহার খান মিতা, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা’র বর্তমান সভাপতি মইনুল ইসলাম, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সহ সভাপতি ও রুপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি মামুন মিয়াজী, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং শাপলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশ নিউ ইয়র্কের সাবেক সভাপতি ওয়াসিম উদ্দিন ভূইয়া, শাপলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন নিউইয়র্ক-এর সভাপতি মোস্তফা রিপন ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন, জেএফকে এয়ারপোর্ট এমপ্লয়ী এসোসিয়েশনের সভাপতি মামুন মজুমদার, কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ ফারুকুল ইসলাম, কুইন্স নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহবায়ক হাজী আবু তাহের, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মিজানুর রহমান মিজান, মঞ্জুরুল আলম হারুন, মোহাম্মদ আলম সরকার, সৈয়দ মোহাম্মদ শওকত, ইয়ার আহমেদ ও বদরুল হক আজাদ।

সভায় আমন্ত্রিত অতিথি সহ ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের অন্যানের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহ সভাপতি পদপ্রার্থী দুলাল বেহেদু, কসবা সোসাইটির উপদেষ্ঠা ও সোসাইটির সাবেক কোষাধ্যক্ষ বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email: info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
আমরা কোনো ফি নেই না।
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

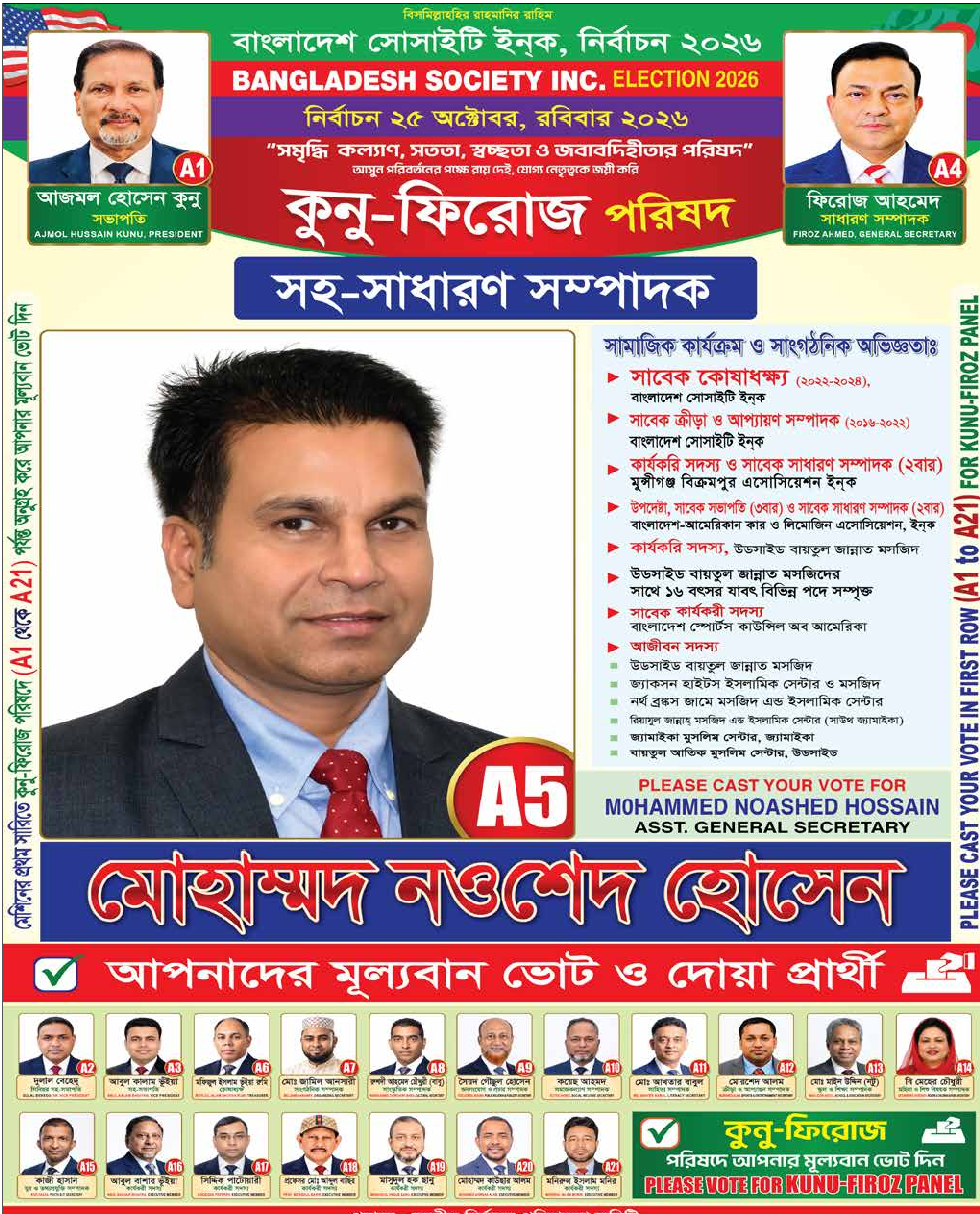

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২৬
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2026
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার ২০২৬
"সমৃদ্ধি কল্যাণ, সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতার পরিষদ"
আসুন পরিবর্তনের পক্ষে রায় দেই, যোগ্য নেতৃত্বকে জয়ী করি
A1
আজমল হোসেন কুনু
সভাপতি
AJMOL HUSSAIN KUNU, PRESIDENT
কুনু-ফিরোজ পরিষদ
A4
ফিরোজ আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
FIROZ AHMED, GENERAL SECRETARY
সহ-সাধারণ সম্পাদক
মেশিনের প্রথম সারিতে কুনু-ফিরোজ পরিষদে (A1 থেকে A21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
সামাজিক কার্যক্রম ও সাংগঠনিক অভিজ্ঞতাঃ
সাবেক কোষাধ্যক্ষ (২০২২-২০২৪), বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক
সাবেক ক্রীড়া ও আপ্যায়ণ সম্পাদক (২০১৬-২০২২) বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক
কার্যকরি সদস্য ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক (২বার) মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর এসোসিয়েশন ইন্‌ক
উপদেষ্টা, সাবেক সভাপতি (৩বার) ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক (২বার) বাংলাদেশ-আমেরিকান কার ও লিমোজিন এসোসিয়েশন, ইন্‌ক
কার্যকরি সদস্য, উডসাইড বায়তুল জান্নাত মসজিদ
উডসাইড বায়তুল জান্নাত মসজিদের সাথে ১৬ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন পদে সম্পৃক্ত
সাবেক কার্যকরী সদস্য বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা
আজীবন সদস্য
উডসাইড বায়তুল জান্নাত মসজিদ
জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টার ও মসজিদ
নর্থ ব্রঙ্কস জামে মসজিদ এন্ড ইসলামিক সেন্টার
রিয়াযুল জান্নাহ্‌ মসজিদ এন্ড ইসলামিক সেন্টার (সাউথ জ্যামাইকা)
জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, জ্যামাইকা
বায়তুল আতিক মুসলিম সেন্টার, উডসাইড
FOR KUNU-FIROZ PANEL (A1 to A21) PLEASE CAST YOUR VOTE IN FIRST ROW
A5
PLEASE CAST YOUR VOTE FOR
MOHAMMED NOASHED HOSSAIN
ASST. GENERAL SECRETARY
মোহাম্মদ নওশেদ হোসেন
আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী
A2 দুলাল বেহেদু সিনিয়র সহ-সভাপতি
A3 আবুল কালাম ভূঁইয়া সহ-সভাপতি
A6 মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি কোষাধ্যক্ষ
A7 মোঃ জামিল আনসারী সাংগঠনিক সম্পাদক
A8 রুশ্নী আহমেদ চৌধুরী (বাবু) সাংস্কৃতিক সম্পাদক
A9 সৈয়দ গৌছুল হোসেন জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক
A10 কয়েছ আহমদ সমাজকল্যাণ সম্পাদক
A11 মোঃ আখতার বাবুল সাহিত্য সম্পাদক
A12 মোরশেদ আলম ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক
A13 মোঃ মাইন উদ্দিন (নান্টু) স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক
A14 বি মেহের চৌধুরী মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক
A15 কাজী হাসান যুব ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক
A16 আবুল বাশার ভূঁইয়া কার্যকরী সদস্য
A17 সিদ্দিক পাটোয়ারী কার্যকরী সদস্য
A18 প্রফেসর মোঃ আব্দুল বাছির কার্যকরী সদস্য
A19 মাসুদুল হক ছানু কার্যকরী সদস্য
A20 মোহাম্মদ কাউছার আলম কার্যকরী সদস্য
A21 মনিরুল ইসলাম মনির কার্যকরী সদস্য
কুনু-ফিরোজ
পরিষদে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
PLEASE VOTE FOR KUNU-FIROZ PANEL
প্রচারেঃ কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

নারায়ে তাকবীর
আল্লাহু আকবর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নারায়ে রিসালাত
ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)

ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ)

১১ অক্টোবর-২০২৬
রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা

মাহফিল ও চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান

স্থান: চট্টগ্রাম ভবন ৫৪৫ ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউ, ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক

মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে

প্রধান আলোচক: ড. সাইয়্যেদ মুফতি মুহাম্মদ আনসারুল করিম আল আজহারী (মঃজিঃআঃ)
ইমাম, খতিব ও প্রিন্সিপাল, হযরত বেলাল জামে মসজিদ, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক

মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদযাপন কমিটি - ২০২৬

আহ্বায়ক	প্রধান সমন্বয়কারী	সদস্য সচিব
মোঃ কলিম উল্লাহ - (631) 535-0339	হাজী মোহাম্মদ টি আলম (347) 996-7315	মোঃ তানিম মহসিন (347) 415-9369
যুগ্ম আহ্বায়ক	সমন্বয়কারী	যুগ্ম সদস্য সচিব
সোহেল আজিজ (929) 335-8175	মোহাম্মদ শফিকুল আলম - (646) 457-5746	মোঃ আখতার হোছাইন - (646) 750-9638
যুগ্ম আহ্বায়ক	সমন্বয়কারী	যুগ্ম সদস্য সচিব
মোহাম্মদ নুরুল আমিন (917) 294-4046	মোহাম্মদ মহিম উদ্দিন - (929) 582-1261	মোহাম্মদ জাবের শফি - (203) 496-2572

সার্বিক সহযোগিতায় ঃ মোহাম্মদ আলী নুর, ফরিদ আহমেদ চৌধুরী, অজয় প্রসাদ তালুকদার, ইমরুল কায়সার, মোহাম্মদ এনামুল হক চৌধুরী, মোহাম্মদ ঈসা, মোঃ নাছির উদ্দিন, পল্লব রায়।

সার্বিক তত্ত্বাবধানেঃ

আব্দুর রহিম, মোহাম্মদ হানিফ, কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম, মোহাম্মদ শামসুল আলম চৌধুরী, মনির আহম্মদ, মুহাম্মদ ইলিয়াছ মিএা, মুহাম্মদ ওয়াহিদী, সরওয়ার জামান সিপিএ, জুবায়ের মানিক, সৈয়দ মোরশেদ রিজভী চৌধুরী, মোহাম্মদ সেলিম, মুহাম্মদ এনাম চৌধুরী, কামাল হোসেন মিঠু, মুহাম্মদ শাহজাহান, আবুল কাশেম চট্টলা, আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, তরিকুল হায়দার চৌধুরী, সরওয়ার হোসেন, কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন, মুহাম্মদ সরোয়ার, মোহাম্মদ নুরুল আনোয়ার, আরিফ চৌধুরী, জামাল চৌধুরী, মোহাম্মদ দিদারুল আলম, মোহাম্মদ জাকির, খোকন কে চৌধুরী, ববি চৌধুর, শ্রাবনী সিপিএ, নবী চৌধুরী, ইব্রাহিম দিপু, মোঃ ওমর ফারুক, নওশাদ কামাল, মোঃ নুরুউদ্দিন জুয়েল, নুরুল আজিম, খোরশেদ খন্দকার, হাজী তৌহিদুল আলম, মুহাম্মদ আমিন, মুহাম্মদ শওকত হোসেন, মিজানুর রহমান জাহাঙ্গীর, সৈয়দ এম হোসেন বাবর, সাহাব উদ্দিন চৌধুরী (লিটন), মতিউর চৌধুরী, মোহাম্মদ শাহ নুর, মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন চৌধুরী, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, হেলাল মাহমুদ, ফোরকান উদ্দীন, আশ্রাব আলী খান (লিটন), মোঃ মুজিবুর রহমান, মুহাম্মদ দিদারুল আলম, মুহাম্মদ কাউছার, মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন, মুহাম্মদ শাহজাহান, আবুল কালাম, মোঃ নাজিম উদ্দিন, মোঃ সেলিম, আব্দুল্লাহ আল মামুন, উত্তম দাশ, মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, মুহাম্মদ সোলাইমান, এডভোকেট মুজিবুর রহমান, এডভোকেট হামিদ, ফারুক আলী তালুকদার, মামুনুর রশিদ, মুহাম্মদ শাহনূর, মুহাম্মদ মির হোসেন, মুহাম্মদ নজরুল, প্রফেসর ইকবাল, সিরাজুল ইসলাম, মুহাম্মদ মানু, নজরুল চৌধুরী, মুহাম্মদ করিম, মুহাম্মদ মহিউদ্দিন, মুহাম্মদ রাশেদুল আলম, মুহাম্মদ সওকত, নিব্বিল বাবু, শম্রাট, মুহাম্মদ বাবলু, মুহাম্মদ বাহন আলী, মুহাম্মদ হাসান, রিংকু চৌধুরী, তৌহিদুল আলম চৌধুরী, বেলাল হোসেন ও কাজী এমরান।

মোহাম্মদ আবু তাহের
সভাপতি
917-775-4178

মোঃ আরিফুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
646-932-4342

চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক
CHITTAGONG ASSOCIATION OF NORTH AMERICA INC.

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মোহাম্মদ জাবের শফি কর্তৃক প্রচারিত
www.ctgassociation-na.org

নিউইয়র্কে যাত্রা শুরু করেছে আন্তর্জাতিক থিংক ট্যাংক ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল পলিসি অ্যান্ড ডিপ্লোম্যাসি

পরিচয় ডেস্ক: নতুন চিন্তা, গবেষণা, নীতি উদ্ভাবন ও কূটনৈতিক কৌশল নিয়ে কাজের লক্ষ্য নিয়ে নিউইয়র্কে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে আন্তর্জাতিক থিংক ট্যাংক ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল পলিসি অ্যান্ড ডিপ্লোম্যাসি। একই অনুষ্ঠানে উম্মাহ বাংলা মিডিয়ার আন্তর্জাতিক কার্যক্রমেরও উদ্বোধন করা হয়েছে।

'প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ' এর উদ্যোগে আয়োজিত বিশেষ মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ থেকে আগত এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান ভূঁইয়া মঞ্জুর উপস্থিতিতে উদ্যোগ দুটির কার্যক্রম শুরুর ঘোষণা দেওয়া হয়।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। দেশ, জাতি ও মানবতার শান্তি, কল্যাণ, ন্যায়বিচার ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়। পরে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন আজিজুর রহমান।

আয়োজকদের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল পলিসি অ্যান্ড ডিপ্লোম্যাসি একটি আন্তর্জাতিক থিংক ট্যাংক ও নীতি গবেষণা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে শান্তি, নিরাপত্তা, মানবাধিকার, কৌশলগত অ্যাডভোকেসি, জোট গঠন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, নীতি গবেষণা ও নীতি উদ্ভাবন নিয়ে কাজ করবে।

প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য নতুন মেধা ও চিন্তার বিকাশ, উদ্ভাবনী ধারণা তৈরি এবং ভবিষ্যৎমুখী নীতি ও কূটনৈতিক কৌশল প্রণয়ন। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশিদের মেধা, পেশাগত অভিজ্ঞতা ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে দুই দেশের মধ্যে প্রবাসী সহযোগিতা আরও জোরদার করার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হবে।

আয়োজকেরা জানান, আইজিপিডির কার্যক্রম গবেষণা ও মতবিনিময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। নীতি প্রস্তাব প্রণয়ন, আন্তর্জাতিক অ্যাডভোকেসি, মানবাধিকার, শান্তি ও নিরাপত্তা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটির মধ্যে যোগাযোগ ও কূটনৈতিক সেতুবন্ধ তৈরিতেও কাজ করবে প্রতিষ্ঠানটি।

একই অনুষ্ঠানে উম্মাহ বাংলা মিডিয়ার আন্তর্জাতিক কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। সংবাদ, গণমাধ্যম, কমিউনিটি ও বৈশ্বিক বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ, প্রবাসী বাংলাদেশি ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগের সেতুবন্ধ তৈরির লক্ষ্য নিয়ে কাজ করবে ইউবিএম।

কমিউনিটির কণ্ঠস্বর তুলে ধরা, মানবাধিকার ও জনস্বার্থের বিষয় সামনে আনা এবং প্রবাসীদের বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে ধরাও ইউবিএমের অন্যতম লক্ষ্য বলে জানানো হয়।

মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও জবাবদিহিতা, রাজনৈতিক সংস্কার এবং বাংলাদেশ ও প্রবাসীদের মধ্যে কূটনৈতিক যোগাযোগ জোরদারের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়। বাংলাদেশ ও প্রবাসী প্রতিনিধিদের মধ্যে নিয়মিত সংলাপ ও যৌথ উদ্যোগের কাঠামো তৈরির ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

আলোচনায় ২০২৪ সালের জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানের চেতনা ও আত্মত্যাগের বিষয়টি স্মরণ করা হয়। বক্তারা মানবাধিকার, ন্যায়বিচার, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ নির্মাণে নাগরিক ও প্রবাসীদের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দেন।

অনুষ্ঠানে অধ্যাপক সোহেব, ড. শেখ মিজান, আজিজুর রহমান, রহমতুল্লাহ, হাজী আনোয়ার হোসেন লিটন, আবদুল আলীম, দিপন গাজী, সামাজিক ন্যায়বিচারবিষয়ক পরিচালক মাহতাব উদ্দিন, মিনা ফারাহ, কাজী ফৌজিয়া, কবি কাজী জহিরুল ইসলাম ও অধ্যাপক সৈয়দ আজাদ উপস্থিত ছিলেন।

এ ছাড়া নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা মেসবাহ উদ্দিন, নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের কমিউনিটি কর্মকর্তা সোহেল রানা। যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা এবং ফেডারেল সরকারের কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাকির এমদাদ রহমানও অনুষ্ঠানে অংশ নেন। সংবাদসুত্র ওয়েব পোর্টাল প্রজন্ম কথা

ভারতে হাসিনার তৎপরতাই তারেক রহমানের সফরের প্রধান বাধা বললেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির

৪ পৃষ্ঠার পর

করার চেষ্টা করছেন। এতে ভারতেরও কোনো লাভ হচ্ছে না।'

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থান দমনের সময় প্রায় দুই হাজার বাংলাদেশি নাগরিককে হত্যার অভিযোগ করেন হুমায়ুন কবির। তাকে একজন সন্ত্রাসী হিসেবে বর্ণনা করেন তিনি।

হুমায়ুন কবির বলেন, বাংলাদেশের মানুষের অতীতের সঙ্গে একটি পরিষ্কার বিচ্ছেদ প্রয়োজন। কারণ, ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় থাকা শেখ হাসিনার সরকারকে উৎখাতের প্রক্রিয়ায় তারা জীবন উৎসর্গ করেছেন।

প্রতিমন্ত্রী অবশ্য বলেছেন, ভারতের সঙ্গে আলোচনা চলছে এবং ঢাকায় এ আলোচনাকে স্বাগত জানানো হয়েছে।

ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ঢাকার কাছে অগ্রাধিকার উল্লেখ করে হুমায়ুন কবির বলেন, 'আমরা কিছু ইতিবাচক লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি, যেহেতু ভারত তাদের সংযত রাখার চেষ্টা করছে। এটাই দুই দেশের মধ্যে স্বাভাবিক রীতি। যদি তাদের (হাসিনা ও তার লোকজন) নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়, তাহলে (দ্বিপক্ষীয়) সম্পর্কে কোনো সমস্যা থাকবে না।'

এ ক্ষেত্রে ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীর ভূমিকা তুলে ধরে হুমায়ুন কবির বলেন, 'একটি অনুকূল সময়ে প্রধানমন্ত্রীর সফর হবে এবং সে বিষয়ে আমি আশাবাদী। প্রধানমন্ত্রী কখনো বলেননি যে তিনি (ভারত) সফর করবেন না।'

৭০ বছর পর আসাম থেকে নৌপথে

২৪ পৃষ্ঠার পর

ভারত-বাংলাদেশ প্রটোকল রুট ব্যবহার করে নারায়ণগঞ্জ হয়ে ঢাকায় যাবে।

বোগিবিল থেকে ঢাকার নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত জাহাজটির মোট দূরত্ব হবে প্রায় ১ হাজার ৩০০ কিলোমিটার।

আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, নামরুপে উৎপাদিত আসামের পণ্য আসামের নদীপথ ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক বাজারে যাচ্ছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। উত্তর-পূর্ব ভারত এখন আর শুধু সীমান্তবর্তী অঞ্চল নয়, বরং ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় প্রবেশদ্বার হয়ে উঠছে।

ব্রহ্মপুত্রকে বাণিজ্যিক করিডোর হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ

ভারতীয় কর্মকর্তারা বলছেন, এই যাত্রা ব্রহ্মপুত্র নদকে বাণিজ্যিকভাবে কার্যকর পণ্য পরিবহন করিডোর হিসেবে ব্যবহারের পরীক্ষামূলক উদ্যোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এর মাধ্যমে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে নৌপথে যুক্ত করার সম্ভাবনা যাচাই করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে নিয়মিত মিথানল পরিবহনের পরিকল্পনাও রয়েছে। সম্প্রতি বোগিবিল ও ধুবরিতে কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন অবকাঠামো স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে এই নৌপথে আন্তর্জাতিক পণ্য পরিবহনের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

সোনোয়াল বলেন, 'ভারতের চা রাজধানী' হিসেবে পরিচিত ডিব্রুগড় আবারও তার পুরোনো নদীবন্দরের গুরুত্ব ফিরে পাচ্ছে। আধুনিক অবকাঠামো গড়ে তোলার পাশাপাশি ঐতিহ্যও সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

একসময় পূর্ব ভারতের অন্যতম ব্যস্ত নদীবন্দর ছিল ডিব্রুগড়। ১৮৫৬ সালের মধ্যে কলকাতা থেকে সরকারি স্টিমার সেখানে যাতায়াত করত। ১৮৮২ সালে ডিব্রুগড় স্টিমার ঘাট থেকে ডিব্রু-সাদিয়া রেল চলাচল শুরু হয়। ১৯১৩ সালের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র দিয়ে প্রতিদিন স্টিমার ডিব্রুগড়ে যাতায়াত করত। এসব নৌযানে চা, কাঠ ও যাত্রী পরিবহন করা হতো।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর এই নৌপথ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ১৯৫০ সালের ভূমিকম্পে ডিব্রুগড় এলাকায় নদীর তলদেশেরও পরিবর্তন ঘটে। ১৯৫৪ সালে ডিব্রুগড় বন্দর থেকে নিয়মিত পণ্য পরিবহনের বুকিং বন্ধ হয়ে যায়। পরে ১৯৫৬ সালের ১৫ অক্টোবর ঘাটটি পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন চা পরিবহন ধীরে ধীরে রেলপথে চলে যায়। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর সীমান্তপারের নদীপথে বাণিজ্যও বন্ধ হয়ে পড়ে।

১৯৭২ সালে ভারত ও বাংলাদেশ নদীপথে বাণিজ্য ও নৌপরিবহনের জন্য একটি প্রটোকল সই করে। ১৯৮৮ সালে সাদিয়া থেকে ধুবরি পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের ৮৯১ কিলোমিটার অংশকে জাতীয় জলপথ-২ ঘোষণা করা হয়। তবে এই পথে নিয়মিত পণ্য পরিবহন শুরু হয় ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে। তখন গুয়াহাটির পান্ডু থেকে আসামের পশ্চিমাঞ্চলের ধুবরিতে সিমেন্ট পরিবহন করা হয়।

এরপর নৌপথটিতে কার্যক্রম ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ হয়ে টাটা স্টিলের বার্জ পান্ডুতে পৌঁছায়। ২০২৩ সালে বারাণসী থেকে বাংলাদেশ হয়ে ডিব্রুগড় পর্যন্ত যায় পর্যটনবাহী জাহাজ এমভি গঙ্গা বিলাস। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে বোগিবিলের যাত্রী ও পণ্য টার্মিনাল চালু হয়।

ভারতে জাতীয় জলপথে পণ্য পরিবহনের পরিমাণ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১ কোটি ৮০ লাখ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ২১ কোটি ৮০ লাখ মেট্রিক টনে পৌঁছেছে বলে জানান সোনোয়াল। উত্তর-পূর্ব ভারতের নৌপথ উন্নয়নে ৭৭ কোটি ডলারের বেশি বিনিয়োগ করা হচ্ছে। এর মধ্যে জাতীয় জলপথ-২ উন্নয়ন, পান্ডুতে জাহাজ মেরামতকেন্দ্র এবং পান্ডু বন্দরের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ উন্নয়ন রয়েছে।

সোনোয়ালের ভাষ্য, নদীপথে প্রতিটি টন পণ্য পরিবহনের অর্থ হলো কম জ্বালানি ব্যবহার এবং মহাসড়কে কম ট্রাক চলাচল। আঞ্চলিক নৌপথ সংযোগ বাড়াতে বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও মিয়ানমারের সঙ্গেও কাজ করছে ভারত।

এই নৌযাত্রায় ভারতের ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অব ইন্ডিয়া, আসাম পেট্রো-কেমিক্যালস, কোচিন বাঙ্কার্স প্রাইভেট লিমিটেড এবং বাংলাদেশের অংশীদাররা যুক্ত রয়েছে।

বাণিজ্য যুদ্ধের রাশ টানা

২৪ পৃষ্ঠার পর

থাকতে চায় না। এমন পরিস্থিতিতে বিরল মৃত্তিকার ওপর চীনের নিয়ন্ত্রণই মার্কিন সুরক্ষাবাদ ও অর্থনৈতিক যুদ্ধনীতি নিয়ন্ত্রণে রাখার অল্প কয়েকটি অবশিষ্ট উপায়ের একটি হয়ে উঠেছে।

ট্রাম্প প্রশাসন যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের পরিবারগুলোর ওপর শুল্কের ব্যয় নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাচ্ছে বলে মনে হয় না, তাই পরবর্তী দফার শুল্ক এমন কোনো পর্যায়ে থ ামবে, যা আমেরিকানরা সহজে বহন করতে পারবে-এর কোনো নিশ্চয়তা নেই, বরং বিরল মৃত্তিকার সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ না করে তা কমিয়ে দেয়ার হুমকি দিয়ে চীন অন্তত স্বল্প মেয়াদে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে তার নিজের সিদ্ধান্তের ক্ষতি থেকেই হয়তো রক্ষা করছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) অবস্থাও প্রায় একই রকম। চীনা পণ্যের ওপর শুল্ক বাড়ানোর ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ইইউ বেশি সতর্ক থেকেছে। এর একটি কারণ, ইউরোপীয় শিল্প চীনা উপকরণের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। ইইউর নিজস্ব ক্রিটিক্যাল র-ম্যাটেরিয়ালস অ্যাক্টে ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ প্রক্রিয়াজাত অভ্যন্তরীণভাবে করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে ইইউর নিরীক্ষকরা জানিয়েছে, প্রকৃত সক্ষমতা এখনো প্রায় ২৫ শতাংশের কাছাকাছি। বিষয়টি আরো তাৎপর্যপূর্ণ এ কারণে যে ২০১০ সালে বিরল মৃত্তিকা নিয়ে চীনের সঙ্গে বিরোধের পর জাপান চীননির্ভরতা কমাতে এক দশকের বেশি সময় ধরে প্রায় ১২০ কোটি ডলার ব্যয় করেছে। তার পরও ২০২৬ সালের শুরুর দিকে দেশটির ভারী বিরল মৃত্তিকার আমদানি ৭০-৮০ শতাংশ কমে যায়।

রফতানি নিয়ন্ত্রণের ধারণা চীন উদ্ভাবন করেনি। গত এক দশকে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের 'এনটিটি লিস্ট'-এ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় নয় গুণ বেড়ে প্রায় ১ হাজার ২০০-তে পৌঁছেছে। বিপরীতে চীনের পাল্টা নিয়ন্ত্রণ তালিকাগুলোতে মাঝেমধ্যে কয়েক ডজন করে প্রতিষ্ঠান যোগ হয়েছে। এ হিসাবে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউর নিয়ন্ত্রণ তালিকা চীনের তুলনায় অনেক দীর্ঘ।

রফতানি নিয়ন্ত্রণ আনুষ্ঠানিকভাবে সামরিক ব্যবহারের লক্ষ্যে আরোপ করা হলেও জাতীয় নিরাপত্তার যুক্তিটি সবসময় প্রচারের মতো এতটা সরল নয়। অনেক সময় বেসামরিক খাতে এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কাঙ্ক্ষিত প্রভাবের সমান কিংবা তার চেয়েও বড় হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের রফতানি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এমনই একটি অনিচ্ছাকৃত ফল হয়েছে-মার্কিন রফতানি ও চীনা আমদানি দুটোই কমেছে।

সম্ভবত এর কারণ হলো, রফতানি নিয়ন্ত্রণের ফলে চীনা ক্রেতারা মার্কিন সরবরাহকারীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এসব মার্কিন সরবরাহকারীর বেশির ভাগই বিকল্প ক্রেতা খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়। ফলে তাদের আয়, মুনাফা ও কর্মসংস্থান কমে যায়। অক্সফোর্ড ইকোনমিকসের হিসাবে ২০২৪-২৬ সময়কালে রফতানি নিয়ন্ত্রণের কারণে চীনের মোট দেশজ উৎপাদনের সম্মিলিত ক্ষতি হয়েছে শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ। কিন্তু ২০২৩ সালের একটি ইনপুট-আউটপুট গবেষণার সিদ্ধান্ত হলো, তুলনামূলক হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষতি আরো বেশি হয়েছে। আর এ পরিস্থিতিতে জাপানি, দক্ষিণ কোরীয় ও ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সংশ্লিষ্ট বাজারের অংশ দখল করেছে।

এমন এক বিশ্বে, যেখানে নিয়মভিত্তিক বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থা কার্যকরভাবে কাজ করছে না, পারস্পরিক চাপ প্রয়োগের সক্ষমতায় স্থিতিশীল একটি ভঙ্গুর স্থিতাবস্থা সম্ভবত একতরফা আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা কিংবা বিশৃঙ্খলার চেয়ে ভালো। আর এ শূন্য-সমষ্টির টানাপড়েন যদি শেষ পর্যন্ত দেশগুলোকে আবার বহুপক্ষীয় আলোচনায় ফিরতে উদ্বুদ্ধ করে, তাহলে সেটি আরো ভালো ফল বয়ে আনবে। [স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট]

শ্যাং-জিন ওয়েই: এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ। বর্তমানে তিনি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স ও ইকোনমিকসের অধ্যাপক

- ইংরেজি থেকে অনূদিত

বাংলাদেশে গত এক বছরে

২৪ পৃষ্ঠার পর

প্রতিবেদনে ব্যাংক খাতের স্থিতিশীলতা ফেরানো, জ্বালানিনিরাপত্তা ও সুশাসন নিশ্চিত করা এবং কর-রাজস্ব বাড়ানোকে সংস্কারের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পাশাপাশি সাধারণ ভর্তুকি ধীরে ধীরে কমিয়ে দরিদ্র ও ঝুঁকিতে থাকা মানুষের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক সহায়তা বাড়ানোর পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের হিসাবে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দৈনিক ৩ ডলারের আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যসীমায় দারিদ্র্যের হার ১০ দশমিক ১ শতাংশ হয়েছে। ১ দশমিক ১ শতাংশ পয়েন্ট বেড়েছে। এক বছরে প্রায় ২১ লাখ মানুষ নতুন করে এই দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমেছে।

“কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের পক্ষে ঢাকাবাসী’র ব্যাপক সমর্থন

জয়ী হই বা না হই সোসাইটির পাশে থাকবো, শিক্ষা বৃত্তি প্রদানে সহযোগিতা করবো - সিনিয়র সহ সভাপতি পদপ্রার্থী দুলাল বেহেদু

পরিচয় ডেস্ক : নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে ‘পরিবর্তন’ এর শ্লোগান নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ‘কুনু-ফিরোজ’প্যানেলের উদ্যোগে ব্যাপক সমর্থন জানালো নিউ ইয়র্কে বসবাসরত বৃহত্তর ঢাকাবাসী। নিউইয়র্ক প্রবাসী বৃহত্তর ঢাকাবাসী’র ব্যানারে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় এই সমর্থন জানানো হয়। বিশেষ করে ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের সিনিয়র সহ সভাপতি পদপ্রার্থী দুলাল বেহেদু, সহ সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ নওশাদ হোসেন ও সাহিত্য সম্পাদক মোহাম্মদ এ আখতার বৃহত্তর ঢাকার সন্তান হওয়ায় প্যানেলটিকে যোগ্য প্যানেল হিসেবে সমর্থন জানানো হয়। উল্লেখ্য, দুলাল বেহেদু বৃহত্তর ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের সভাপতি’র দায়িত্ব পালন করছেন। সভায় দুলাল বেহেদু বলেন, সোসাইটির নির্বাচনেআমি জয়ী হই বা না হই আমি সোসাইটির পাশে থাকবো, কমিউনিটির পশে থাকবো এবং শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানে সাধ্যমত সহযোগিতা করবো। এটি আমার ওয়াদা।

সভায় ঢাকাবাসীর পক্ষ থেকে আয়োজক কমিটির বক্তারা যোগ্য প্যানেল হিসেবে ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের পক্ষে কাজ করা এবং ২৫ অক্টোবরের নির্বাচনে জয়ী করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। অপরদিকে সভায় ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী আজমল হোসেন কুনু ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ফিরোজ আহমেদ তাদের বক্তব্যে ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশী কমিউনিটির গড়ার পাশাপাশি স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন সোসাইটি প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন।

গত ৮ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে আয়োজিত এই সভায় বিপুল সংখ্যক ঢাকাবাসী সপরিবারে অংশ নেন। এছাড়াও বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী-আমেরিকান সভায় উপস্থিত হওয়ায় সভাটি উৎসবমুখর হয়ে উঠে। সন্ধ্যা ৮টা থেকে রাত প্রায় ১২টা পর্যন্ত সভার কার্যক্রম চলে। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং বিশেষ দোয়া মুনাজাত করেনমাওলানা কাজী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক এবং গীতা থেকে পাঠ করেন বিমল চন্দ্র বর্মণ। পরবর্তীতে ‘কুনু-ফিরোজ’প্যানেলের প্রার্থীর নিয়ে সরচিত কবিতা পাঠ করা হয়।

বিশিষ্ট রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, সংগঠক ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা গিয়াস আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ট্রাষ্টিবোর্ড চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এম এ আজিজ। প্রধান বক্তা ছিলেন রাজনীতিক ও ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের অন্যতম উপদেষ্টা গিয়াস উদ্দিন। আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিক জিল্লুর রহমান জিল্লু, সাবেক ছাত্রনেতা আলাউদ্দিনভুলু, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ রব মিয়া, সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার নাসির খান পল ও জামাল আহমেদ জনি, ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী আজমল হোসেন কুনু ও সাধারণ সম্পাদকপদপ্রার্থী ফিরোজ আহমেদ, নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, যুগ্ম আহ্বায়ক জহির মোল্লা ও প্রধান সমন্বয়কারী বাবুল চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ সভাপতি ফারুক চৌধুরী, সাবেক স্কুল ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক নূরুল হক, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা’র সাবেক সভাপতি বদরুন নাহার খান মিতা, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা’র *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*

নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে ‘সেলিম-আলী’ পরিষদের পক্ষে বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অফ ইউএসএ-এর সমর্থনে মতবিনিময় সভা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশী বংশোদ্ভূতদের সর্ববৃহৎ সামাজিক সংগঠন নিউ ইয়র্কের ‘বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক’-এর আগামী ২৫শে অক্টোবর, রবিবার অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচারণা এখন তুঙ্গে। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত মেয়াদের সফল উন্নয়ন, প্রবাসীদের অধিকার রক্ষা এবং অগ্রযাত্রার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে গঠিত শক্তিশালী প্যানেল ‘সেলিম-আলী’ পরিষদের পক্ষে বিশাল গণসমর্থন ও সংবর্ধনা সভার আয়োজন করে জ্যামাইকার ‘বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অফ ইউএসএ ইন্‌ক’।

গত ৪ঠা অক্টোবর, রবিবার সন্ধ্যায় জ্যামাইকার স্টার কাবাব রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এই মিলনমেলায় ‘সেলিম-আলী’ পরিষদের পূর্ণ প্যানেল সহ সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক সচেতন বাংলাদেশি ভোটাররা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের মূল আয়োজক ‘বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অফ ইউএসএ ইন্‌ক’-এর সম্মানিত সভাপতি শামীম হাসান এবং সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইসলাম কলিম তাদের বক্তব্যে সেলিম-আলী পরিষদকে সমর্থনের যৌক্তিক কারণগুলো স্পষ্ট করেন। তারা বলেন, নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটি কোনো রাজনৈতিক বা আঞ্চলিক বিভেদের জায়গা নয়, এটি প্রবাসীদের ভরসার শেষ ঠিকানা। বিগত দিনে সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বাধীন কমিটি বাংলাদেশীদের আইনি সহায়তা, ইমিগ্রেশন গাইডলাইন, আবাসন সমস্যা সমাধান এবং নতুন প্রজন্মকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে অভূতপূর্ব কাজ করেছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সভাপতি পদপ্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম এবং সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আলী ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং নির্বাচিত হলে তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা পরিষ্কার করেন। তারা প্রতিশ্রুতি দেন যে, আগামী দিনে নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটিকে পুরোপুরি আধুনিক ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রূপান্তর করা হবে। নতুন আগত বাংলাদেশীদের কর্মসংস্থান ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিশেষ মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম চালু করা হবে এবং সেকেন্ড জেনারেশন বা নতুন প্রজন্মের কাছে দেশীয় সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষাকে টিকিয়ে রাখতে স্থায়ী ভবনে আরও বড় পরিসরে কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

প্যানেলের প্রার্থীদের প্যানেল পরিচিতি ও গণসমর্থন সভায় সেলিম-আলী পরিষদের প্রার্থীরা উপস্থিত থেকে সকলের সাথে মতবিনিময় করেন এবং বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রার্থীরা হলেন:

সভাপতি পদপ্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আলী,সিনিয়র সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী: মোঃ মহিউদ্দীন দেওয়ান,সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী: মোঃ কামরুজ্জামান কামরুল,সহ-সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী: হারুন চেয়ারম্যান,কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী: নওশাদ হায়দার,সাংগঠনিক সম্পাদক পদপ্রার্থী: ডিউক খান,সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদপ্রার্থী: অনিক রাজ,জন সংযোগ ও প্রচার সম্পাদক পদপ্রার্থী: রিজু মোহাম্মদ,সমাজ কল্যাণ সম্পাদক পদপ্রার্থী: মুনসুর আহমেদ,সাহিত্য সম্পাদক পদপ্রার্থী: রুমানা আহমেদ, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক পদপ্রার্থী: হাসান খান,স্কুল ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী: এ এস এম মাইন উদ্দীন (বাবলু),মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী: শাহনাজ হোসেন,যুব ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী: জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী ।কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী মোঃ উজ্জ্বল বিপুল,সারোয়ার খান বাবু,মোঃ এ মান্নান,শামীম আহমেদ ,মোঃ আব্দুল মালেক খান এবং কাজী রবিউজ্জামান।

বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএর সভাপতি শামীম হাসান সর্বস্তরের বাংলাদেশীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আবেগের বশে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত না নিয়ে আগামী ২৫শে অক্টোবর ব্যালটের মাধ্যমে ‘সেলিম-আলী’ পরিষদের পুরো প্যানেলকে জয়যুক্ত করে নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির হাতকে আরও শক্তিশালী করুন।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইসলাম কলিম বলেন, প্রবাসে নিজেদের ঐক্য ধরে রাখতে এবং সোসাইটির চলমান উন্নয়ন প্রজেক্টগুলোর সফল সমাপ্তির জন্য এই যোগ্য ও পরীক্ষিত প্যানেলের কোনো বিকল্প নেই।

পুরো আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অফ ইউএসএ-এর সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকসহ পূর্ণাঙ্গ কমিটির সকল কর্মকর্তা ও সম্পাদক মণ্ডলী। তারা হলেন -ফারুক হোসেন পাটোয়ারী,বেলায়েত হোসেন, ইসমাইল হোসেন (স্বপন),আশিকুজ্জামান ,ফারুক হোসেন রনি,মুহাম্মদ ইসলাম কলিম,মিঞা ফয়েজ আহমেদ,জয়নাল আবেদীন,সাহাদাৎ হোসেন,আতিকুর রহমান,এ কে এম হক খোকন,আসাদুজ্জামান (রিপন),কবির হোসেন,মমিন হোসেন মিন্টু,আল আমিন,পারভেজ,ইমদাদুল হক,গোলাম কিবরিয়া,আঃ খালেক,শাহানুর রহমান (সোহেল),আমজাদ হোসেন,মোঃ আতিকুল্লাহ,মোঃ শফিকুল ইসলাম,শাহ মোঃ কাশেম আলী,মোঃ রাসেল,মোঃ সোলাইমান,ইকবাল হোসেন মজুমদার,জিশান আহমেদ,কাজী মফিজ উদ্দিন (স্বপন),নূরজাহান (রেশমা),সায়মা খাতুন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এসেমবলি অব ইউএসএ‘ একটি পেশাজীবী সংগঠন ।২০২৪ সালে নিউইয়র্কে যাত্রা শুরু করে ‘বাংলাদেশ এসেম্বলি অব ইউএসএ‘। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই এই সংগঠন বাংলাদেশীদের স্বার্থ রক্ষায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে,তাদের লক্ষ্য, সবার সঙ্গে সবার যোগাযোগ, সম্পর্কের গভীরতা বৃদ্ধি, সুখে দুঃখে হাত বাড়িয়ে দেওয়া, প্রিয় মাতৃভূমির শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং শিল্পকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা। - জলি আহমেদ প্রেরিত

জ্যামাইকা নির্বাচন কমিটির প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা শরাফ সরকার, কো-চেয়ারম্যান এ বি এম ওসমান গনি, প্রধান সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম লিপন, নির্বাচন পরিচালনা কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক হাজী এনাম, জ্যামাইকার সেন্টারের আহ্বায়ক ও কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা মোঃ ফারুক হোসেন মজুমদার, সদস্য সচিব জে মোল্লা সানি, যুগ্ম আহবায়ক জহিরুল ইসলাম, সদস্য সচিব কাজী এম আর খান সেলিম, যুগ্ম সদস্য সচিব ইসলাম হোসেন শিপন,যুগ্ম আহবায়ক ফারুক হোসেন,সেলিম পাটোয়ারী,ফারুক হোমেন রনি ও জালাল উদ্দিন আহমদ।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটে কনস্যুলার ফি পরিশোধে নতুন নিয়ম ১ অক্টোবর থেকে কার্যকর হয়েছে

পরিচয় ডেস্ক: গত ১ অক্টোবর থেকে নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটে স্বশরীরে সেবা নিতে হলে ডেবিট-ক্রেডিট কার্ডে ফি পরিশোধ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নতুন নিয়ম কার্যকর হওয়ার পর কনস্যুলেটে সরাসরি সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে মানি অর্ডার ও ব্যাংক সার্টিফায়েড চেক গ্রহণ করা হবে না। পাশাপাশি নগদ অর্থ বা অন্য কোনো পদ্ধতিতেও কনস্যুলার ফি পরিশোধ করা যাবে না।

তবে ডাকযোগে আবেদনকারীদের জন্য আগের নিয়মই বহাল থাকবে। ডাকযোগে পাঠানো আবেদনের ফি মানি অর্ডার অথবা ব্যাংক সার্টিফায়েড চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাবে।

অর্থাৎ, নতুন এই নিয়ম শুধু কনস্যুলেটে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে সেবা গ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ডাকযোগে আবেদনকারীদের ফি পরিশোধের পদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি।

কনস্যুলেট জেনারেল সেবাগ্রহীতাদের কনস্যুলেটে আসার সময় একটি বৈধ ও সক্রিয় ডেবিট অথবা ক্রেডিট কার্ড সঙ্গে রাখার অনুরোধ জানিয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কনসুলার সেবাকে আরও আধুনিক, দক্ষ ও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যেই এই পরিবর্তন আনা হয়েছে। নতুন পদ্ধতি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতাও কামনা করেছে নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল।

KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

SHSAT Summer Add-Ons

Boost SHSAT Acceptance Chances

Year Round · 2 Days/Week

Workshop Friday or Sunday

- Diag/CAT exam retakes (E-H)
- Advanced ELA & Math
- Top test taking strategies
- Highest admissions rate

May to October 2026

Pay-Per Class Price: $2,900
Sale Price: $1,450
ONE-TIME PRICE: $1,250 ★

2026 Summer · 4 Days/Week

Bootcamp Tuesday to Thursday

- Diag exam retakes (A-D)
- Intensive summer weekdays
- Best for Class B students to boost Diag scores

Tues June 30 to Thurs August 20, 2026

Pay-Per Class Price: $2,880
Sale Price: $1,516
ONE-TIME PRICE: $1,400 ★

Enroll in Both (5 Days/Week) and Get 20% OFF!

5,005+

Students placed in Specialized High Schools.

Call (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতাঃ
Happy Durga Puja 2026
Deb Chowdhury
Wahid Azad
Krisna Tithi
Toma
Rituporna Bannerjee
Biplab Mukherjee
Samiran Barua
Udipto
শারদীয় দুর্গোৎসব - ২০২৬
পূজা মন্ডপঃ অঙ্গন পার্টি হল
Puja Venue: Angan Party Hall
89-16 175th Street (Ground Floor), Jamaica, NY 11432
তারিখঃ ১৭ ও ১৮ অক্টোবর, ২০২৬ (শনি ও রবিবার)
পূজা আরম্ভ প্রতিদিন দুপুর ১২:১৫, পূজা অন্তে প্রসাদ বিতরণ
২ দিন ব্যাপী শারদ উৎসবে থাকবে দেবী আরাধনা, প্রসাদ বিতরণ এবং প্রতি সন্ধ্যায় থাকবে
দুই বাংলার শিল্পীদের নিবেদিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাথে থাকবে এই প্রজন্মের নিবেদিত সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান।
RITU
UPAMA
ANKUSH
ANURAG
SWAPNIL
SHUVOSREE
SANTI
SWAPNIL
RIDDHIMA
আড্ডা
নৃত্যাঞ্জলি
বিনীত
রীনা সাহা
সভাপতি
347-891-9978
MEDIA PARTNER:
আজকাল
রতন দাশ
সাধারণ সম্পাদক
347-898-7748
SUNVI, ADRITA, ONINDITA & SUPTI
সার্বিক যোগাযোগ
ফনীন্দ্র সাহা (৩৪৭-৭৪০-৭৩১০), মাধব সাহা (৭১৮-২৫৫-৫৯৩৫), পূর্ণচন্দ্র মুখার্জি (অপু) (৬৪৬-৪৭৭-৮৩১৪), তনিমা দাস (৩৪৭-৯৩৩-৯০১৪), জিতেন মন্ডল (৩৪৭-৭০৭-৩৪০৭), শংকর সাহা (৯১৭-৩৪০-৫১২৭), তপন সাহা (৭১৮-৭৯৫-৩৮২৬), অসীম সাহা (৩৪৭-৪৮৪-২২৪৫), দেবব্রত দাস (৩৪৭-২৭৯-৪৩৭৯), রিংকী নিয়োগী (৯১৭-৩৪০-৭৩০৭), উত্তম দাস (৩৪৭-৭৯১-০৪৫১), কল্যানী চ্যাটার্জী (৩৪৭-৪০৮-৭৪৯৫), আশীষ সাহা (৩৪৭-৮৬৬-৮১৩৮), মৌগন্ধা আচার্য্যী (৭১৮-৩০০-০৯৬১), সুজিত সাহা (৯২৯-৩৭১-০৭২৭), তানিয়া চৌধুরী (৩৪৭-৪৯৯-৩৯৩১), সনৎ সাহা (৩৪৭-৩৩৪-৯৮০১), বনানী রায় (৯১৭-৫৯৫-৭৮৮৪), অজয় চক্রবর্তী (৩৪৭-৪৪৭-৪৬৭৬), মিন্টু চৌধুরী (৩৪৭-৫০০-৮৫০৭), দেবশ্রী সাহা (৯১৭-৩৭৮-০০১৪)।
Bangladesh Vedanta Society NY, Inc.
বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি নিউইয়র্ক, ইনক

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

Ya Devi Sarva Bhuteshu Matri Rupena Sansthitha
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah

বিঃ দ্রঃ দিব্যধাম মন্দিরের ২য় তলার দেয়ালের সংস্কারের কারনে আমাদের বিকল্প স্থান হিসাবে, শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে এবারের মহালয়া ও শ্রীশ্রী দুর্গা পূজার আয়োজন করতে যাচ্ছি। আপনাদের অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিক ভাবে ক্ষমা প্রাপ্তি। আপনারা সবাই রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে (গীতা সংঘের উডসাইড) উপস্থিত থেকে মায়ের আর্শীবাদ গ্রহণ করিবেন

শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে

24th ANNIVERSARY

পূর্ণতিথি অনুযায়ী

শারদীয় উৎসব ও দুর্গাপুজা

১৬ই অক্টোবর শুক্রবার থেকে ২০শে অক্টোবর মঙ্গলবার ২০২৬ইং পর্যন্ত

আয়োজনেঃ সার্বজনীন পুজা উদ্‌যাপন পরিষদ ইউএসএ, ইন্‌ক.

স্থানঃ ৩৯-১৬, ৬০ ষ্ট্রীট, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭

শ্রদ্ধেয় ভক্তবৃন্দ নমস্কার, আপনার/আপনাদের স্বপরিবার, স্ববান্ধবে নিমন্ত্রন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা আন্তরিকভাবে আমাদের কাম্য।
বিনয়াবনতঃ
সার্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ ইউএসএ'র সকল ভক্ত ও কর্মীবৃন্দ

শ্রী প্রবীর কুমার রায় চেয়ারম্যান ৯১৭-৮৮৫-৫৯০৫	শ্রী প্রভাষ চন্দ্র মণ্ডল মেম্বার সেক্রেটারি ৬৪৬-৪২৭-২৩১৬	শ্রী রঞ্জিত দে রায় সভাপতি (৯১৭) ৪৫৯-৭১১০	শ্রী প্রবীর কুমার বিশ্বাস সাধারণ সম্পাদক, (৬৪৬) ৪৭৯-১২০৯	শ্রী প্রদীপ দত্ত আহ্বায়ক (৩৪৭) ৫৭৫-৯১০২	শ্রী মানিক দেবনাথ আহ্বায়ক সেক্রেটারী, (৯৫৪) ৯১৮-৮৬৩৬

সার্বিক সহযোগিতায়ঃ সার্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ ইউএসএ'র সকল সদস্য ও সদস্যা বৃন্দ

সঙ্গীত অনুষ্ঠান পরিচালনায় শ্রী উৎপল চৌধুরী ও শ্রীমতি ডালিয়া চৌধুরী।

Email: pujaudjapanusa@aol.com, Website: www.supusa.org , FB: Sarbojanin Puja Udjapan, FB Page: Sarbojanin Puja Udjapan Parishad USA, Inc.

প্রচারপত্র স্বত্বাধিকারী সার্বজনীন পূজা উদযাপন পরিষদ ইউএসএ, ইনক
51-69 72nd Street, Woodside, NY 11377

প্রচার সম্পাদিকাঃ মিতুল দেবনাথ (৩৪৭) ৭২৩-৮০৫৪ কর্তৃক প্রচারিত ও প্রকাশিত
355 South End Avenue, Apt. # 19D, New York, NY 10280

‘ভাসানী ফাউন্ডেশন, নিউইয়র্ক’ এর নতুন কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ

পরিচয় ডেস্ক : স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, মজলুম জননেতা খ্যাত মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী স্মরণে প্রতিষ্ঠিত ‘ভাসানী ফাউন্ডেশন, নিউইয়র্ক’ এর নতুন কমিটি দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। বুধবার (৭ অক্টোবর) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসে অনুষ্ঠিত বিদায়ী ও নতুন কমিটির যৌথ সভায় অনাড়ম্বরভাবে দায়িত্ব গ্রহণ সম্পন্ন হয় ।এসময় ফাউন্ডেশনের বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মাঈনুদ্দীন নাসের সভাপতি আলী ইমাম শিকদার (পুন: নির্বাচিত) ও নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগরের কাছে আর্থিক রিপোর্ট ও রেজুলেশন বই হস্তান্তরের মাধ্যমেদায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। এসময় ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ফাউন্ডেশন, নিউইয়র্ক’ এর সভাপতি আলী ইমাম শিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সদ্য অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক ভাসানী সম্মেলনের আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ সরকারেরসাবেক মূখ্য সচিব সিরাজ উদ্দিন মিয়া সাথী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিদায়ী ও নতুন কমিটির কর্মকর্তারা সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় আগামী ১৭ নভেম্বর মাওলানা ভাসানীর মৃত্যুবার্ষিকী পালন সহ কতিপয় কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও নতুনপ্রজন্ম সহ বিশ্বব্যাপী হুজুর ভাসানীকে তুলে ধরার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। নতুন কমিটি দায়িত্ব পালনে সবার সার্বিকসহযোগিতা কামনা করেন। উল্লেখ্য, গত ২০ সেপ্টেম্বর, রোববার নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক ভাসানী সম্মেলনে এ কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী ইমাম সভাপতি ও সাংবাদিক শাহাব উদ্দিন সাগর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রসঙ্গত: আলী ইমাম দ্বিতীয়বারের মতো সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ফাউন্ডেশনের ২৫ সদস্যের কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন: সহ সভাপতি- মোস্তফা করিম ফরিদ ও কাজী শাখাওয়াৎ হোসেন আজম, যুগ্ম সম্পাদক- নাজমুল আলম শ্যামল, সাংগঠনিক সম্পাদক- এস এম ফেরদৌস, কোষাধ্যক্ষ- নূর আমিন, ওভারসিস সম্পাদক- আতাউর রহমান আতা, প্রচার, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক- তানভির করিম, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক- নার্গিস রহমান, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক- দেলোয়ার হোসেন শিপন, আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক- সৌমিত্র দস্তিদার। কার্যকরী সদস্যরা হলেন: এম এ সাদেক, শাহ আলম দুলাল, খন্দকার ফরহাদ, মাহমুদ খান তাসের, কিউ জামান, আব্দুর রহিম হাওলাদার, এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, ফারুক হোসেন মজুমদার, বাসেত রহমান, বিল্লাল চৌধুরী, মাঈনুদ্দীন নাসের (পদাধিকার বলে সম্মানিত সদস্য)। কার্যকরী কমিটির পরবর্তী বৈঠকে নতুন উপদেষ্টামন্ডলী গঠন করা হবে। এ কমিটি ২০২৭-২০৩০ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে। খবর এ ছবি: ইউএনএ।

বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছে ‘স্টারলিংক

৭ পৃষ্ঠার পর

বা ‘ডেড জোন’ এলাকাগুলোতেও সংযুক্ত থাকতে পারবেন। এর জন্য কোনো স্যাটেলাইট ডিশ বা বিশেষ হ্যান্ডসেটের প্রয়োজন হবে না। প্রাথমিকভাবে এই সেবায় মেসেজিং এবং লোকেশন বা অবস্থান শনাক্তকরণ সুবিধা পাওয়া যাবে। এর সংযোগ ব্যবস্থা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে জরুরি পরিস্থিতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দীর্ঘস্থায়ী বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময়-যখন প্রচলিত মোবাইল নেটওয়ার্ক অকার্যকর হয়ে পড়তে পারে-তখনও এটি কার্যকর থাকে। বাংলালিংকের তথ্যমতে, দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ স্টারলিংক-চালিত স্যাটেলাইট-টু-মোবাইল সংযোগ সুবিধা চালু করল।

ভার্জিনিয়ায় অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিক হারুন চৌধুরীকে দেখতে গেলেন বাংলাদেশি কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর মুক্তিযোদ্ধা, প্রবীণ সাংবাদিক ও লেখক হারুন চৌধুরীর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে এবং তাঁর প্রতি সহমর্মিতা জানাতে সম্প্রতি একদল বাংলাদেশি কমিউনিটি নেতা ও সাংবাদিক ভার্জিনিয়ায় তাঁর বাসভবনে যান।

প্রতিনিধিদলে ছিলেন শিব্বীর আহমেদ, জেডআই রাসেল, শেখ সেলিম, সাদেক এম. খান এবং জুয়েল বড়ুয়া। তাঁরা ৭৭ বছর বয়সী সাবেক এই যুদ্ধকালীন কমান্ডারের সঙ্গে কিছু সময় কাটান এবং তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন। বয়সজনিত বিভিন্ন শারীরিক জটিলতার কারণে বর্তমানে তিনি অনেকটাই ঘরবন্দি জীবনযাপন করছেন।

পরিবারের সদস্যদের ভাষ্য অনুযায়ী, হারুন চৌধুরী ডায়াবেটিস, উচ্চ কোলেস্টেরল ও উচ্চ রক্তচাপসহ একাধিক দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছেন। এসব শারীরিক জটিলতার কারণে তাঁর চলাফেরা অনেকটাই সীমিত হয়ে পড়েছে এবং দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজের জন্য তাঁকে অন্যের সহায়তা নিতে হয়।

সাক্ষাতের সময় দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত ও পেশাগত সম্পর্কের নানা স্মৃতি এবং পুরোনো দিনের গল্প নিয়ে আলোচনা হয়। বন্ধু ও সহকর্মীদের সঙ্গে প্রাণবন্ত স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে সময় কাটান হারুন চৌধুরী। দীর্ঘদিনের পরিচিতজনদের এই সাক্ষাৎ তাঁর জন্য স্বস্তি ও মানসিক সমর্থনেরও উপলক্ষ হয়ে ওঠে।

হারুন চৌধুরীর জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালে তিনি ভারতের আগরতলার মেলাঘরে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরে তিনি সেক্টর-২-এর কে ফোর্সে মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ ও মেজর হায়দারের অধীনে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি শ্রীনগর থানার এলাকায় পরিচালিত সামরিক অভিযানের নেতৃত্ব দেন।

স্বাধীনতার পর হারুন চৌধুরী সাংবাদিকতা ও লেখালেখিকে তাঁর পেশাগত জীবনের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন। দীর্ঘদিন তিনি সাপ্তাহিক ঠিকানা-এর ওয়াশিংটন, ডিসি প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে তিনি সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে পরিচিত ও সম্মানিত হয়ে ওঠেন।

মুক্তিযুদ্ধ ও সাংবাদিকতা নিয়ে তাঁর বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আমার মুক্তিযুদ্ধ আমার অহংকার ১৯৭১, যেখানে তিনি তাঁর মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন, এবং সাংবাদিকের সংবাদ, যেখানে সাংবাদিকতা-জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ স্থান পেয়েছে। বই দুটি প্রকাশ করেছে অনন্যা প্রকাশনী। সাক্ষাৎ শেষে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বাংলাদেশের জন্য হারুন চৌধুরীর মুক্তিযুদ্ধকালীন ত্যাগ এবং পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকতা ও প্রবাসী বাংলাদেশি সমাজে তাঁর দীর্ঘদিনের অবদানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান।

তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশি কমিউনিটির সদস্য, সাংবাদিক এবং তাঁর দীর্ঘদিনের সহকর্মীদের প্রতি এই প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক এবং তাঁর পরিবারের জন্য দোয়া ও শুভকামনা জানানোর আহ্বান জানান।

রাশিয়া থেকে ডিজলে কিনবে

৮ পৃষ্ঠার পর

জ্বালানির খরচ বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দামও বাড়ছে। এতে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। ভোটের মুখে তাতে প্রলেপ দিতেই ট্রাম্প এই চুক্তি করলেন রাশিয়ার সঙ্গে, মত একাংশের।

তবে ফেব্রুয়ারি মাসে ইরানে আমেরিকা এবং ইজরায়েলের হামলার কারণেও জ্বালানির বাজার বিপুল সঙ্কটের মুখে পড়েছে। তখন থেকেই জোগান ও চাহিদার ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে বলে মনে করছেন কেউ কেউ। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সে দিকে না তাকিয়ে কেন রাশিয়ায় মনোনিবেশ করলেন, প্রশ্ন উঠেছে।

ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তকে ‘দুর্বল এবং অযোগ্য’ বলেছেন জ□লেনস্কি। তাঁর কথায়, ‘‘পুতিনকে উপহার দিলে শান্তি আসবে না। রাশিয়া আরও সন্ত্রাস ও বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে এর প্রতিদান দেবে। ওদের পেট্রোলিয়াম পণ্য বিক্রির সুযোগ করে দেওয়া তো যুদ্ধেই বিনিয়োগ করার শামিল। রাশিয়ার সঙ্গে উত্তেজনা প্রশমনে প্রকৃত পদক্ষেপ প্রয়োজন। দুর্বল আলোচনায় লাভ হবে না।’’২০২২ সালে ইউক্রেন আক্রমণের পর আমেরিকা রুশ তেল আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। পরবর্তী সময়ে রাশিয়ার জ্বালানি রফতানির উপরও বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। সংবাদ সুত্র রয়টার্স, এপি, আনন্দবাজার পত্রিকা ।

চিত্র প্রদর্শনী দেখার মগ্নতা ও আক্ষেপ

সৈয়দ কামরুল

বিমূর্তবাদী চিত্রকর খুরশিদ সেলিমের একক চিত্র প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলাম নিউ ইয়র্কের লং আইল্যান্ডে। ভেন্যু ছিল বেয়ার্ড কাটিং আর্বারিটাম এর ম্যানর হাউজ অ্যানেক্স গ্যালারি। জায়গাটাকে বলা হয়, ‘ওয়েসিস অব বিউটি’। টিউডর স্থাপত্যের নান্দনিক ও দৃশ্যকাব্যিক ল্যান্ডস্কেপে ছবি প্রদর্শনীর ভেন্যু নির্বাচন করাটা খুরশিদ সেলিমের শিল্পমনস্কতার প্রকাশ। এই শৈল্পিক ল্যান্ডস্কেপে চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে শিল্পী তার সলো এক্সিবিউশনকে ভিন্নতর শিল্পমাত্রা জুড়ে দিয়েছিলেন।

পুরো দোতলা জুড়ে ছিল তার ছবির প্রদর্শনী। দর্শকদের প্রায় সবাই ছিল সফেদ আমেরিকান। তাদের মধ্যে শালপ্রাংশু দাড়িয়ে ছিল ‘মাহে-মনি আর্টস অ্যান্ড স্পোর্টস মিউজিয়াম’ এর প্রতিষ্ঠাতা সাঈদ উর রব।

অবাক হই, সেখানে কোনো কবি ও লেখকদের দেখিনি। বিষয়টা আমাকে থমকে দেয়। প্রদর্শনীতে বাঙালি কবি-লেখকদের অনুপস্থিতি দেখে চিত্রকলার প্রতি তাঁদের যে উদাসীনতা সেটা আমার মনে হতাশা জাগায়।

কবি, লেখক ও চিত্রশিল্পীদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে এক সৃজনশীল বন্ধন রয়েছে। ফরাসি কবি ও ঔপন্যাসিকদের অনেকেই আর্ট-ক্রিটিক ও চিত্রকর ছিলেন। তারা চিত্রকর এবং চিত্রকলার প্রতি প্রবল আচ্ছন্ন থাকতেন। ফরাসি কবিদের মতো মার্কিন ও ল্যাটিন কবিতার দুই দিকপাল ডব্লিউ. এস. মারউইন এবং পাবলো নেরুদা কবিতাকে চিত্রকলার সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত একটি দৃশ্যকলা হিসেবে গণ্য করতেন। চিত্রকলা সম্পর্কে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির একটা ক্লাসিক কথা আছে , “Painting is silent poetry, and poetry is painting that speaks”- অর্থাৎ পেইন্টিংস নীরব কবিতা এবং কবিতা হচ্ছে সেই পেইন্টিংস যা রংয়ে রংয়ে কবিতার বাঙময়তা ছড়িয়ে দেয়। পেইন্টিংস প্রায়শই কবিতাকে অনুপ্রাণিত করে। ছবির ারংঁধষ সবঃধড়যড়ৎ এবং সাহিত্যের literal picture -মূলতঃ সমার্থক।

আধুনিক কবিতার অন্যতম পথিকৃৎ এবং সাহিত্যিক আভাঁ-গার্দ আন্দোলনের অগ্রদূত শার্ল বোদলেয়ার ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন পাইওনিয়ার আর্ট ক্রিটিক, যাকে ‘critique d’art’ বলা হয়। চিত্রকর্মের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি চিরতরে বদলে দিয়েছিলেন।

হেমিংওয়ে কোনো লেখকের অনুকরণে কলম ধরেননি; বরং তিনি লিখতে চেয়েছিলেন ঠিক যেভাবে পল সেজান তাঁর ছবি আঁকতেন। সেজান খুব অল্প কয়েকটি তুলির আঁচড়ে এবং গাঢ়, দৃঢ় রঙে মানুষ ও প্রাকৃতিক দৃশ্য এঁকেছেন। তবু তাঁর চিত্রকর্মে এমন এক অনুভূতি, এমন এক কাহিনি, এমন এক প্রাণময়তা ফুটে ওঠে, যা মোটেই সরল নয়।

এই বিষয়টিই হেমিংওয়েকে গভীরভাবে মুগ্ধ করেছিল। প্যারিসে লস্ট জেনারেশনের ভ্যাঁগাবন্ড দিনে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে নিয়মিত প্যারিসের ম্যুজে দ্যু লুক্সেমবুর্গ-এ যেতেন, কারণ তিনি পল সেজানের চিত্রকর্মের এক গভীর অনুরাগী ছিলেন। হেমিংওয়ের বিশ্বাস ছিল, সেজান যে আঙ্গিকে একটি ভূদৃশ্য আঁকেন, তেমনিভাবে তিনি তার গদ্যকাঠামোর নির্মিতি শিখতে পারবেন।

সেজানের চিত্রকর্মের visual innovations হেমিংওয়েকে প্রভাবিত করেছিল। ব্যাকগ্রাউন্ডে কম ফোকাস বা মিনুসিয়া (minutiae) উপস্থাপন করার সেজানের ধারণাকে হেমিংওয়ে তাঁর গল্পে অভিযোজিত (adapt) করেছিলেন। সেখান থেকেই হেমিংওয়ের থিওরি অব আইসবার্গ গল্পরীতির উদ্ভব।

একবার তিনি লিখেছিলেন, সেজানের ছবিগুলো তাঁকে শিখিয়েছে- “কীভাবে ভূদৃশ্য নির্মাণ করতে হয়।”

কিন্তু তিনি শুধু প্রকৃতির বর্ণনার কথা বলেননি। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন-রচনার কাঠামো, গভীরতা, ভারসাম্য এবং আবেগের জ্যামিতি।

রিলকে সেজানের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছিলেন-ঠিক যেমনটি শিখেছিলেন হেমিংওয়ে। সেজান কিছুতেই বালজাককে প্রভাবিত করেনি যেমনটা রিলকে এবং হেমিংওয়েকে করেছিল।

চিত্রশিল্পীদের সাথে জোলার যোগাযোগ তার লেখালেখিতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। জোলার সেই বহুশ্রুত কথা, “আমি কেবল ইমপ্রেশনিস্টদের পক্ষেই দাঁড়াইনি; তাদের চিত্রকলার নন্দনতত্ত্বকে সাহিত্যের ভাষায় রূপান্তর করেছি।” উদাহরণস্বরূপ, তার উপন্যাস “দ্য বেলি অফ প্যারিস” এ বাজারের যে বর্ণনা রয়েছে সেটা তার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করে। প্যারিসের কেন্দ্রীয় বাজার ‘লে হাল’ (Les Halles)-কে কেন্দ্র করে লেখা ওই উপন্যাসে পাঠককে মূলতঃ রোদ ওঠার পথ ধরেই ভোরের সূচনায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। উপন্যাসের শুরুটা হয় ঘোর অন্ধকারে, যখন গভীর রাতে শাকসবজি চাষিরা তাদের পণ্যবোঝাই গাড়ি নিয়ে প্যারিসের দিকে রওনা হয়। যাত্রাপথে মাদাম ফ্রঁসোয়া নামের এক নারী ব্যবসায়ীর ঘোড়াটি হঠাৎ একটি অস্পষ্ট কালো জিনিসের ওপর হোঁচট খেতে খেতে বেঁচে যায়। গাড়িতে ঝোলানো ছোট লণ্ঠনের আলোয় কিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না বলে মাদাম ফ্রঁসোয়া নিচে নেমে আসেন; তিনি অস্পষ্টভাবে সেখানে একটা লোককে পড়ে থাকতে দেখেন এবং তাকে নিজের গাড়িতে তুলে নেন।

ফ্লোরঁ নামের এই ব্যক্তিটি আসলে কায়েনের দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদিদের উপনিবেশ থেকে পালিয়ে আসা এক পলাতক আসামি, যে প্যারিসের বিশাল জনসমুদ্রের আড়ালে আত্মগোপন করার আশা করছিল।

অন্ধকার চিরে ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হয়ে ওঠা সেই মহানগরের দিকে তারা ধীরগতিতে এগিয়ে চলে। এই দৃশ্যপট ও তার প্রভাব ফুটিয়ে তুলতে জোলা ব্যবহার করেছিলেন চলচ্চিত্রের ‘ট্র্যাকিং শট’-এর মতো সাহিত্যিক টেকনিক।

মানে (Manet) চিত্রকর্ম সম্পর্কে বলেছিলেন: শুরুতে চোখ কেবল রঙের বড় বড় প্রলেপ বা ছোপ দেখতে পায়; এরপরই বিভিন্ন বস্তু বা অবয়ব ফুটে ওঠে ও নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করে; আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই পুরো ছবিটি হয়ে ওঠে বলিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট।

উপন্যাসে ফ্লোরঁ যখন ভোরের আলোয় সেখানে পৌঁছায়-জ্বরে আক্রান্ত, ক্ষুধার্ত ও টলোমলো পায়ে-এবং শহরটিকে চিনে উঠতে পারে না, তখন জোলা ঠিক এই পদ্ধতিটিই ব্যবহার করেছেন।

খুরশিদ আলম সেলিম একজন বিমূর্তবাদী চিত্রকর। বলা যেতে পারে, একজন Abstract Expressionist artist বা বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদী চিত্রকর।

আন্তর্জাতিক বলয়ে তার পরিচিতি রয়েছে। ইউরোপ ও এসিয়ার অনেক দেশের আর্ট গ্যালারি ও নিউ ইয়র্কের ঝড়ঐড় তে তার বেশ কিছু প্রদর্শনী প্রশংসিত হয়েছে।

এই প্রদর্শনীতে ছবিপ্রেমী দর্শকদের প্রায় সবাই ছিল আমেরিকান। তারা ছবিগুলো দেখছিলো মগ্নচোখে। কেউ কাছ থেকে, কেউ ডিসট্যান্স থেকে, কেউ বা কোনাকুনি জায়গা থেকে ঘুরেফিরে দেখছিল ছবিগুলো। তাদের দৃক তর্জমা করছিল চোখজুড়ানো ছবিগুলোর রঙ, আকৃতি, রেখা, বুনন বিন্যাসের রংভাষা।

সেলিমের চিত্রকর্মে বস্তুকে খণ্ড খণ্ড করে দেখানো হয়েছে, যা একাধিক দৃষ্টিকোণ তুলে ধরে। বিমূর্তবাদ ও পরাবাস্তব চিত্রধারার মিল ও নৈকট্য দেখি তাঁর ছবিতে। উপরিভাগের আক্ষরিক চিত্রের ভিতরে ও স্তরে কল্পনা, আবেগ এবং অভ্যন্তরীণ বাস্তবতাকে বেশি দেখি।

পরাবাস্তববাদী চিত্র যখন বাস্তব অবয়ব ছাপিয়ে বিমূর্ত রূপ নেয় তখন পরাবাস্তববাদী ছবিকে বিমূর্তবাদী মনে হয়। খুরশিদ সেলিমের কোনো কোনো ছবিকে পরাবাস্তববাদী ছবি মনে হতে পারে। তবে অবচেতন মন, স্বপ্ন, কল্পনা ও প্রতীককে কেন্দ্র করে সুররিয়ালিজম কখনো বিমূর্ততার আশ্রয় নেয়; কিন্তু বিমূর্তবাদ নিজে সুররিয়ালিজমকে ধারণ করে না।

খুরশিদ সেলিমের ছবি শিল্পপিয়াসী মনকে মগ্ন করে, শিল্পদৃক চোখের দিদৃক্ষা টানে। আমি আর্ট ক্রিটিক নই; তবে, পেইন্টিংস সম্পর্কে আমি philistine বা শিল্পবোধহীন নই। ছবি আমাকে টানে। খুরশিদ সেলিমের ছবি আমাকে টানে। খুরশিদ সেলিমের চিত্রকর্ম শিল্পবোধ ও নান্দনিক রুচিসম্পন্ন দর্শকের কাছে বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষত, চিত্রকলায় পরাবাস্তব ও অভিব্যক্তিবাদের প্রতি যাঁদের অনুরাগ রয়েছে, তাঁর কাজ তাঁদের মনে গভীরতর অনুরণন তুলবে।

চারুকলার শিক্ষকদের কেউ কেউ সেলিমের আর্ট ফর্মস ও কন্টেন্টস সম্পর্কে বলতেন, খুরশিদ সেলিমকে মার্ক রথকো প্রভাবিত করেছে বিপুল। আমি দুজনের ছবি মনোযোগ দিয়ে দেখেছি। বিস্তৃত রঙের ক্ষেত্র ব্যবহারে সাদৃশ্য দেখি। রথকোর ছবিতে সাধারণত নরম, ঝাপসা বা ধীরে মিশে যাওয়া দেখি কিন্তু সেলিমের ছবিতে দেখি তীক্ষ্ণ, কৌণিক ও স্পষ্ট প্রান্ত। কোথাও কোথাও অভিব্যক্তিময় জৈব আকৃতির সঙ্গে জ্যামিতিক বিমূর্ততার সংমিশ্রণ, রথকোর কালার-ফিল্ড চিত্রকলার কথা মনে করিয়ে দিতে পারে। কিন্তু পন্ডিতদের অভিমত হলো, সেলিমের চিত্রকলায় রথকোর প্রভাব থাকলেও সেলিম নিজস্ব রীতি নির্মাণে সতন্ত্র হয়ে নিজস্ব শৈলী নির্মাণ করেছেন।

আন্তর্জাতিক বলয়ে পরিচিত খুরশিদ সেলিম স্থায়ী হয়েছেন মার্কিন মুলুকে। তাঁর জীবনসঙ্গী শামিমা বেগম একজন ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রকর। দীর্ঘ তিনযুগেরও বেশি সময় ধরে এই শিল্পীদম্পতি নিউ ইয়র্কের লং আইল্যান্ডে বসবাস করছেন। সেখানে রয়েছে ওদের নিভৃত স্টুডিও - রং তুলির নিঝুম-সরব আর্কেডিয়া।

ঐক্যবদ্ধ কক্সবাজারবাসীর প্রথম সভায় সিদ্ধান্ত

পুরনো নামেই চলবে সংগঠন তিনটি সাব কমিটি গঠিত

পরিচয় ডেস্ক: ঐক্যবদ্ধ কক্সবাজারবাসীর অ্যাডহক কমিটির প্রথম সভা রোববার, ০৪ অক্টোবর নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার খলিল বিরিয়ানির পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ মোহাম্মদ নুরুল আবরার। সঞ্চালনা করেন অ্যাডহক কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী শাহাব উদ্দিন সাগর। সভায় দীর্ঘ আলোচনার পর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সকলে একমত হন যে, কক্সবাজার এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা নামে যে কর্পোরেশন রয়েছেন সেটির অধীনেই পরিচালিত হবে সংগঠন। এ কর্পোরশেন নিয়ে যেসব জটিলতা ছিল বিবাদমানগ্রুপগুলো সেগুলো নিজ নিজ অবস্থান থেকে মিটিয়ে নিবেন। কর্পোরেশনে প্রধান সমন্বয়কারী শাহাব

উদ্দিন সাগরের নেতৃত্বে অ্যাডহক কমিটির ১৩ জনকে অন্তর্ভুক্তি এবং তিন জন ব্যাংক হিসেব পরিচালনার দায়িত্ব থাকবেন। এ তিন জন হলেন প্রধান সমন্বয়কারী শাহাব উদ্দিন সাগর, মোরতাজুর রহমান নওশার ও মোহাম্মদ আমিন। এক সপ্তাহের মধ্যে কর্পোরেশেনে ১৩ জনের নাম অর্ন্তভুক্ত করে নিউইয়র্কের কর্পোরশেন ডিপার্টমেন্টে তা প্রেরন এবং ব্যাংক একাউন্ট হস্তান্তর। এছাড়া অ্যাডহক কমিটির সদস্যদের উপর ধার্য্যকৃত চাঁদা সেই অ্যাকাউন্টে নিজ নিজ দায়িত্ব জমা করার বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় আগামী রমজানের ঈদের পর পুনর্মিলনী ২১ মার্চ নির্ধারণ করা হয়। পাশাপাশি তিনটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এগুলো হলো ঈদ পুনর্মিলনী উপ-কমিটি, সদস্য সংগ্রহ উপ-কমিটি ও গঠনতন্ত্র প্রণয়ন উপ-কমিটি।

ঈদ পুনমিলনী উপ-কমিটির আহবায়ক করা হয়েছে নুরুল আজিমকে। যুগ্ম আহবায়ক করা হয়েছে রফিকুল ইসলাম বাহাদুর ও রফিক উল্লাহ রনিকে। সদস্য সংগ্রহ উপ-কমিটির আহবায়ক করা হয়েছে সমিরুল ইসলাম বাবলুকে। যুগ্ম আহবায়ক করা হয়েছে আক্তার হোসাইন, মনসুর আলম ও শফিউল আজমকে।

গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটির আহবায়ক হলেন সৈয়দ মোহাম্মদ নুরুল আবরার। যুগ্ম আহবায়ক হলেন মোহাম্মদ ইরফান, জহিরুল ইসলাম ও মোরতাজুর রহমান নওশার।

সভায় উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ নুরুল আবরার, মোরতাজুর রহমান নওশার, মোহাম্মদ আমিন, মোহাম্মদ শফিউল আজম, আক্তার হোসাইন, সমিরুল ইসলাম বাবলু, রফিক উল্লাহ রনি, মনসুর আলম, রফিকুল ইসলাম বাহাদুর, নুরুল আজিম, শাহাব উদ্দিন সাগর ও মোহাম্মদ ইরফান। সদস্য জহিরুল ইসলাম জরুরী কাজে দেশে অবস্থান করায় তিনি সভায় যোগ দিতে পারেননি। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

ক্যাটি জাকারিয়া হোয়াইট হাউসের নতুন প্রেস সেক্রেটারি

৮ পৃষ্ঠার পর

বলেন, হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাওয়া তাঁর জন্য অত্যন্ত সম্মানের। প্রেসিডেন্টের আস্থা অর্জনকে গর্বের বিষয় উল্লেখ করে তিনি প্রশাসনের কর্মকাণ্ড ও সাফল্য যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের সামনে তুলে ধরার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ফক্স নিউজ ও নিউজম্যাক্সসহ বিভিন্ন রক্ষণশীল টেলিভিশন চ্যানেলে নিয়মিত রাজনৈতিক ভাষ্য দিয়ে থাকেন জাকারিয়া। এর আগে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগে মুখপাত্র হিসেবেও কাজ করেছেন। তবে লিংকডইন প্রোফাইল অনুযায়ী, সেখানে তাঁর দায়িত্বের মেয়াদ ছিল প্রায় দুই মাস।

ক্যালিফোর্নিয়ায় বসবাসকারী জাকারিয়া রক্ষণশীল রাজনৈতিক সংগঠন 'ফিক্স ক্যালিফোর্নিয়া'র সঙ্গেও যুক্ত। পেপারডাইন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদ থেকে ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি রিপাবলিকান রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। সিএনএনের তথ্য অনুযায়ী, ২০০৬ সালে রিপাবলিকান ন্যাশনাল কমিটিতে ইন্টার্ন হিসেবে কাজ করেছিলেন তিনি। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারির পদটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলোর একটি। নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করা এবং প্রেসিডেন্টের অবস্থান জনসমক্ষে তুলে ধরাই এ পদের প্রধান কাজ।- এএফপি

সোনালী এক্সচেঞ্জে বিজনেস প্রমোশনাল ক্যাম্পেইন শুরু

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের প্রধান বাণিজ্যিক ব্যাংক সোনালী ব্যাংকের সাবসিডিয়ারীপ্রতিষ্ঠান সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পনী ইনক প্রবাসী বাংলাদেশী সেবার মান আরো বৃদ্ধি করতে শুরু করেছে 'বিজনেসপ্রমোশনাল ক্যাম্পেইন'। প্রতিষ্ঠানটির জ্যামাইকা শাখা থেকে শুরু হয়েছে এই ক্যাম্পেইন। গত মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) মাসব্যাপী এই ক্যাম্পেইন-এর উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট ও সিইও মোহাম্মদ মহসিন কবীর। এসময় সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পনী ইনক ম্যানেজার এমরান হোসেন ভূইয়া, সিনিয়র অফিসার মনিউর রহমান ও কর্মকর্তা সৈয়দা আর মনসুর উপস্থিত ছিলেন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পনী ইনক প্রেসিডেন্ট ও সিইও মোহাম্মদ মহসিন কবীর মঙ্গলবার ইউএনএ প্রতিনিধির সাথেআলাপকালে জানান, সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পনী তার কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেশে অর্থ প্রেরণে বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠানে পরিণতহয়েছে। প্রবাসীদের কথা ভেবে বিশেষ করে গ্রাহক সেবা আরো বাড়াতে অক্টোবর মাসব্যাপী 'বিজনেস প্রমোশনালক্যাম্পেইন' শুরু হলো। তিনি বলেন, বিশেষ করে অ্যাপসের মাধ্যমে অর্থ প্রেরণে প্রবাসীদের উদ্বুদ্ধ করাও এইক্যাম্পেইন-এর অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কেননা, অ্যাপসের মাধ্যমে সহজেই ঘরে বসে দেশে অর্থ প্রেরণ সম্ভব। এতেসময়ও বাঁচবে আবার দ্রুত অর্থ প্রেরণ করা যাবে। কাটা যাবে না বাড়তি অর্থ। এছাড়াও সোনালী এক্সচেঞ্জ'র মাধ্যমে বন্ড ক্রয় সহ বিভিন্ন সুবিধা রয়েছে।

মোহাম্মদ মহসিন কবীর বলেন, সোনালী এক্সচেঞ্জ'র জ্যামাইকা শাখার মাধ্যমে 'বিজনেস প্রমোশনাল ক্যাম্পেইন' শুরুহলো। পর্যায়ক্রমে নিউইয়র্কের আরো ৫টি শাখা এবং নিউজার্সী, লস এঞ্জেলেস ও জর্জিয়া রাজ্যের আটলান্টা শাখায়'বিজনেস প্রমোশনাল ক্যাম্পেইন'-এর কার্যক্রম চলবে। প্রেসিডেন্ট ও সিইও মোহাম্মদ মহসিন কবীর গত মঙ্গলবার (০৬ অক্টোবর) সকাল থেকে অপরাহ্ন পর্যন্ত জ্যামাইকা শাখায় অবস্থান করেন এবং আগত গ্রাহকদের সাথে সরাসরি কথা বলেন এবং তাদের সেবার কথা জানান। এছাড়াও তিনি জ্যামাইকা শাখারকর্মর্তাদের নিয়ে 'ওয়ান টু ওয়ান' কথা বলে গ্রহক সেবা আরো বৃদ্ধির আহবান জানান।

উল্লেখ্য, সোনালী এক্সেচেঞ্জের মাধ্যমে বছরব্যাপী স্বজনদের কাছে অর্থ প্রেরণ করেছেন প্রবাসী বাংলাদেশীরা। বিশেষকরে দুই ঈদের সময় রেকর্ড পরিমান অর্থ প্রেরণ করে থাকেন প্রবাসীরা। খবর ও ছবি: ইউএনএ

যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে আসন হারানোর ঝুঁকিতে

৭ পৃষ্ঠার পর

রিপাবলিকানদের দখলে থাকা অন্তত চারটি আসন জিততে হবে এবং নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ আসনগুলো ধরে রাখতে হবে। সিএনএনের বিশ্লেষণে উত্তর ক্যারোলাইনাকে ডেমোক্র্যাটদের জন্য সবচেয়ে সম্ভাবনাময় স্টেট হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে সাবেক ডেমোক্র্যাট গভর্নর রয় কুপার রিপাবলিকান প্রার্থী মাইকেল হোয়াটলির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। গত মাসে প্রকাশিত এলন ইউনিভার্সিটি ও ইউগভের এক জরিপে সম্ভাব্য ভোটারদের মধ্যে কুপার ১১ শতাংশ পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন। ওহাইওতেও ডেমোক্র্যাটদের সম্ভাবনা বেড়েছে। সাবেক সিনেটর শেরড ব্রাউন রিপাবলিকান সিনেটর জন হাস্টেডের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে নিউইয়র্ক টাইমস ও সিয়েনা ইউনিভার্সিটির এক জরিপে ব্রাউন ৪৯ শতাংশ এবং হাস্টেড ৪৬ শতাংশ সমর্থন পেয়েছিলেন। আলাস্কায় ডেমোক্র্যাট প্রার্থী মেরি পেলটোলা এবং রিপাবলিকান সিনেটর ড্যান সুলিভানের লড়াইও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। টেক্সাসে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জেমস টালারিকো ও রিপাবলিকান কেন প্যাক্সটনের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও এবারের নির্বাচনে বিশেষ নজর কাড়ছে। তবে এসব জরিপের ফল নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল নিশ্চিত করে না।

সিএনএনের বিশ্লেষণে মেইন, মিশিগান, আইওয়া ও নিউ হ্যাম্পশায়ারকেও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কানসাসে রিপাবলিকান সিনেটর রজার মার্শালের বিরুদ্ধে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী অ্যাডাম হ্যামিলটনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নতুন করে আলোচনায় এসেছে। এই স্টেটটিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ১৬ শতাংশ পয়েন্টের ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন। এমন রাজনৈতিক বাস্তবতায় ডেমোক্র্যাটদের জন্য আসনটি জয় করা কঠিন হলেও সাম্প্রতিক জরিপে প্রতিযোগিতা কাছাকাছি অবস্থানে পৌঁছেছে। ডেমোক্র্যাটদের সম্ভাবনা বাড়ার পেছনে জীবনযাত্রার ব্যয়, অর্থনীতি নিয়ে অসন্তোষ এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জনসমর্থন কমে যাওয়ার বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়েছে সিএনএন। প্রতিবেদনে সিএনএনের জনমত জরিপগুলোর সমন্বিত হিসাবে ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন ৩৪ শতাংশে নেমে আসার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে নির্বাচনের শেষ পর্যায়ে রিপাবলিকানদের বিজ্ঞাপন প্রচারে বেশি অর্থ ব্যয়ের সক্ষমতা ডেমোক্র্যাটদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। বিজ্ঞাপন পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাডইমপ্যাক্টের তথ্য অনুযায়ী, অক্টোবরের শুরু থেকে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ১০টি সিনেট আসনের মধ্যে আটটিতে রিপাবলিকানদের বিজ্ঞাপন ব্যয় ডেমোক্র্যাটদের চেয়ে বেশি হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। জর্জিয়ার সিনেট নির্বাচনও এই লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ডেমোক্র্যাট সিনেটর জন অসফ রিপাবলিকান প্রতিনিধি মাইক কলিন্সের বিরুদ্ধে নিজের আসন ধরে রাখার লড়াই করছেন। সিএনএনের বিশ্লেষণে অসফকে তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থানে দেখা হয়েছে। স্টেটটিতে ডেমোক্র্যাটদের বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যয়ও রিপাবলিকানদের চেয়ে বেশি হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। আগামী ৩ নভেম্বরের নির্বাচনে সিনেটের নিয়ন্ত্রণ কোন দলের হাতে থাকবে, তা নির্ধারণে এসব অঙ্গরাজ্যের ফল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

GLOBAL MULTI SERVICES, INC
IRS e-file
INCOME TAX
IMMIGRATION
ACCOUNTING
TAX AUDIT
BUSINESS SETUP
TRAVELS
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
তারেক হাসান খান, সিইও
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA | CMA | CFM
Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
Individual Income Tax
Business Income Tax
Non-Profit Tax Return
Accounting & Bookkeeping
Retirement and Investment Planning
Tax Resolution (Individual & Business)
F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes
NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!
BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!
Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888

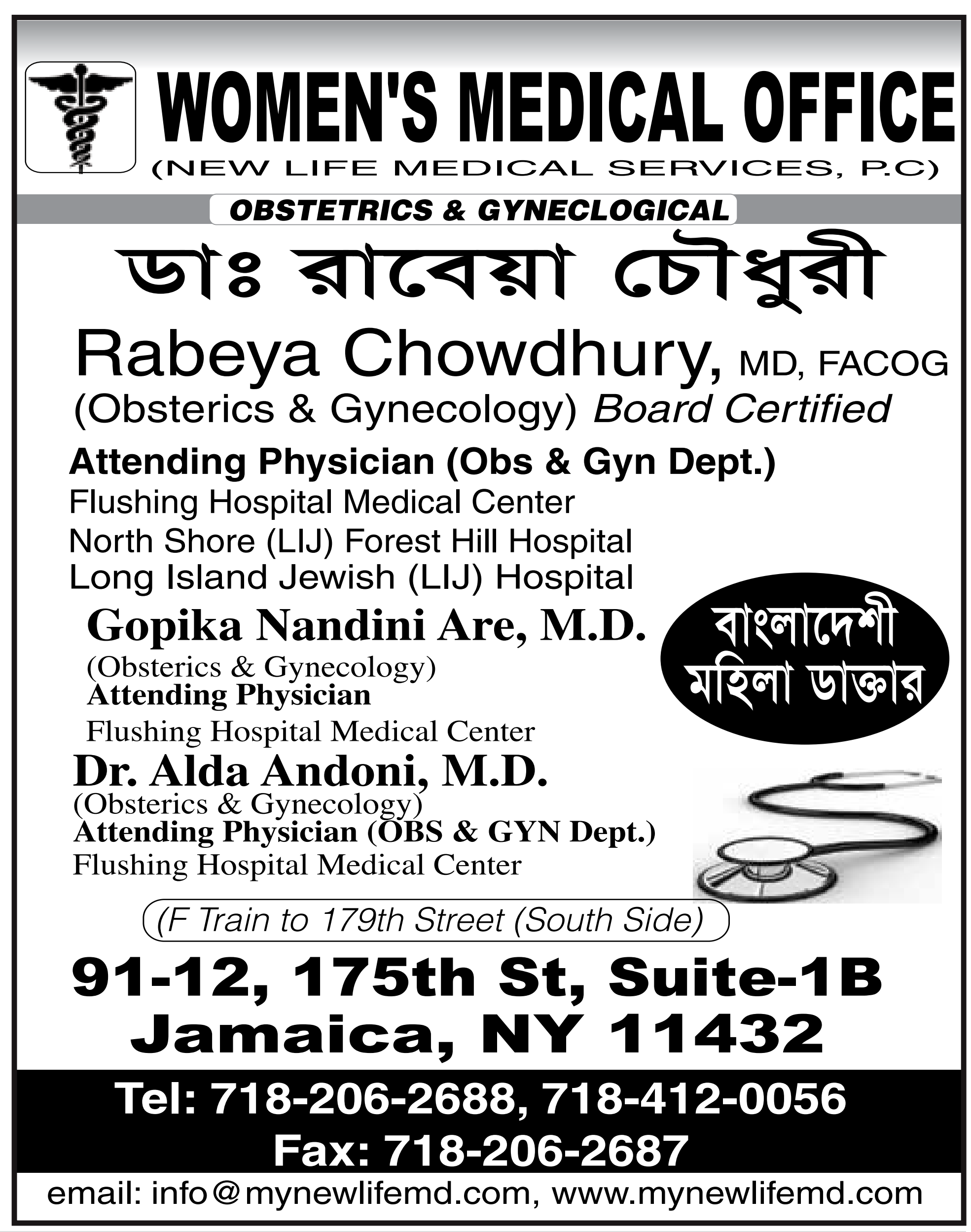
WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL
ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital
Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
(F Train to 179th Street (South Side)
91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry
স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100
ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991
Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্মাননা পেলেন ইলন মাস্কসহ ছয় উদ্ভাবক

৮ পৃষ্ঠার পর

আনুষ্ঠানিক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই ছয় উদ্ভাবকের অবদানকে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত নেতৃত্বের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

জাতীয় বিজ্ঞান পদক পেলেন যাঁরা:

১. ইলন মাস্ক (Elon Musk) : মহাকাশ গবেষণা, প্রকৌশল, যোগাযোগব্যবস্থা এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে অবদানের জন্য ইলন মাস্ককে জাতীয় বিজ্ঞান পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

স্পেসএক্সের মাধ্যমে পুনর্ব্যবহারযোগ্য রকেট প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং মহাকাশযাত্রার ব্যয় কমানোর প্রচেষ্টায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মাস্ককে আধুনিক যুগের টমাস এডিসনের সঙ্গে তুলনা করেন।

২. সের্গেই ব্রিন (ঝবৎমবু ইৎরহ) : গুগলের সহপ্রতিষ্ঠাতা সের্গেই ব্রিনকে তথ্য অনুসন্ধান ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণের মৌলিক প্রযুক্তি উন্নয়নে অবদানের জন্য সম্মানিত করা হয়েছে।

তাঁর গবেষণা ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ইন্টারনেটে তথ্য খোঁজার পদ্ধতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে।

আজ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ যে সহজে অনলাইনে প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে পান, তার পেছনে ব্রিনের প্রযুক্তিগত অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩. জেনসেন হুয়াং (Jensen Huang) : এনভিডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী জেনসেন হুয়াংকে গ্রাফিকস প্রসেসিং ইউনিট বা জিপিইউ প্রযুক্তির উন্নয়নে অসামান্য অবদানের জন্য জাতীয় বিজ্ঞান পদক দেওয়া হয়েছে।

একসময় মূলত কম্পিউটার গেমসের গ্রাফিকস তৈরিতে ব্যবহৃত জিপিইউ এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং অত্যন্ত জটিল হিসাব-নিকাশের অন্যতম প্রধান প্রযুক্তি।

এনভিডিয়ার উন্নত চিপ বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্রযুক্তির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৪. লিসা সু (Lisa Su) : এএমডির প্রধান নির্বাহী লিসা সু সেমিকন্ডাক্টর প্রকৌশল, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার এবং উন্নত প্রসেসর তৈরিতে অবদানের জন্য এই সম্মাননা পেয়েছেন।

বিশেষ করে তাঁর নেতৃত্বে উন্নত প্রসেসর ও চিপলেট প্রযুক্তির বিকাশ অত্যন্ত শক্তিশালী সুপারকম্পিউটার নির্মাণে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

বিশ্বের প্রথম এক্সাস্কেল সুপারকম্পিউটার তৈরিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গেও তাঁর অবদান যুক্ত রয়েছে।

প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে জাতীয় পদক পেলেন দুজন:

৫. মাইকেল ডেল (Michael Dell): ডেল টেকনোলজিসের প্রতিষ্ঠাতা মাইকেল ডেলকে ব্যক্তিগত কম্পিউটার ও প্রাতিষ্ঠানিক কম্পিউটিং প্রযুক্তির প্রসার এবং বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি ব্যবসা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবদানের জন্য সম্মানিত করা হয়েছে।

কম্পিউটারকে সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য করে তোলা এবং আধুনিক প্রযুক্তি অবকাঠামো সম্প্রসারণে তাঁর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে হোয়াইট হাউস।

৬. সত্য নাদেলা (Satya Nadella) : মাইক্রোসফটের প্রধান নির্বাহী সত্য নাদেলাকে ক্লাউড কম্পিউটিং, বৃহৎ প্রযুক্তি অবকাঠামো এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য জাতীয় প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

তাঁর নেতৃত্বে মাইক্রোসফট ক্লাউড কম্পিউটিং ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি করেছে।

বিশেষ করে বিপুল পরিমাণ তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটিং অবকাঠামো নির্মাণে তাঁর অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

ছয় বিজয়ীর পাঁচজনই বিদেশে জন্মগ্রহণকারী

এবারের সম্মাননা অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো, ছয়জন বিজয়ীর মধ্যে পাঁচজনের জন্ম যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে।

ইলন মাস্ক দক্ষিণ আফ্রিকায়, সের্গেই ব্রিন রাশিয়ায়, জেনসেন হুয়াং ও লিসা সু তাইওয়ানে এবং সত্য নাদেলা ভারতে জন্মগ্রহণ করেন।

অন্যদিকে মাইকেল ডেলই একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে এসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার এই ঘটনা মার্কিন উদ্ভাবনী ব্যবস্থায় অভিবাসী মেধার অবদানকে নতুন করে সামনে এনেছে।

বিশেষ করে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত শিক্ষায় বিদেশে জন্মগ্রহণকারী গবেষক এবং উদ্যোক্তাদের অবদান যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

কী এই জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পদক?

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিজ্ঞান পদক বা National Medal of Science দেশটির বিজ্ঞান ও প্রকৌশল ক্ষেত্রে অন্যতম সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা।

১৯৬৩ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিজ্ঞান গবেষণায় অসামান্য অবদানের জন্য এই পদক প্রদান করে আসছেন।

অন্যদিকে ১৯৮৫ সালে প্রথম প্রদান করা হয় ঘধঃরড়হধষ গবফধষ ড়ভ ঞবপযহড়ষড়মু ধহফ ওহহড়াধঃরড়হ।

প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং মানুষের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই পদক দেওয়া হয়।

এই দুই সম্মাননার উদ্দেশ্য কেবল ব্যক্তিগত সাফল্যের স্বীকৃতি দেওয়া নয়; বরং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে সমাজ ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা ব্যক্তিদের অবদানকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মানিত করা।

যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞান গবেষণায় ৬ বিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ উদ্যোগ

সম্মাননা প্রদানের পাশাপাশি ট্রাম্প প্রশাসন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায় ৬ বিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ ও সহায়তার নতুন উদ্যোগ ঘোষণা করেছে।

এই উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার, বেসরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় এবং দাতব্য সংস্থাগুলো অংশ নিচ্ছে।

ঘোষিত পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্প্রসারণ, তরুণ বিজ্ঞানীদের সহায়তা, উন্নত কম্পিউটিং অবকাঠামো নির্মাণ এবং নতুন গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

হোয়াইট হাউসের পৃথক তথ্যবিবরণী অনুযায়ী, বিজ্ঞান গবেষণায় উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের সুযোগ বাড়াতে বিভিন্ন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রায় ২৪০ কোটি ডলারের প্রযুক্তিগত সহায়তা ও কম্পিউটিং সুবিধার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে।

তবে ঘোষিত অর্থের সবটাই সরাসরি সরকারি অনুদান নয়; এর মধ্যে বেসরকারি অংশীদারদের প্রতিশ্রুত সহায়তাও রয়েছে।

অভিবাসী মেধার স্বীকৃতির মধ্যেই অভিবাসননীতি নিয়ে বিতর্ক

এই সম্মাননা অনুষ্ঠানের দিনেই ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন ও বিদেশি কর্মী নিয়োগনীতি নিয়ে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়।

মাইক্রোসফটসহ কয়েকটি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের কর্মসংস্থানভিত্তিক স্থায়ী অভিবাসন অনুমোদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ সাময়িক স্থগিত করার ঘোষণা দেয় মার্কিন শ্রম বিভাগ।

একই দিনে মাইক্রোসফটের প্রধান নির্বাহী সত্য নাদেলাকে জাতীয় প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন পদক প্রদান করা হয়।

এতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি খাতে বিদেশি মেধার গুরুত্ব এবং প্রশাসনের কঠোর অভিবাসননীতির মধ্যকার টানাপোড়েন নতুন করে আলোচনায় আসে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ

অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্রকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিশ্বনেতৃত্ব ধরে রাখতে হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মহাকাশ গবেষণা, উন্নত কম্পিউটিং এবং নতুন প্রযুক্তির বিকাশকে তিনি প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার হিসেবে তুলে ধরেন।

হোয়াইট হাউসের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনীতি কার্যালয়ের পরিচালক মাইকেল ক্র্যাটসিওস বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিতে ব্যক্তিগত সৃজনশীলতা, মেধা এবং উদ্ভাবনী নেতৃত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তাঁর মতে, সম্মাননাপ্রাপ্ত ছয়জন উদ্ভাবক ভবিষ্যতের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ভিত্তি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নতুন প্রজন্মের জন্য বার্তা

যুক্তরাষ্ট্রের এই রাষ্ট্রীয় সম্মাননা শুধু ছয়জন সফল প্রযুক্তি উদ্যোক্তার অর্জনের স্বীকৃতি নয়; এটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নতুন প্রজন্মের সম্ভাবনার কথাও সামনে নিয়ে এসেছে।

বিশেষ করে বাংলাদেশিসহ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত অভিবাসী পরিবারের তরুণ প্রজন্মের জন্য ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ।

কারণ এবারের ছয় সম্মাননাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পাঁচজনই যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁদের সাফল্য দেখিয়েছে, আন্তর্জাতিক মেধা ও গবেষণার সুযোগ একত্র হলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বড় ধরনের অগ্রগতি সম্ভব। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠে আসা এই উদ্ভাবকদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আবারও মনে করিয়ে দিল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় মেধা, গবেষণা এবং সৃজনশীলতার কোনো ভৌগোলিক সীমানা নেই।

তথ্যসূত্র: হোয়াইট হাউস, ৮ অক্টোবর ২০২৬; রয়টার্স এবং আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম।

যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সহায়তার

৭ পৃষ্ঠার পর

এর মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা খাতে ৭৩১ কোটি ডলার, স্বাস্থ্য খাতে ১ হাজার ৯৩ কোটি ডলার, মানবিক সহায়তায় ৮৯৯ কোটি ডলার এবং অন্যান্য খাতে ২ হাজার ৭ কোটি ডলার ব্যয় করা হয়েছে।

রাশিয়ার সঙ্গে চলমান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সহায়তার সবচেয়ে বড় গ্রহীতা ইউক্রেন।

২০২৫ অর্থবছরে দেশটির জন্য মোট অর্থছাড়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ৬.৭০ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে প্রায় ৫.৬৯ বিলিয়ন ডলার ছিল সামরিকবহির্ভূত সহায়তা এবং প্রায় ১.০১ বিলিয়ন ডলার সামরিক সহায়তা।

তবে কোনো অর্থবছরে অর্থছাড়ের পরিমাণ দিয়ে ওই বছর নতুন করে অনুমোদিত সহায়তার পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় না। আগের অর্থবছরে অনুমোদিত অর্থও পরবর্তী সময়ে ছাড় হতে পারে। তাই ইউক্রেনের জন্য ২০২৫ অর্থবছরের মোট অর্থছাড়কে পুরোপুরি ওই বছরের নতুন সহায়তা হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক হবে না।

২০২৫ অর্থবছরে ইসরায়েলকে প্রায় ৩.৩২ বিলিয়ন ডলার সহায়তা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এর ৯৯ দশমিক ৮ শতাংশই ছিল সামরিক সহায়তা।

অন্যদিকে, জর্ডান পেয়েছে প্রায় ১.৬৫ বিলিয়ন ডলার। দেশটির জন্য বরাদ্দ সহায়তার প্রায় ৭৪ শতাংশ ছিল সামরিকবহির্ভূত।

যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সহায়তার শীর্ষ ১০ গ্রহীতার মধ্যে সাতটি দেশই আফ্রিকার।

তালিকায় চতুর্থ স্থানে থাকা ইথিওপিয়া পেয়েছে প্রায় ৯২ মিলিয়ন ডলার। এরপর গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র পেয়েছে ৭৫ মিলিয়ন ডলার, নাইজেরিয়া ৭৩ মিলিয়ন ডলার, সুদান ৭১ মিলিয়ন ডলার, কেনিয়া ৬৫ মিলিয়ন ডলার, মোজাম্বিক ৫৮ মিলিয়ন ডলার এবং উগান্ডা ৫১ মিলিয়ন ডলার।

তালিকায় আরও রয়েছে দক্ষিণ সুদান, সোমালিয়া, পশ্চিম তীর ও গাজা, কলম্বিয়া, তানজানিয়া, লেবানন, আফগানিস্তান, জাম্বিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রকাশিত পরিসংখ্যানে বাংলাদেশ ২০তম স্থানে রয়েছে। ২০২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রায় ৩৯.৪০ লক্ষ ডলার বৈদেশিক সহায়তা পেয়েছে।

মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের চেষ্টা ব্যর্থ, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন ক্রিস্টা পাইক

৮ পৃষ্ঠার পর

থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি হিসেবে পাইকই সম্ভবত একমাত্র।

বুধবার (০৭ অক্টোবর) আদালতের শুনানিতে টেনেসি স্টেট সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল উইল আয়ার্স বিচারককে জানান, পাইকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হবে কি না, সে বিষয়ে স্টেট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত তিনি জানেন না। শুনানিতে, বিচারক, ব্যর্থ মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব প্রমাণ সংরক্ষণের নির্দেশও দেন। ভবিষ্যতে স্টেট সরকারের বিরুদ্ধে কোনো মামলা হলে এসব প্রমাণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

একটি হত্যাকাণ্ডের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হন ক্রিস্টা পাইক। ১৯ বছর বয়সী কোলিন স্লেমারকে নির্যাতন-পিটিয়ে হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন তিনি। ঘটনার সময় পাইকের বয়স ছিল ১৮ বছর। তৎকালীন প্রেমিক টাডারিল শিপের সঙ্গে মিলে স্লেমারকে হত্যা করেন পাইক। নিম্ন আয়ের তরুণদের জন্য আয়োজিত একটি কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ শিবিরে তাদের পরিচয় হয়েছিল বলে জানা গেছে।

হত্যাকাণ্ডের পর পাইককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং এরপর থেকে প্রায় তিন দশক ধরে তিনি কারাগারে রয়েছেন। গত ৩০ সেপ্টেম্বর, মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের চেষ্টার সময় প্রাণঘাতী ইনজেকশন দেওয়ার পর অচেতন হয়ে পড়েন পাইক। পরে তাকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। কয়েক দিন পর জ্ঞান ফিরে এলে মঙ্গলবার (০৬,অক্টোবর) আবার কথা বলতে শুরু করেন তিনি।

তার আইনজীবীদের ভাষ্য অনুযায়ী, জ্ঞান ফেরার পর পাইকের প্রথম প্রশ্ন ছিল, আমি কোথায়? এরপর তিনি জানতে চান, আপনি কে?

মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের চেষ্টা কেন ব্যর্থ হয়েছে, তা এখনো জানায়নি টেনেসি সংশোধন বিভাগ। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, শিরায় ওষুধ প্রবেশের নল সঠিকভাবে স্থাপন না করায় ওষুধ রক্তপ্রবাহে না গিয়ে শরীরের টিস্যুতে জমা হয়েছিল। পাইকের আইনজীবীরাও আদালতে দাখিল করা নথিতে নল স্থাপনে ত্রুটির অভিযোগ করেছেন।

এদিকে এ ঘটনার পর চলতি বছরে নির্ধারিত অন্য মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের তারিখ স্থগিত করে ঘটনার পর্যালোচনার নির্দেশ দিয়েছেন টেনেসির গভর্নর বিল লি। একইসঙ্গে স্টেটের কারা বিভাগের প্রধান পদত্যাগ করেছেন।

- এএফপি

নিম্নমানের যাত্রীসেবায় ক্ষুণ্ন হচ্ছে

২০ পৃষ্ঠার পর

রয়েছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বসার ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তা ও ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়ার ধীরগতির মতো বিষয়।

সমস্যাটি নিছক ভোগান্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অনেক দর্শনার্থীর জন্যই এই বিমানবন্দর বাংলাদেশের প্রথম অভিজ্ঞতা। ফলে এখানে নিম্নমানের সেবা তাদের মনে দেশের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী নেতিবাচক ধারণা তৈরি করতে পারে।

গত ১ অক্টোবর বিষয়টি ব্যাপকভাবে সামনে আসে। সেদিন ওমরাহ পালন শেষে দেশে ফিরে ট্রাভেল কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ও ডেন্টিস্ট ডা. ওরাকাতুল জান্নাত তার ভোগান্তির কথা তুলে ধরেন। সকাল ৯টার কিছুক্ষণ আগে তার ফ্লাইট অবতরণ করে। কিন্তু একটি ট্রলির জন্য তাকে ৩০ থেকে ৪০ মিনিট অপেক্ষা করতে হয়। আর লাগেজ হাতে পান বেলা সাড়ে ১১টার দিকে- অর্থাৎ বিমান অবতরণের প্রায় তিন ঘণ্টা পর।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করা এক ভিডিওতে তিনি দীর্ঘ লাইন, বসার পর্যাপ্ত জায়গার অভাব এবং বয়স্ক যাত্রী ও শিশুদের কষ্টের কথাও বর্ণনা করেন।

তবে তার এই অভিজ্ঞতা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। মদিনা থেকে আসা বিজি৩৩৮ ফ্লাইটের ওমরাহ যাত্রীরা তাদের লাগেজ ও জমজমের পানির জন্য প্রায় তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করেছেন বলে অভিযোগ ওঠে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পরে এই বিলম্বের কারণে বিরোধী দলের চারজন সংসদ সদস্য বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাবেক সংসদ সদস্য ও জামায়াত নেতা মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান ও শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এস এম রাগীব সামাদের মধ্যে বাগবিতণ্ডা হয়। পরে এর জেরে মেজর (অব.) আখতারুজ্জামানকে গ্রেপ্তারও করা হয়।

এভিয়েশন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসব সমস্যা কেবল দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই।

সাবেক এয়ারলাইন কর্মকর্তা ও এভিয়েশন বিশেষজ্ঞ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ টি এম নজরুল ইসলাম বলেন, 'একজন যাত্রী হয়তো উড়োজাহাজের ধরন বা ফ্লাইট নম্বর ভুলে যেতে পারেন। কিন্তু কোনো যাত্রীকে যদি লাগেজ পেতে বা একটি ট্রলি খুঁজতে অকারণে দীর্ঘ সময় পার করতে হয়, তবে সেই ভোগান্তি বাংলাদেশে পৌঁছানোর স্থায়ী স্মৃতি হয়ে থাকতে পারে।'

তিনি আরও বলেন, যোগাযোগ সম্প্রসারণে বাংলাদেশ শত শত কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে। তবে এই বিনিয়োগের পাশাপাশি যাত্রীদের ভালো অভিজ্ঞতার দিকেও সমানভাবে জোর দেওয়া উচিত।

বিমানবন্দরটি কি ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি কাজ করছে?

বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে প্রতিদিন ৩০ থেকে ৩৬টি এয়ারলাইন্স প্রায় ১৪০ থেকে ১৬০টি ফ্লাইট পরিচালনা করে। এসব ফ্লাইটে প্রতিদিন প্রায় ৩০ থেকে ৩৬ হাজার যাত্রী যাতায়াত করেন।

কর্মকর্তারা বলছেন, বিশেষ করে ব্যস্ত (পিক) সময়ে সুষ্ঠু সেবা বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত জনবল ও সরঞ্জাম নেই। সকাল ৮টা থেকে দুপুর পর্যন্ত দেশে আসা যাত্রীদের ভিড় সবচেয়ে বেশি থাকে। অন্যদিকে, সন্ধ্যা ৭টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত দেশ ছাড়ার অপেক্ষায় থাকা যাত্রীদের চাপ থাকে সর্বোচ্চ। এই ব্যস্ত সময়ে একইসাথে ১০-১২টি ফ্লাইট অবতরণ করতে পারে, যার মাধ্যমে একসঙ্গে ২ হাজার ৬০০ থেকে ৩ হাজার ২০০ যাত্রী টার্মিনালে প্রবেশ করেন। এমন পরিস্থিতিতে উড়োজাহাজ থেকে ব্যাগেজ নামিয়ে যাত্রীদের হাতে পৌঁছে দিতে দুই ঘণ্টারও বেশি সময় লেগে যায়।

বিমানবন্দরটিতে যাত্রীদের জন্য মোট ৪ হাজার ১৯০টি ট্রলি রয়েছে। এর মধ্যে ৩ হাজার ৫২৭টি ব্যবহারযোগ্য। বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরিতে আরও ৫০০ ট্রলির অর্ডার দেওয়া হয়েছে, যা ৩০ নভেম্বরের মধ্যে পাওয়ার কথা রয়েছে।

ঢাকা বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এস এম রাগীব সামাদ বলেন, ব্যাগেজ সরবরাহে গতি আনতে গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ের দায়িত্বে থাকা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সকে আরও বেশি হেল্পার মোতায়েন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, 'ব্যাগেজ সরবরাহে দেরি হলে ট্রলি পুনরায় ব্যবহারের জন্য পেতেও বিলম্ব ঘটে। কারণ তখন ট্রলি প্রত্যাশিত সময়ের চেয়ে অনেক বেশি সময় ধরে যাত্রীদের কাছে আটকে থাকে।'

ট্রলি যাতে দ্রুত আবার ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে ফিরে আসে, তা তদারকি করতে বিমানবন্দরে একজন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, শাহজালাল বিমানবন্দর তার প্রকৃত ধারণক্ষমতার বাইরে গিয়ে পরিচালিত হচ্ছে কি না, এখন সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা জরুরি।

শুধু রানওয়ে, এয়ারক্রাফট পার্কিং স্ট্যান্ড ও ফ্লাইটের ওঠানামা দিয়ে কোনো বিমানবন্দরের সক্ষমতা পুরোপুরি বোঝানো যায় না। কারণ একদিকে দেশে আসা যাত্রীদের ইমিগ্রেশন শেষ করে ব্যাগেজ সংগ্রহ করে টার্মিনাল থেকে বের হতে হয়; অন্যদিকে ঠিক একই সময়ে দেশ ছাড়ার অপেক্ষায় থাকা যাত্রীরাও টার্মিনালে প্রবেশ করেন। এমনও হতে পারে যে রানওয়েতে জায়গা ফাঁকা আছে, কিন্তু ইমিগ্রেশন, নিরাপত্তা তল্লাশি, ব্যাগেজ ব্যবস্থাপনা ও টার্মিনালের অন্যান্য সুবিধা অতিরিক্ত যাত্রীর চাপে ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। তাই কোনো ধরনের জটিলতা সৃষ্টি না করেই এসব ব্যবস্থাপনা ও গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং কর্মীরা অতিরিক্ত ফ্লাইটের চাপ সামলাতে পারবেন কি না, তা কর্তৃপক্ষকে মূল্যায়ন করতে হবে। তা না হলে একের পর এক বিলম্ব ঘটতে থাকবে, যা উড়োজাহাজের ফিরতি যাত্রায় (টার্নঅ্যারাউন্ড) বিঘ্ন ঘটাবে, কর্মীদের ওপর অতিরিক্ত চাপ ফেলবে এবং যাত্রীদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে রাখবে। ওই বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) কর্মকর্তা পিক সময়ের দিকে বিশেষ নজর দিয়ে পূর্ণাঙ্গ সক্ষমতা মূল্যায়নের আহ্বান জানান।

স্বাস্থ্যবীমা জালিয়াতির চক্র: যুক্তরাষ্ট্রে

৬৬ পৃষ্ঠার পর

এর আগে রোগী পরিবহনের ১৬ লাখ ডলারের ভুয়া বিল জমা দেওয়ার অভিযোগে নিউ ইয়র্কের ক্লিফটন এলাকা থেকে জাবেদ চৌধুরী (৪৪) এবং জুনায়েদ চৌধুরী (৪৫) নামের দুই ভাইকে গ্রেপ্তার করে এফবিআই।

নিউ ইয়র্ক স্টেট কম্পট্রোলার থমাস পি ডিনাপোলি বলেন, 'এওয়ান রাইডস ইনকরপোরেটেড', 'এনওয়াই জেট ট্রান্সপোর্ট ইনকরপোরেটেড' এবং 'রাইড টু রিকভারি করপোরেশন' নামের তিনটি কোম্পানির মাধ্যমে তারা চলতে অক্ষম রোগীদের পরিবহনের ভুয়া বিল করতেন।

গ্রেপ্তারের পর তারা দোষ স্বীকার করে আত্মসাৎ করা পুরো অর্থ সরকারি কোষাগারে ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আগামী ৪ ডিসেম্বর তাদের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার কথা রয়েছে।

নিউ ইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটস, জ্যামাইকা ও ব্রুকলিন এলাকার অন্তত তিনজন বাংলাদেশি চিকিৎসকের লাইসেন্স এর আগে জালিয়াতির দায়ে বাতিল করা হয়েছে এবং তাদের মোটা অঙ্কের জরিমানা করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ও অনেক চিকিৎসক রোগী না দেখেই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে বিল তুলেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে, যার তদন্ত এখনো চলছে।

কীভাবে ফাঁদে পড়ছেন রোগীরা

স্বল্প ও মাঝারি আয়ের অনেক বাংলাদেশি স্টেট স্বাস্থ্য দপ্তরের দেওয়া হেলথ ইন্স্যুরেন্স বা মেডিকেইড সুবিধা পান।

ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো কয়েক সপ্তাহ পরপর রোগীর কাছে 'ইওবি' বা এক্সপ্লেনেশন অব বেনিফিট নামের একটি বিবরণী পাঠায়। সেখানে কোন চিকিৎসকের কাছে কবে যাওয়া হয়েছে এবং কত বিল পরিশোধ করা হয়েছে, তার বিস্তারিত লেখা থাকে।

অনেক রোগী এই বিবরণী মনোযোগ দিয়ে পড়েন না, আর এই সুযোগটিই কাজে লাগান অসাধু চিকিৎসকরা। অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর থেকে রোগীদের এই ইওবি মনোযোগ দিয়ে পড়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে জালিয়াতি

ইউএস অ্যাটর্নি কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫টি অঙ্গরাজ্যে সংঘবদ্ধভাবে শত শত রোগীর নামে ভুয়া বিল জমা দেওয়ার এই ঘটনা ঘটেছে।

মূলত কোভিড-১৯ মহামারী পরবর্তী সময়ে আমেরিকান করদাতাদের এই বিপুল পরিমাণ অর্থ লুট করা হয়।

তদন্তকারীরা বলছেন, স্বাস্থ্যবীমা থেকে আত্মসাৎ করা অর্থে আসামিরা বিলাসবহুল বাড়ি ও দামি গাড়ি কিনেছেন।

নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস এবং স্টেট কম্পট্রোলার ডিনাপোলি কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, স্বাস্থ্যসেবা খাতের সুযোগ নিয়ে যারা জালিয়াতি করবে, তাদের কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।

স্বাস্থ্যবীমা নিয়ে প্রতারণায় জড়িত চিকিৎসক বা ফার্মেসির তথ্য জানাতে ৮০০-৭৭১-৭৭৫৫ নম্বরে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানিয়েছে অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়। জরুরি প্রয়োজনে ৯১১-এ কল করেও অভিযোগ জানানো যাবে। - বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম নিউজ সার্ভিস

'সমকামী সেজে' যুক্তরাজ্যে আশ্রয়ের

২০ পৃষ্ঠার পর

বিরুদ্ধে সাজানো ছবি এবং জাল নথিপত্রসহ মনগড়া প্রমাণের জন্য অভিবাসীদের কাছ থেকে সাড়ে চার হাজার পাউন্ড পর্যন্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ আনা হয়েছে।

ব্রিটিশ ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদেরও ধারণা, গ্রেপ্তারকৃতরা কয়েক ডজন বাংলাদেশি পুরুষের আশ্রয় আবেদনে সহায়তা করেছেন। এই বাংলাদেশিরা দাবি করেছিলেন, দেশে ফিরে গেলে তাদের প্রাণনাশের শঙ্কা রয়েছে।

বিবিসির খবরে বলা হয়, মঙ্গলবার (০৬ অক্টোবর) লন্ডনের বিভিন্ন ঠিকানা থেকে জালিয়াতি এবং অভিবাসন সংক্রান্ত অপরাধের সন্দেহে প্রথমে ২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে ফোন, অলঙ্কার ও হাজার হাজার পাউন্ড নগদ অর্থও জব্দ করা হয়। নিজেদের সমকামী হিসেবে পরিচয় দিয়ে ভুয়া আশ্রয় প্রমাণে সহায়তা করত এ চক্রটি। একইদিন পরে যুক্তরাজ্যে অবৈধভাবে অবস্থানের সন্দেহে তৃতীয় আরেকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এর আগে চলতি বছরের শুরুতে বিবিসির এক অনুসন্ধানে উঠে আসে, যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন আইনি প্রতিষ্ঠান ও উপদেষ্টারা অভিবাসীদের আশ্রয় পাওয়ার চেষ্টায় সমকামী হিসেবে ভান করতে সাহায্য করছিল। ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অপরাধ তদন্ত বিভাগের আঞ্চলিক প্রধান ক্রিস ফস্টার বলেন, "মঙ্গলবারের গ্রেপ্তারটি পূর্বলন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল ভিত্তিক 'আপনজন' নামে একটি বাংলাদেশি "এলজিবিটি" বা সমকামী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত পৃথক কিছু ভুয়া আবেদনের ভিত্তিতে করা হয়েছে।

"আমাদের আশ্রয় আবেদন পর্যালোচনাকারী কর্মকর্তারা কিছু সন্দেহজনক আবেদনে একই ধরনের প্যাটার্ন বা মিল দেখতে পান, যা এই গোষ্ঠীটির বিষয়ে সন্দেহ বাড়ায়। এরপর গত কয়েক মাস ধরে অভিবাসন কর্মকর্তারা এ নিয়ে তদন্ত চালিয়ে আসছিলেন। আমাদের কাছে গোয়েন্দা তথ্য রয়েছে যে, তারা ভুয়া চিঠি ও নথিপত্র দিতে পারত এবং এর বিনিময়ে তারা এক হাজার থেকে সাড়ে ৪ হাজার পাউন্ড পর্যন্ত ফি দাবি করত। এর মধ্যে 'আপনজন' এর প্যাডে সমর্থনসূচক চিঠি, আবেদনকারীরা যে সমকামী, তা বোঝাতে সাজানো ছবি এবং আবেদনকারীদের সাথে বন্ধুত্ব বা সমকামী যৌন সম্পর্ক রয়েছে বলে দাবি করা ব্যক্তিদের স্বাক্ষর করা মিথ্যা চিঠিও অন্তর্ভুক্ত ছিল।"

অপরাধী চক্রের সঙ্গে যুক্ত শতাধিক আশ্রয়ের আবেদন এখন ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যালোচনা করছে।

ফস্টার বলেন, "কিছু ভুয়া আশ্রয়ের আবেদন নিঃসন্দেহে মঞ্জুর হয়ে যেত। কিন্তু অভিবাসন বিচারকরা এর আগে 'আপনজন' গ্রুপটির দেওয়া সাক্ষ্যপ্রমাণকে অবিশ্বস্ত বা বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে সমালোচনা করেছেন। তারা দেখেছেন, গোষ্ঠীটির অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার দাবি করা এক আবেদনকারী সাজানো ছবি জমা দিয়েছিলেন।"

ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র দপ্তর বলছে, রাজনৈতিক কারণে প্রাথমিকভাবে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর যেসব পুরুষ সমকামী হওয়ার ভিত্তিতে আশ্রয়ের আবেদন করতেন, তাদের জন্য এই গোষ্ঠীটি (আপনজন) প্রায়শই সুপারিশ করত। একটি ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি তার মূল আবেদনের নয় বছর পর পর্যন্ত নিজের যৌন পরিচয় প্রকাশ করেননি।

এই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে যে, তারা সেই একই কৌশল ব্যবহার করছে যা চলতি বছরের শুরুতে বিবিসির তদন্তে ফাঁস হওয়া উপদেষ্টারা ব্যবহার করেছিলেন।

ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র বিবিসিকে বলেছেন, ওই প্রতিবেদনের সঙ্গে সম্পর্কিত আশ্রয়ের আবেদনগুলো পর্যালোচনা করা অব্যাহত রয়েছে। এর ওপর ভিত্তি করে গত মে মাসে ২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

এপ্রিলে প্রকাশিত বিবিসির এক প্রতিবেদনে, তানিসা খান নামের এক উপদেষ্টা একজন ছদ্মবেশী সাংবাদিককে বলেছিলেন, তিনি গে ক্লাবের (পুরুষ সমকামীদের ক্লাব) ছবি এবং অন্যান্য সহায়ক প্রমাণসহ একটি 'বিস্তারিত প্যাকেজ' সরবরাহ করতে পারবেন। তিনি 'উস্টার এলজিবিটি' নামে একটি সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং প্রতিবেদকের মিথ্যা দাবির সমর্থনে প্রমাণ বাড়ানোর জন্য তাদের সেখানে যোগ দেওয়া উচিত বলে তিনি তাকে জানান।

তবে পূর্ব লন্ডনের বেকটনের একটি কমিউনিটি সেন্টারে গোষ্ঠীটির এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত পুরুষরা দাবি করেন, তারা কেউই আসলে সমকামী নন। তাদের একজন বলেন, "এখানে কেউই সমকামী নয়। এমনকি এদের এক শতাংশও সমকামী নয়। এমনকি দশমিক শূন্য এক শতাংশও সমকামী নয়।"

তদন্তে আরও প্রকাশ পেয়েছে, প্রতারণামূলক আশ্রয়ের আবেদনকে শক্তিশালী করার জন্য কীভাবে ভুয়া স্বাস্থ্যগত অবস্থা এবং ভুয়া খবরের ওয়েবসাইট ব্যবহার করা হচ্ছিল।

জালিয়াতি প্রকাশ হওয়ার পর 'উস্টার এলজিবিটি' গ্রুপটি বন্ধ হয়ে গেছে। এদিকে সমকামী সেজে আশ্রয়ের আবেদন ও এতে সহায়তার বিষয়টি প্রকাশ হওয়ার পর এর নিন্দা জানিয়েছে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাবানা মাহমুদ। তিনি বলেন, "যারা নিপীড়নের ভান করে, তারা ঘৃণারও অযোগ্য। একইসঙ্গে যারা প্রকৃত সুরক্ষাপ্রার্থী তাদের এর মাধ্যমে উপহাস করা হচ্ছে।

"এই লজ্জাজনক জালিয়াতি থেকে লাভবান হওয়া চক্রগুলোকে বলছি, তোমাদের বিচার করা হবে। তোমাদের কালো টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং তোমাদের ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া হবে। আর যারা প্রতারণা করবে, তোমাদের দাবি খারিজ করে দেওয়া হবে এবং দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে।"

বিবিসি বলছে, আশ্রয় জালিয়াতির জন্য দোষী সাব্যস্ত হলে সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানিতে চীনের

২৪ পৃষ্ঠার পর

পাওয়া গেছে। এতে দেখা যায়, চলতি বছরের প্রথম আট মাসে (জানুয়ারি-আগস্ট) যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানি কমেছে ৭ দশমিক ৪২ শতাংশ। এই সময়ে দেশটির ব্যবসায়ীরা আমদানি করেছেন ৪৯ বিলিয়ন বা ৪ হাজার ৯০০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক।

অটেক্সার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, চলতি বছরের প্রথম আট মাসে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি পোশাক আমদানি পরিমাণের দিক থেকে কমেছে ৮ দশমিক ৯৮ শতাংশ। ফলে প্রতি বর্গমিটার তৈরি পোশাকের গড় মূল্য বেড়েছে ১ দশমিক ৭১ শতাংশ। যদিও বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হওয়া তৈরি পোশাকের গড় মূল্য কমেছে।

চলতি বছরের জানুয়ারি-আগস্ট সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ৫৩৯ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪ দশমিক ৪৩ শতাংশ কম। যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক পোশাক আমদানি যতটুকু কমেছে, তার চেয়ে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রায় ৩ শতাংশীয় পয়েন্ট কম। অন্যদিকে পরিমাণের দিক থেকে বাংলাদেশ চলতি বছরের প্রথম আট মাসে ১৭৬ কোটি বর্গমিটার কাপড়ের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় পৌনে ৩ শতাংশ কম। আলোচ্য সময়ে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হওয়া প্রতি বর্গমিটার তৈরি পোশাকের গড় মূল্য ছিল ৩ দশমিক ০৭ ডলার। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় পোশাকের গড় মূল্য ১ দশমিক ৭৩ শতাংশ কম।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাক সরবরাহকারী দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কমেছে চীনের। চলতি বছরের প্রথম আট মাসে দেশটি ৫৬৩ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় তাদের রপ্তানি কমেছে ২৯ দশমিক ৩৯ শতাংশ। একই সময়ে ভারতের রপ্তানি কমেছে ২৬ দশমিক ৪৪ শতাংশ। পাকিস্তানের তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে ৩ দশমিক ৮৩ শতাংশ। অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়া ও কম্বোডিয়া থেকে তৈরি পোশাক রপ্তানি বেড়েছে যথাক্রমে ২ দশমিক ৫৮ শতাংশ ও ৬ দশমিক ৯১ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শীর্ষ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ ভিয়েতনাম। চলতি বছরের প্রথম আট মাসে ১ হাজার ৯৮ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে তারা। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় দশমিক ৭৬ শতাংশ কম। ভিয়েতনামের রপ্তানি হওয়া প্রতি বর্গমিটার তৈরি পোশাকের গড় মূল্য ছিল ৩ দশমিক ৫৪ ডলার। গত বছরের তুলনায় এই দাম দশমিক ৫৮ শতাংশ কম।

শীর্ষ ১০ রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে চীনের পোশাকের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৯৩ শতাংশ। চলতি বছরের প্রথম আট মাসে দেশটির রপ্তানি হওয়া প্রতি বর্গমিটার তৈরি পোশাকের গড় মূল্য ছিল ১ দশমিক ৪৭ ডলার। পোশাকের এই দাম বাংলাদেশের অর্ধেক।

বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে রপ্তানি হওয়া পোশাকের দামও কম, প্রতি বর্গমিটারের সমপরিমাণ তৈরি পোশাকের দাম ২ দশমিক ৭৮ ডলার।

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
S W H
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

অঙ্গন
পার্টি হল
ANGAN PARTY HALL
89-16, 175 Street
Jamaica NY 11432
বিয়ে
বিবাহ বার্ষিকী
আকিকা
বেবি শাওয়ার
জন্মদিন
সভা-সেমিনার
গ্র্যাজুয়েশন পার্টি
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকে শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো
এখানে রেগুলার ইভেন্টসহ যেকোন অনুষ্ঠানের বুকিং নেওয়া হয়
929-512-6426
ইমেইল:
anganhallny@gmail.com

কেন কৌশলগত নিরপেক্ষতাই

২৭ পৃষ্ঠার পর

হয়েছিল। তিস্তা প্রকল্পেও নতুন গতি এসেছে।

চীন বাংলাদেশের বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার ও প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারী। অবকাঠামো ও পুঁজির ক্ষেত্রে চীনের গুরুত্ব অস্বীকার করা কঠিন। তবে প্রতিরক্ষা সরঞ্জামে একক উৎস নির্ভরতা এবং স্পর্শকাতর বন্দর প্রকল্পে একপক্ষীয় উপস্থিতি অন্য শক্তিগুলোর কাছে বাংলাদেশের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করতে পারে। তাই প্রকল্পের শর্তেস্বচ্ছতা, ঋণের টেকসইতা যাচাই এবং প্রতিরক্ষা সংগ্রহে বৈচিত্র্য গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যদিকে, ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্ক জটিল, কারণ এখানে বাণিজ্য ও নিরাপত্তা পাশাপাশি এসেছে। ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি করে। এতে অধিকাংশ বাংলাদেশি পণ্যে ১৯ শতাংশ শুল্ক নির্ধারিত হয় এবং নিয়ন্ত্রক কাঠামো, সরকারি ক্রয় ও 'জাতীয় ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা' বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

নতুন সরকারের শপথের পর হোয়াইট হাউসের একটি চিঠিতে ঝুলে থাকা প্রতিরক্ষা চুক্তিগুলোতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে ঢাকাকে তাগিদ দেওয়া হয়। বাণিজ্যিক বাস্তবতা এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

২০২৫-২৬ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাকরপ্তানি ২.৬৩ শতাংশ বেড়ে ৭৭৪ কোটি ডলারে পৌঁছেছে, যা মোট পোশাক রপ্তানির প্রায় ২০ শতাংশ। মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের একটি রায় শুল্ক কাঠামোর আইনি ভিত্তি দুর্বল করায় চুক্তি পুনরালোচনার সুযোগ তৈরি হয়েছে বলেও সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। আরেকটি বিশেষ দিক হলো, ভূরাজনৈতিক বিতর্কে ইউরোপ আড়ালে থাকলেও অর্থনৈতিকভাবে এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণঅংশীদারদের একটি।

২০২৫-২৬ অর্থবছরে ইইউতে পোশাক রপ্তানি ৩.৩১ শতাংশ কমে ১,৯০৬ কোটি ডলার হয়েছে। মোট পোশাক রপ্তানিতে ইইউর অংশ ৫০.১০ থেকে নেমে ৪৯.২৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২৪ নভেম্বর ২০২৬-এ বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণ করবে। এরপর অগ্রাধিকারমূলক বাজার-সুবিধা ধীরে ধীরে কমবে। জিএসপি প্লাসের শর্তপূরণে শ্রম অধিকার, মানবাধিকারও সুশাসনের সংস্কার তাই বাণিজ্যিকভাবেও গুরুত্বপূর্ণ।

এদিকে, মিয়ানমার সীমান্তে বাংলাদেশের জন্য রয়েছে প্রক্সি যুদ্ধক্ষেত্রের ঝুঁকি। বড় শক্তিগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্তে সবচেয়ে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

বাংলাদেশ ১২ লাখের বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দিচ্ছে। কিন্তু প্রত্যাবাসনের টেকসই সমাধান নেই। আরাকান আর্মি বাংলাদেশ-সংলগ্ন রাখাইনের বড় অংশ কার্যত নিয়ন্ত্রণ করছে। মানবিক করিডর বা সামরিক সহায়তার যেকোনো প্রস্তাব এখানে অন্য শক্তির কাছে কৌশলগত পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হতে পারে। সরকার আরাকান আর্মি ও তার রাজনৈতিক শাখার সঙ্গে যোগাযোগের কথা জানিয়েছে, একইসঙ্গে নেপিদোর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চ্যানেলও বজায় রেখেছে।

এখন বাংলাদেশকে বুঝতে হবে-কৌশলগত নিরপেক্ষতা কী? কৌশলগত নিরপেক্ষতা নিষ্ক্রিয়তা নয়, বা সবার থেকে সমান দূরত্ব নয়। এর অর্থ কোনো সামরিক জোট বা একপক্ষীয় প্রতিরক্ষা চুক্তিতে না জড়ানো, নিজের ভূখণ্ড ও বন্দরকে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মঞ্চ হতে না দেওয়া, অর্থনৈতিক সম্পর্কে সক্রিয়তা ও বৈচিত্র্য বাড়ানো এবং প্রতিটি সিদ্ধান্তে জাতীয় স্বার্থকে মাপকাঠি করা।

এলডিসি-উত্তর রূপান্তরে বাংলাদেশকে বৈদেশিক পুঁজি, বিশ্ব বাজার, ভারতীয় সংযোগ ও পানি বণ্টন এবং উপসাগরীয় রেমিট্যান্সের ওপর নির্ভর করতেই হবে। যদিও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা এবং প্রতিরক্ষায় চীনের দিকে ঝোঁকার অভিযোগ রয়েছে। নিরপেক্ষতা কখনো সহজভাবে অর্জন করা যায় না, এটি ধারাবাহিকভাবে অর্জন করতে হয়।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক প্রশ্ন 'কার পক্ষে যাব' নয়। প্রশ্ন হলো, জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে কীভাবে বিভিন্ন অংশীদারের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা যায়। 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়' নীতিকে আজকের বহুমেরু বিশ্বে তথ্যনির্ভর ও প্রাতিষ্ঠানিক কৌশলে রূপ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

গঙ্গা চুক্তির মেয়াদ, এলডিসি উত্তরণ এবং রাখাইনের অস্থিরতা ২০২৬ সালের শেষপ্রান্তে তিনটি বড় পরীক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব পরীক্ষা দূরদর্শিতার সঙ্গে মোকাবিলা করাই বাংলাদেশের নীতি নির্ধারকদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

গণতন্ত্রের খোলস ও আদর্শ রাষ্ট্রের

২৯ পৃষ্ঠার পর

নজরদারি, মুক্ত গণমাধ্যম, স্বাধীন নির্বাচনব্যবস্থা, নাগরিক অধিকার এবং ক্ষমতার পৃথকীকরণের মাধ্যমে।

অর্থাৎ গণতন্ত্র মানুষের ভালো হওয়ার ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখে না; মানুষের খারাপ হয়ে ওঠার সম্ভাবনাকেও হিসাবের মধ্যে রাখে। এখানেই গণতন্ত্রের প্রজ্ঞা।

একজন ভালো শাসক পাওয়া সৌভাগ্য হতে পারে, কিন্তু একটি ভালো রাষ্ট্র এমনভাবে নির্মিত হওয়া দরকার যাতে খারাপ শাসক এলেও নাগরিকের সব স্বাধীনতা একসঙ্গে কেড়ে নিতে না পারে। ব্যক্তির সততার চেয়ে প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা তাই সভ্য রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। যে রাষ্ট্র একজন মহৎ নেতার অপেক্ষায় থাকে, সে এখনো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পরিণত হয়নি। আদর্শ রাষ্ট্রে সরকারকে ভয় করবে না নাগরিক; বরং সরকার ভয় করবে আইনের সীমা অতিক্রম করতে। সেখানে একজন দরিদ্র কৃষক এবং একজন ক্ষমতাবান মন্ত্রীর আইনি মর্যাদা একই হবে। একজন সাধারণ নাগরিকের অভিযোগ শুনতে আদালতের দরজা যেমন খোলা থাকবে, তেমনি ক্ষমতাবান ব্যক্তির বিরুদ্ধেও সেই দরজা বন্ধ হবে না। বিচার তখন ক্ষমতার অলংকার হবে না, হবে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ।

কিন্তু শুধু আইনের শাসন দিয়ে রাষ্ট্র আদর্শ হয় না। মানুষের পেটে যখন ক্ষুধা, হাতে যখন কাজ নেই, সন্তানের চিকিৎসার টাকা নেই, তখন তাকে শুধু স্বাধীনতার ভাষণ দিয়ে সন্তুষ্ট করা যায় না। ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে গণতন্ত্রের অর্থ অনেক সময় একটি ভোটের চেয়েও বড়-একটি কাজ, একটি হাসপাতাল, একটি নিরাপদ রাস্তা, সন্তানের শিক্ষার সুযোগ, বৃদ্ধ বয়সে সামাজিক নিরাপত্তা।

এই কারণে আধুনিক গণতন্ত্রের সঙ্গে সামাজিক ন্যায়বিচারের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী করে দেখার কোনো কারণ নেই। বরং যে রাষ্ট্র নাগরিককে রাজনৈতিক অধিকার দেয় কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে তাকে অসহায় করে রাখে, সেখানে গণতন্ত্রের সুফলও শ্রেণিভেদে ভিন্ন হয়ে যায়।

আবার রাষ্ট্র যদি নাগরিকের সব প্রয়োজন পূরণ করার নামে তার স্বাধীনতা কেড়ে নেয়, তাহলেও বিপদ। রাষ্ট্রের কাজ মানুষকে পোষা প্রাণীতে পরিণত করা নয়। রাষ্ট্র নাগরিকের অভিভাবক নয়; নাগরিকের অধিকার রক্ষার সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্র যত বড় হবে, তার ক্ষমতার ওপর তত বেশি নজরদারি প্রয়োজন।

আজকের পৃথিবীতে গণতন্ত্রের নতুন সংকট এখানেই। পুরোনো স্বৈরাচারকে আমরা চিনতে পারতাম তার হাতে বন্দুক থাকত, সংবাদপত্র বন্ধ হতো, সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ হতো। নতুন যুগের নিয়ন্ত্রণ অনেক সূক্ষ্ম। নাগরিকের তথ্য সংগ্রহ করা যায়, তার পছন্দ-অপছন্দ বিশ্লেষণ করা যায়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার চিন্তার ওপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিজিটাল প্রযুক্তি রাষ্ট্র ও করপোরেট প্রতিষ্ঠানকে এমন ক্ষমতা দিচ্ছে, যার পূর্ণ সামাজিক পরিণতি এখনো আমরা বুঝে উঠতে পারিনি।

তাই ভবিষ্যতের গণতন্ত্র শুধু ব্যালট বাক্সের গণতন্ত্র হবে না; এটি হবে তথ্য, প্রযুক্তি ও ব্যক্তিস্বাধীনতার গণতন্ত্র। নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্য কার হাতে যাচ্ছে, রাষ্ট্র তাকে কতটা নজরদারি করতে পারছে, অ্যালগরিদম কীভাবে মানুষের মতামতকে প্রভাবিত করছে এসব প্রশ্নও গণতন্ত্রের প্রশ্ন হয়ে উঠবে।

আদর্শ রাষ্ট্রের আরেকটি লক্ষণ হলো সে নিজের সমালোচককে সহ্য করতে পারে। যে রাষ্ট্র প্রশংসা শুনে খুশি হয় কিন্তু সমালোচনা শুনে ক্রুদ্ধ হয়, সে রাষ্ট্র যতই উন্নয়নের পরিসংখ্যান দেখাক, তার গণতান্ত্রিক পরিপক্বতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

কারণ সমালোচক রাষ্ট্রের শত্রু নাও হতে পারে; অনেক সময় সে রাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় নাগরিক। প্রশংসা ক্ষমতাকে ঘুম পাড়ায়, সমালোচনা তাকে জাগিয়ে রাখে।

আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি দুর্ভাগ্য হলো, আমরা প্রতিপক্ষকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখতে শিখিনি; তাকে শত্রু হিসেবে দেখতে শিখেছি। অথচ গণতন্ত্রের সৌন্দর্যই হলো আমি তোমার মতের বিরোধিতা করতে পারি, কিন্তু তোমার কথা বলার অধিকার অস্বীকার করি না। আমি তোমার রাজনৈতিক কর্মসূচিকে প্রত্যাখ্যান করতে পারি, কিন্তু তোমাকে মানুষ হিসেবে অস্বীকার করি না।

গণতন্ত্র মূলত বিরোধিতার সঙ্গে সহাবস্থানের শিল্প। যে সমাজে সবাই একই কথা বলে, সেখানে হয় সবাই খুব জ্ঞানী, নয়তো কেউ সত্য কথা বলছে না। আদর্শ রাষ্ট্র তাই একমতের রাষ্ট্র নয়; বহুমতের রাষ্ট্র। সেখানে সংসদে বিরোধী দল থাকবে, সংবাদপত্রে ভিন্ন মত থাকবে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্ক থাকবে, সাহিত্যিক সরকারের সমালোচনা করবেন, নাগরিক সামাজিক মাধ্যমে প্রশ্ন তুলবেন। রাষ্ট্রের সৌন্দর্য তার নীরবতায় নয় তার সুস্থ বিতর্কে। সবশেষে মনে রাখা দরকার, গণতন্ত্র কোনো সমাপ্ত ভবন নয় যে একদিন উদ্বোধন করে আমরা তার চাবি তুলে রাখব। গণতন্ত্র একটি চলমান অনুশীলন। প্রতিটি প্রজন্মকে তাকে নতুন করে রক্ষা করতে হয়। প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করতে হয়, আইনকে সংস্কার করতে হয়, নাগরিকের অধিকারকে নতুন প্রযুক্তি ও নতুন বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য করতে হয়।

আদর্শ রাষ্ট্র বলে পৃথিবীতে হয়তো কোনো চূড়ান্ত বস্তু নেই। কারণ মানুষ যেমন অসম্পূর্ণ, তার নির্মিত রাষ্ট্রও অসম্পূর্ণ। কিন্তু সেই অসম্পূর্ণতার মধ্যেই একটি রাষ্ট্রকে ক্রমাগত ভালো করার চেষ্টা করা যায়।

আমার কাছে আধুনিক গণতন্ত্রের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা তাই হতে পারে। রাষ্ট্রের ক্ষমতা যত বড় হবে, নাগরিকের অধিকার তার চেয়ে বড় হবে; সরকার যত শক্তিশালী হবে, আইনের সীমা তার চেয়ে শক্তিশালী হবে; আর সংখ্যাগরিষ্ঠতা যত প্রবল হবে, সংখ্যালঘুর স্বাধীনতা তত বেশি সুরক্ষিত থাকবে।

যে রাষ্ট্রে নাগরিক সরকারকে প্রশ্ন করতে পারে, আদালতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে, সংবাদপত্র ক্ষমতাবানের সমালোচনা করতে পারে, বিরোধী দল পরাজিত হয়েও টিকে থাকতে পারে এবং ক্ষমতাসীন দল নির্বাচনে পরাজিত হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারে সেই রাষ্ট্রই গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যায়।

আর যেদিন আমরা বুঝতে পারব যে রাষ্ট্র আমাদের ওপর দয়া করে না; বরং রাষ্ট্রের অস্তিত্বই নাগরিকের অধিকার রক্ষার জন্য সেদিন হয়তো গণতন্ত্র কেবল সংবিধানের একটি শব্দ থাকবে না।

সেদিন গণতন্ত্র মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা হয়ে উঠবে।

সেদিন রাষ্ট্র আর নাগরিকের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে না নাগরিকের মর্যাদার ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে রাষ্ট্র।

৩৮ পাতার নতুন পাসপোর্ট আনছে

১৮ পৃষ্ঠার পর

প্রাপ্তবয়স্ক আবেদনকারীদের সরাসরি অনুমোদিত গ্রহণকেন্দ্রে আবেদন করতে বলা হয়েছে।

২০২৮ সালে বদলাবে পাসপোর্টের নকশাও

নতুন পাসপোর্টের নাম দেওয়া হয়েছে 'ফ্লাইট অব দ্য ঈগল'। নতুন নকশায় প্রচলিত গাঢ় নীল প্রচ্ছদ রাখা হলেও এতে যুক্তরাষ্ট্রের গ্রেট সিল ও ঈগলের প্রতীক আরও বড় ও উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে।

নতুন নকশায় 'ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা' লেখাটিও গ্রেট সিলের ওপরের দিকে থাকবে। পাসপোর্টের ভেতরের পাতাগুলোতেও যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস ও জাতীয় পরিচয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত নতুন চিত্র সংযোজন করা হবে।

পাতাগুলো উল্টানোর সময় উড়ন্ত ঈগলের ধারাবাহিক চিত্র দেখা যাবে, যা একটি গতিশীল দৃশ্যের অনুভূতি তৈরি করবে বলে পরিকল্পনায় বলা হয়েছে।

ভেতরের চিত্রগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বিপ্লব, রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের উড্ডয়ন, পশ্চিমমুখী সম্প্রসারণ এবং আর্টেমিস কর্মসূচির মতো ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক ঘটনাও তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে।

৩৮ পাতার পাসপোর্ট আসছে

২০২৮ সাল থেকে নতুন আমেরিকান পাসপোর্ট বইয়ে ৩৮টি পাতা রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে। বর্তমানে প্রচলিত সাধারণ পাসপোর্ট বইয়ে ২৬টি পাতা থাকে। নতুন ৩৮ পাতার বইটি ঘন ঘন বিদেশ ভ্রমণকারীদের জন্য অতিরিক্ত জায়গা দেবে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর এরই মধ্যে নিরাপত্তা বাড়াতে নতুন প্রজন্মের পাসপোর্ট বই ব্যবহার করছে। ২০২১ সাল থেকে চালু হওয়া এই পাসপোর্টে পলিকার্বনেট তথ্যপাতা, লেজার খোদাই এবং উন্নত নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

২০২৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ নকশার একটি স্মারক পাসপোর্টও তৈরি করেছে পররাষ্ট্র দপ্তর। তবে সেটি নিয়মিত পাসপোর্টের বিকল্প নয়।

প্যাকেজিংয়েও পরিবর্তন

নতুন পাসপোর্টের নকশার পাশাপাশি পাসপোর্ট সরবরাহের প্যাকেজিংয়েও পরিবর্তনের পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমান খামভিত্তিক প্যাকেজিংয়ের পরিবর্তে নতুন ধরনের প্যাকেজ ব্যবহার করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

পররাষ্ট্র দপ্তরের ভাষ্য অনুযায়ী, পাসপোর্টের নিরাপত্তা ও আবেদন প্রক্রিয়াকে আরও আধুনিক করার উদ্যোগের অংশ হিসেবেই এসব পরিবর্তন আনা হচ্ছে।

পুরোনো পাসপোর্ট কি বাতিল হবে?

নতুন নকশার পাসপোর্ট চালু হলেও ২০২৮ সালের আগে ইস্যু করা বৈধ পাসপোর্ট বাতিল হয়ে যাবে না। কোনো পুরোনো পাসপোর্টের মেয়াদ ২০২৮ সালের পর পর্যন্ত থাকলে সেটি মুদ্রিত মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে।

নতুন নকশার পাসপোর্ট মূলত ২০২৮ সাল থেকে প্রথমবার আবেদনকারী এবং নবায়নকারীদের দেওয়া হবে বলে পরিকল্পনা করা হয়েছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের বর্তমান তথ্য অনুযায়ী, প্রাপ্তবয়স্কদের পাসপোর্ট সাধারণত ১০ বছর বৈধ থাকে।

নতুন ডিজিটাল আবেদন ব্যবস্থা চালু হলে প্রথমবার পাসপোর্ট পাওয়ার প্রক্রিয়া আরও সহজ করার পাশাপাশি আবেদনকারীদের জন্য কাগজপত্র, সরাসরি উপস্থিতি এবং আবেদনের অগ্রগতি জানার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসতে পারে।

সাংবাদিকতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

৫১ পৃষ্ঠার পর

ঙ. কপিরাইট বা স্বত্বাধিকার সম্মান: অন্যের লেখা, ছবি বা কনটেন্ট অনুমতি ছাড়া এআই দিয়ে পুনর্লিখন বা ব্যবহার করা যাবে না।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মূল মূল্যবোধ

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মূল মানগুলো এখানে উল্লেখ করছি-

১. মানুষের মর্যাদা ও মানবিকতাকে সম্মান ও প্রচার করা;
২. সুবিচার, শান্তি এবং আন্তঃসংযুক্ত সমাজের লালন;
৩. জীবনের বৈচিত্র্যময়তা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অবস্থা নিশ্চিত করা; এবং
৪. প্রকৃতি ও বাস্তুতন্ত্রের উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।

ইউনেস্কোর মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই নীতি ও মানদণ্ড অনুসরণ মানবাধিকারকেন্দ্রিক সাংবাদিকতাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

সাংবাদিকতায় এআই ব্যবহারে ইউনেস্কোর ১০টি গাইডলাইন

১. সমানুপাতিক তথ্য প্রচার ও কারও ক্ষতির উদ্দেশ্যে কোনো কিছু প্রচার না করা;
২. কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, শ্রেণি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কারণ হয়, এমন কিছু প্রচার না করা;
৩. তথ্য ও ডেটার গোপনীয়তা রক্ষা করা;
৪. আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আইন এবং সার্বভৌমত্বকে সম্মান করা এবং এসব ক্ষুণ্ন হওয়ার মতো কিছু প্রচার না করা;
৫. এআই সিস্টেমের দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে নিয়মিত সিস্টেম নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করা এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ;
৬. নিয়মিতভাবে এআই সিস্টেমের স্বচ্ছতা ও ব্যাখ্যা করার ধরন পরিবীক্ষণ;
৭. এআই যাতে কোনোভাবেই পৃথিবীর কোনো জনপদের মানুষের অধিকার ও সার্বজনীন মানবাধিকারের পরিপন্থী কোনো কিছুর সঙ্গে যুক্ত না হয়, তা নিশ্চিত করা;
৮. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে টেকসই করতে এবং এর প্রভাব স্থায়ী করতে এআইকে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার পরিপূরক প্রযুক্তি হিসেবে গড়ে তোলা;
৯. এআইকে শিক্ষা ও সামাজিক যোগাযোগের ফলপ্রসূ টুল, ডিজিটাল দক্ষতা বৃদ্ধি, নৈতিক প্রশিক্ষণ এবং তথ্যের সহায়ক প্রযুক্তি হিসেবে পরিণত করার অব্যাহত প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া; এবং
১০. এআই যাতে সামাজিক ন্যায়বিচার, ন্যায়পরায়ণতা এবং সমাজের বৈষম্যমুক্তির পক্ষের সহায়ক হিসেবে পরিগণিত হয়, তার ব্যবস্থা নেওয়া।

পরাজয় নয় নিজের সৃষ্টির কাছে

এআই হয়তো খুব দ্রুতই ক্যানসারের ওষুধ আবিষ্কার করবে, উন্নত করবে জলবায়ু মডেলিং, কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা, গতি বাড়িয়ে দেবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার। বাংলাদেশের কথাই ধরা যাক। এআই যদি শ্রমবাজার বদলায়, আমাদের তরুণদের চাকরির বাজার বদলাবে। পাশাপাশি যদি এআইয়ের ভুল তথ্য ছড়ানোর ক্ষমতা বাড়ে, তবে তা মানবজাতির জন্য ভয়ংকর ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

ব্যক্তি ও বিভিন্ন খাতের প্রতিষ্ঠানের মতো বাংলাদেশেও অনেক গণমাধ্যমে মানুষের কাজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার টুল দিয়ে করানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

সাংবাদিকতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

২৯ পৃষ্ঠার পর

বাংলা ভাষা ও বাংলাভাষী মানুষের জীবনের বিভিন্ন কাজে এআইয়ের ব্যবহার শুরু হলেও এক্ষেত্রে কিছু সমস্যা ও সংকট বিদ্যমান। এগুলো হলো-

১. বাংলাদেশে মানসম্পন্ন ডেটাসেট তৈরি ও সংরক্ষণ কাঠামো দুর্বল। ফলে বিভিন্ন বিষয়ে এআই টুল ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যায় না;

২. সরকারি তথ্য অনেক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ও অগোছালো। যার ফলে বিশ্লেষণের জন্য অনেক রাষ্ট্রীয় বিষয়ে যথাযথ তথ্য, উপাত্ত ও ডকুমেন্ট পাওয়া সম্ভব হয় না;

৩. বেসরকারি খাতেও ডেটা ব্যবস্থাপনার মান সমন্বিত নয়। ফলে কোনো গ্রহণযোগ্য বিকল্প তথ্যসূত্র সহজলভ্য নয়;

৪. উন্নত মানের বাংলা ভাষার ডেটাসেট কম বিধায় বাংলা ভাষাভিত্তিক এআই। যেমন উন্নত অনুবাদ, ভয়েস রিকগনিশন বা 'স্বর স্বীকৃতি' এবং স্থানীয় প্রেক্ষাপট বোঝার মতো চ্যাটবট অপ্রতুল।

সুবিধার তালিকা অনেক বড়

নানাবিধ সমস্যা থাকার পরও বাংলাদেশেও বিভিন্ন সেক্টরে এআই ব্যবহারের ধারা এগিয়ে চলেছে। অভিজ্ঞজন এবং এআই ব্যবহারকারীরা এআইয়ের যেসব সুবিধা চিহ্নিত করেছেন, সেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

ক. অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয়করণ: এআই বিভিন্ন কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদন করতে পারে। যেমন- উৎপাদন প্রক্রিয়া, ডেটা বিশ্লেষণ এবং গ্রাহকসেবা। এটি সময় ও খরচ সাশ্রয় করে।

খ. দ্রুত ও নির্ভুল সিদ্ধান্ত: এআই বিশাল পরিমাণ ডেটা অতি অল্প সময়ে বিশ্লেষণ করে নির্ভুল সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। যেমন- স্বাস্থ্যসেবায় রোগ নির্ণয়, আর্থিক খাতে প্রতারণা শনাক্তকরণ, ট্রাফিক আইন অমান্যকরণ শনাক্তকরণ ইত্যাদি।

গ. মানুষের পরিশ্রম কমানো: ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্লান্তিকর কাজ, যেমন- মহাকাশ গবেষণা, খনিতে অনুসন্ধান বা দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকায় কাজ করার ক্ষেত্রে এআইয়ের ব্যবহার ঝুঁকি ও মানুষের পরিশ্রম কমিয়ে দেয়।

ঘ. উন্নত গ্রাহকসেবা: মানুষের বদলে চ্যাটবট ও ভার্চুয়াল সহায়তার মাধ্যমে সপ্তাহের প্রতিদিন সার্বক্ষণিক গ্রাহক সহায়তা প্রদান করা সম্ভব।

ঙ. শিক্ষা ও গবেষণায় সহায়তা: এআই শিক্ষার ক্ষেত্রে কাস্টমাইজড শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরি করে এবং গবেষণার জন্য উন্নত ডেটা বিশ্লেষণ সরবরাহ করে।

চ. নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন: এআই বিভিন্ন ক্ষেত্র, যেমন স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় নতুন প্রযুক্তির উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

আছে কিছু সীমাবদ্ধতা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও অটোমেশন ব্যবহারের কিছু সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা এখানে উল্লেখ করা হলো-

ক. পক্ষপাতিত্ব ও বৈষম্য: এআই মডেল ব্যবহৃত প্রশিক্ষণ ডেটায় ত্রুটি থাকলে এটি নিয়োগ, বিচার বা সেবামূলক কাজে নির্দিষ্ট জাতি, গোষ্ঠী, লিঙ্গ বা শ্রেণির প্রতি বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এআই ডেটার ওপর ভিত্তি করে কাজ করে। যদি ডেটা ভুল বা পক্ষপাতপূর্ণ হয়, তাহলে এআইয়ের বিশ্লেষণ বা সিদ্ধান্তও ভুল হবে।

খ. গোপনীয়তা লঙ্ঘন: বিশাল পরিমাণ ব্যক্তিগত ডেটা সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণের ফলে ব্যবহারকারীর গোপনীয়তা হুমকির মুখে পড়ে এবং ডেটা ফাঁসের ঝুঁকি বাড়ে।

গ. জবাবদিহিতার সংকট: অটোমেটেড সিস্টেম বা এআই কোনো ভুল বা ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত নিলে তার দায়ভার কার-ডেভেলপার, প্রতিষ্ঠান নাকি স্বয়ং মেশিনের-তা নির্ধারণ করার মতো স্পষ্ট আইনি কাঠামো এখনো পুরোপুরি কার্যকর নয়।

ঘ. স্বচ্ছতার অভাব (ব্ল্যাকবক্স সমস্যা): অনেক সময় এআই কীভাবে একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, তার ভেতরের কার্যপ্রক্রিয়া বা যুক্তি মানুষ বা সংশ্লিষ্ট ভুক্তভোগীর কাছে স্পষ্ট বা বোধগম্য হয় না।

ঙ. নিয়ন্ত্রণ হারানোর আশঙ্কা: এআই সিস্টেম স্বয়ংক্রিয় হওয়ায় কখনো কখনো তা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কাজ করতে পারে।

চ. নির্ভরতা বৃদ্ধি: অতিরিক্ত এআই নির্ভরতা মানুষের সক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে।

ছ. সৃজনশীলতা চর্চার সংকট: এআই নির্ভরতা মানুষের সৃজনশীলতার চর্চা ও সৃজনশীল ভাবনা ও সক্ষমতাকে ভোঁতা করে দিতে পারে।

জ. নৈতিক ও সামাজিক চ্যালেঞ্জ: এআই ব্যবহারে অনেক নৈতিক ও সামাজিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। যেমন-স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানবিক বিষয় লক্ষ্য না করা, মানুষ ও যন্ত্রের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য না থাকা ইত্যাদি।

ঝ. কর্মসংস্থান ও শ্রমবাজারের ঝুঁকি: শিল্পকারখানা ও দাপ্তরিক কাজে অতিরিক্ত অটোমেশনের কারণে মানুষের কাজের সুযোগ কমে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়।

ঞ. মেধাস্বত্ব লঙ্ঘনের ঝুঁকি: এআই মডেলগুলো চালাতে প্রচুর তথ্যের প্রয়োজন হয়। তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে মেধাস্বত্ব লঙ্ঘন হয়ে যায়।

সময়ের সঙ্গে পথ চলা

বর্তমান দুনিয়া হলো এআইয়ের দুনিয়া। সমস্যা, সংকট ও শঙ্কা যতই থাকুক না কেন, একে গ্রহণ না করার বা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। কর্মসম্পাদনকারী ও কর্মের ফলাফল গ্রহণকারী কে না চায় কয়েক মাসের কাজ কয়েক ঘণ্টায় শেষ করতে?

বাংলাদেশের তরুণদের একটা বড় অংশ প্রযুক্তিতে আগ্রহী। প্রযুক্তিনির্ভর পেশায় সম্পৃক্ত এবং যুক্ত হতে আগ্রহী অনেক তরুণ। অনেকে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের কাজ করছেন। এজন্য তাদের এআই স্কিল শেখার প্রবণতা বাড়ছে।

এআই খাতে শুধু আগ্রহ যথেষ্ট নয়। গবেষণা ও শিল্প খাতের জন্য দরকার অভিজ্ঞ মেশিন লার্নিং প্রকৌশলী, এআই পণ্য ব্যবস্থাপক এবং নৈতিকতা ও নিরাপত্তা জ্ঞানের পেশাজীবী। এরই মধ্যে বাংলাদেশের তরুণ ফ্রিল্যান্সারদের অনেকে এআইভিত্তিক কাজ করে বিশ্ববাজারে নিজেদের ভালো অবস্থান তৈরি করেছেন।

অবস্থার অনিবার্যতায় সরকার জাতীয় এআই কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে। এই কৌশলপত্র শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি খাতে এআই ব্যবহারের পথ দেখাবে। তবে বিভিন্ন খাতে অটোমেশন ও এআই ব্যবহারের কারণে সনাতন কিছু খাতে কর্মসংস্থান ঝুঁকিতে পড়বে।

বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ এ নিয়ে বিতর্ক অনেক পুরোনো হলেও এতে কোনো সন্দেহ নেই যে বিজ্ঞান আমাদের করেছে আধুনিক, এগিয়ে নিয়ে চলেছে সভ্যতাকে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-এআই প্রযুক্তি তৈরি করেছে অনেক সুযোগ। আবার ভুয়া ছবি ও ভিডিও, স্বয়ংক্রিয় ভুল তথ্য তৈরি, অনলাইন প্রতারণা এবং ব্যক্তিগত তথ্য অপব্যবহারের মতো ঝুঁকির মধ্যেও খুলছে সম্ভাবনার দুয়ার।

ভালো-মন্দ বাস্তবতা মিলিয়ে দেশে দেশে এআই অসীম সম্ভাবনার হাতছানি দিচ্ছে। বাংলাদেশও এই দুনিয়ার বাইরে নয়। স্বাভাবিকভাবেই সম্ভাবনার সমান্তরালে কিছু সীমাবদ্ধতাও সামনে চলে আসছে। এআইয়ের সম্ভাবনাকে ইতিবাচকভাবে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট ও ইতিবাচক কর্মপরিকল্পনা। এর নেতিবাচক দিক বিবেচনা করে বাংলাদেশের সাইবার নিরাপত্তা ও তথ্য সুরক্ষা নিয়ে প্রণীত আইন ও নীতিমালায় এআই বিষয়ে পৃথক অনুচ্ছেদ রাখতে হচ্ছে।

সাংবাদিকতায় এআই

নতুন এই প্রযুক্তি সাংবাদিকতায় অনেক নতুন সুবিধা যুক্ত করেছে। নিউজরুমে সাংবাদিকরা যে ধরনের দায়িত্ব পালন করেন- যেমন অডিও ফাইলের প্রতিলিপি তৈরি, অনুবাদ ও টেক্সট সংরক্ষণের মতো কাজগুলো এখন সহজেই এআই টুলগুলোর মাধ্যমে সম্পাদন করা সম্ভব। প্রতিদিন ছোটখাটো অনুরোধ বা নির্দেশ দিয়ে জেনারেটিভ এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে টেক্সট ও ছবি তৈরি করা সম্ভব। এটি নিউজরুমের জন্য একদিকে যেমন সম্ভাবনা তৈরি করছে, অন্যদিকে নিউজরুমের কর্মীদের চাকরি কেড়ে নেওয়ার উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাও সৃষ্টি করছে।

২০২২ সালে চ্যাটজিপিটি উন্মুক্ত হওয়ার পর থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গুরুত্ব বেড়ে গেছে। মার্কিন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান 'ওপেনএআই'-এর তৈরি চ্যাটজিপিটি এখন ছোটখাটো নিউজরুমেও ব্যবহৃত হচ্ছে। এআই ব্যবহার করে গণমাধ্যম এমন প্রোগ্রাম তৈরি করতে পারে, যা তাদের আর্কাইভ থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড তথ্য যোগ করতে পারে এবং তা ব্রেকিং নিউজে যুক্ত করে দিতে পারে।

দুই বছর আগে বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় অনলাইন ম্যাগাজিন 'এভরিপিক্সেল'-এ পরিবেশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে এআই ব্যবহার করে যত ছবি তৈরি করা হয়েছে, তা পূর্ববর্তী ১৫০ বছরের আলোকচিত্রের ইতিহাসে সম্ভব হয়নি। গত দুই বছরে এআই ব্যবহার করে ছবি তৈরির পরিমাণ অনেক গুণ বেড়ে গেছে। কিন্তু এ নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে এসেছে। আর তা হচ্ছে বিশাল এই কনটেন্টের ঢেউয়ের মাঝে প্রকৃত সংবাদ ও তথ্য কীভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে?

ছবি বা ভিডিওকে বিকৃত ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে নিখুঁতভাবে হুবহু আসলের মতো তৈরি করে তা আসল বলে প্রচার করা হচ্ছে। এর বিষয়টি প্রযুক্তিজগতে 'ডিপফেক' নামে পরিচিত হয়ে উঠছে। বিশেষজ্ঞরা বিষয়টি ভয়ানক বিপদের কারণ হয়ে উঠেছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন।

এআই নিয়ে সংকটসমূহের কিছু কিছু গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে খুবই গুরুতর সমস্যা তৈরি করছে এবং সমাজের শৃঙ্খলা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও গণতন্ত্রের জন্য মারাত্মক হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ব্যাপারে ইউনেস্কোর বক্তব্য, "এআই অবশ্যই ভুল করতে পারে। কমিয়ে দিতে পারে সাংবাদিকতার বিশ্বাসযোগ্যতা। সাংবাদিকদের চাকরির সুযোগ কমে যাওয়ার আশঙ্কা তো আছেই।"

সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের শীর্ষস্থানীয় সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠান 'রিচ পিএলসি' তাদের জাতীয় দৈনিক পত্রিকা ডেইলি মিরর, ডেইলি এক্সপ্রেস ও ডেইলি স্টারসহ একাধিক আঞ্চলিক সংবাদপত্রের ২২০ জন সংবাদকর্মীকে ছাঁটাই করার চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়েছে। এই ছাঁটাইয়ের কারণ হিসেবে 'রিচ পিএলসি' বলেছে, বর্তমান ডিজিটাল বাস্তবতায় প্রতিষ্ঠানের ব্যয় সংকোচনের জন্য এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটির মতে, বর্তমান সময়ে পাঠকদের তথ্য খোঁজার ধরনে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। আধুনিক সার্চ ইঞ্জিনগুলো সরাসরি ফলাফল পাতায় এআইয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন সংক্ষেপে তুলে ধরছে। এর ফলে পাঠকদের সংবাদপত্রের মূল ওয়েবসাইটে প্রবেশের প্রবণতা মারাত্মকভাবে কমে গেছে, যাকে প্রযুক্তিবিশ্বে 'জিরো-ক্লিক' সংস্কৃতি বলা হচ্ছে। ওয়েবসাইটে ভিজিটর কমে যাওয়ায় প্রদর্শনভিত্তিক ডিজিটাল বিজ্ঞাপন থেকে আয় একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে।

বাংলাদেশে সংবাদপত্র শিল্প অনেক আগে থেকেই বিজ্ঞাপন কমে যাওয়া এবং প্রিন্ট সার্কুলেশন সংকুচিত হওয়ার মতো সমস্যার জটিলতায় ধুঁকছে। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমগুলোও দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং সার্চ ইঞ্জিনের রেফারেল ট্রাফিকের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। এর মধ্যেই আন্তর্জাতিক সার্চ ইঞ্জিন ও স্থানীয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এআই ওভারভিউ কিংবা চ্যাটবটের প্রসার সরাসরি ডিজিটাল পোর্টালগুলোর পাঠকদের সাইটবিমুখ করছে।

দ্রুত ছড়িয়ে পড়া এআই প্রযুক্তির কারণে সাংবাদিকরাও এখন নানাবিধ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন। ব্যক্তিগত প্ল্যাটফর্মের পাশাপাশি বর্তমান বিশ্বের অনেক প্রধান সারির সংবাদমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থা বিভিন্ন পরিসরে এআই ব্যবহার করছে। টেলিভিশনেও অনেক ক্ষেত্রে মানুষের বদলে সংবাদ পাঠ করছে এআই উপস্থাপক।

বাস্তবতা হলো, বর্তমানে সাংবাদিকতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ ও প্রভাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার উপায় নেই। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলো, এআই যেন সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করতে না পারে এবং কোনো ঘটনা, বিষয় ও ইস্যুর অতিরঞ্জিত প্রকাশ না ঘটাতে পারে। এখানে স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে পক্ষপাতমুক্ত সাংবাদিকতা, নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতার মতো সাংবাদিকতার চিরায়ত বৈশিষ্ট্যগুলো।

অপব্যবহারের ঝুঁকি

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মারাত্মক উপসর্গ হলো ভুয়া সংবাদ ফটোকার্ড। এমন কোনো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারী পাওয়া যাবে না, যিনি প্রতিদিন ভুয়া ফটোকার্ডের সম্মুখীন হন না।

এসব ডিপফেক কনটেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে কোনো এডিটের প্রয়োজন হয় না। শুধু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অ্যাপে কিছু নির্দেশনা ও ছবি দিলে মুহূর্তেই তৈরি হয়ে যায় ভুয়া সংবাদ আধেয়। বাংলাদেশকেন্দ্রিক ফেসবুক ওয়ালে আমরা যে প্রতিদিন হাজার হাজার ফটোকার্ড দেখি, তার বেশিরভাগই ডিপফেক। এ প্রবণতাকে সহজলভ্য করছে এআই টুল।

এ ছাড়া ভুয়া উক্তি, মনগড়া সূত্র, মিথ্যা পরিসংখ্যান এবং সংবাদ উপস্থাপনে বিকৃত তথ্য উপস্থাপনে এআই টুল যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এখন এআই ব্যবহার করে কারও চেহারা ও কণ্ঠস্বর নকল করে তা দিয়ে পডকাস্ট তৈরি বা খবর পড়ানোর মতো কাজও করানো যায়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অবাধ বিস্তৃতি এমনিতেই প্রচলিত সংবাদমাধ্যমগুলোকে নানাবিধ চ্যালেঞ্জের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এসব মাধ্যমে এআইয়ের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া অনাবশ্যক এবং অনেক ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত, মিথ্যা ও ভুয়া তথ্য, ছবি, ভিডিও এবং এসব নিয়ে মনগড়া, বিভ্রান্তিকর ও উসকানিমূলক বক্তব্য ও ব্যাখ্যা।

যে কারণে সাংবাদিকতায় এআইয়ের ব্যবহার নিয়ে শঙ্কিত সবাই। কিন্তু প্রযুক্তিকে তো অবজ্ঞা করা যায় না। বিশেষত গণমাধ্যম শিল্পে সীমিত সম্পদের সঙ্গে নতুন প্রযুক্তি যুক্ত করার বিষয়টি প্রলুব্ধকর। আর তাই এআইয়ের নতুন ট্রেন্ড গণমাধ্যম মিস করবে, তা তো হতে পারে না।

২০২৫ সালে ইউনেস্কোর বৈশ্বিক গণমাধ্যম ও তথ্য স্বাক্ষরতা সপ্তাহে এক ধরনের বিশেষ প্রচারণা চালানো হয়েছিল। সে প্রচারণার স্লোগান ছিল- "এআইও ভুল করতে পারে (অও পধহ সধশব সরংঃধশবং)।"

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নাগরিকদের মতিভ্রম ঘটাতে পারে। কারণ এআই টুলগুলো অনেক সময় পুরোপুরি ভুল আধেয় তৈরি করে থাকে, যার সঙ্গে বাস্তবতা ও সত্যতার কোনো সম্পর্ক নেই।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এআই ব্যবহারের ঝুঁকি হলো, সংবাদের জন্য তথ্য প্রক্রিয়াকরণে এআই টুলগুলো ইন্টারনেট পরিসরে ভাসতে থাকা তথ্যের সাহায্য নেয়। এক্ষেত্রে ভুল তথ্য, অপতথ্য ও বিদ্বেষমূলক তথ্যের ঝুঁকি প্রবল।

এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। এআই টুল কিন্তু নির্দেশনা ছাড়া চলতে পারে না। আর এআই টুলের প্রক্রিয়াজাত করার ক্ষমতা মানব মস্তিষ্কের তুলনায় খুবই সীমিত। তাই সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে প্রতিবেদকের মস্তিষ্কের ওপর দৃঢ় আস্থা রাখা জরুরি। ইউনেস্কো এবং অনেক গণমাধ্যম এ ব্যাপারে একমত যে, একজন প্রতিবেদকের মস্তিষ্কই হলো এখন পর্যন্ত সবচেয়ে কার্যকর ও যথাযথ যাচাইকরণ টুল।

পৃথিবীর বিখ্যাত সংবাদপত্র, নিউজ পোর্টাল, টেলিভিশন ও মিডিয়া হাউজসহ সংশ্লিষ্টরা এ মর্মে একমত হয়েছে যে, সাংবাদিকের মূল কাজ সংবাদ সংগ্রহ ও প্রান্তিক স্তরে প্রতিবেদন তৈরি করা। এক্ষেত্রে এআই সহযোগীর ভূমিকা পালন করবে মাত্র।

আসল কাজটি করতে হবে মানুষকেই

এআই ব্যবহারের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে গণমাধ্যম পেশাজীবীরা সম্মত হয়েছেন যে সাংবাদিকতায় এখন বাড়তি কিছু যুক্ত করার বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। আর এই ভ্যালু অ্যাডিশনের কাজটি তারা করছেন এআই ব্যবহার করে।

তবে এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন গুগল নিউজের ব্যবস্থাপক শৈলেন প্রকাশ। তিনি বলেছেন, "সাংবাদিক হিসেবে আপনিই আসল কাজটি করছেন। আমরা যে টুল বা প্রোগ্রামগুলো তৈরি করছি, তা আপনাকে সহায়তা করবে।"

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ের লাগামহীন অগ্রগতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন চ্যাটজিপিটির নির্মাতা প্রতিষ্ঠান 'ওপেনএআই'-এর শীর্ষ গবেষক ও প্রধান বিজ্ঞানী ইয়াকুব পাচোকি। তিনি বলেছেন, "ভবিষ্যতে মানুষের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে এ খাতে আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারির প্রয়োজন রয়েছে।"

নিজের ব্লগে পাচোকি লিখেছেন, যেভাবে দ্রুত যন্ত্রের বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটছে, তার সুদূরপ্রসারী পরিণতি ঠেকানোর জন্য কেউ প্রস্তুত নয়।

সাম্প্রতিক সময়ে 'ওপেনএআই' ও 'অ্যানথ্রপিক'সহ শীর্ষস্থানীয় বিভিন্ন এআই কোম্পানির গবেষণায় উঠে এসেছে, তাদের তৈরি বিভিন্ন এআই এজেন্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে গিয়ে অন্যান্য কোম্পানির ওপর সাইবার আক্রমণ চালিয়েছে।

সাইবার আক্রমণ, ডিপফেক কনটেন্ট ইত্যাদি প্রসঙ্গ টেনে পাচোকি বলেছেন, "আমরা এমন এক ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়াচ্ছি, যেখানে বিস্ময়কর রকম বুদ্ধিমান যন্ত্রের আবির্ভাব ঘটবে। এ রূপান্তর যাতে মানবজাতির জন্য কোনো সংকট তৈরি না করে, তা আমাদেরই নিশ্চিত করতে হবে।"

প্রয়োজন এআই ব্যবহারের নীতিমালা ও গাইডলাইন

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এআই ব্যবহারে নৈতিক নীতিমালা সাংবাদিকতার সততা ও জনমানুষের আস্থা বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত জরুরি। নিম্নরূপ হতে পারে সংবাদ তৈরিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালা-

ক. স্বচ্ছতা প্রকাশ: কোনো সংবাদ বা ছবির কোনো অংশ যদি এআই দিয়ে তৈরি বা পরিবর্তন করা হয়, তা পাঠক বা দর্শককে পরিষ্কারভাবে জানাতে হবে।

খ. মানুষের চূড়ান্ত নজরদারি: এআইয়ের তৈরি করা যেকোনো তথ্য বা প্রতিবেদন প্রকাশের আগে একজন মানব সম্পাদক বা সাংবাদিকের মাধ্যমে অবশ্যই তা যাচাই করে নিতে হবে।

গ. তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা: সংবাদের জন্য সংগৃহীত ব্যক্তিগত বা সংবেদনশীল তথ্য এআই টুলে ইনপুট দেওয়ার সময় সতর্ক থাকতে হবে, যেন ডেটার গোপনীয়তা নষ্ট না হয়।

ঘ. পক্ষপাতিত্ব রোধ: এআই মডেলগুলো অনেক সময় পক্ষপাতদুষ্ট তথ্য দিতে পারে। তাই সংবাদের ভারসাম্য ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সাংবাদিকেরই।

বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন
স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই
ডিরেক্ট লেন্ডার
কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই,
ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না
এক বছর ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) এবং মাত্র ৫%
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন
ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের
জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম
হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন
তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা
যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে,
তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন
SMG FUNDING
MEADOWBROOK
139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435
AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The
Highest Rate
Our Experienced Nurse Will
Advocate for your more Hours
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন
আমরা
সর্বোচ্চ পেমেন্ট
দিয়ে থাকি
$23
Per Hour Giver to
PCA & HHA
Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

'আপনারা আরও হাততালি দিলে

১২ পৃষ্ঠার পর

এবছরও পুরস্কার জেতার দাবি করতে ভুলেননি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। নরওয়েজীয় নোবেল কমিটি ২০২৬ সালের পুরস্কারের জন্য যাকে মনোনীত করেছে সে বিষয়ে গত বুধবার (৭ অক্টোবর) তিনি বলেছেন, 'নোবেল শান্তি পুরস্কার তারই পাওয়া উচিত।'

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, 'তাদের সিদ্ধান্ত কী হতে যাচ্ছে তা আমি জানি না। আমার মতো মানুষদের হয়তো পুরস্কার না দেওয়ার জন্য তাদের একটা সুনাম (বা অপনাম) আছে।'

ওইদিন ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের ট্রাম্প আরও বলেন, 'এখন তো সেটারই সময় হয়েছে। তবে গতবার যিনি এটি পেয়েছিলেন তার কাছ থেকে পরোক্ষভাবে এই সম্মান গ্রহণ করতে পেরে আমি অত্যন্ত গর্বিত বোধ করেছিলাম, কারণ তিনি বলেছিলেন, ইতিহাসের আর কেউ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের চেয়ে এটি পাওয়ার জন্য বেশি যোগ্য নয়।'

ভেনেজুয়েলায় তার প্রচেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন পাওয়ার অংশ হিসেবে দেশটির বিরোধীদলীয় নেত্রী মারিয়া করিনা মাচাদো গত জানুয়ারিতে ট্রাম্পকে তার ২০২৫ সালের প্রাপ্ত নোবেল শান্তি পুরস্কারের পদকটি উপহার দেন।

গত বছরের জানুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে আটটি সংঘাতে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিজেকে যুক্ত করার পর ট্রাম্প বলেন, 'এই পুরস্কারটি তারই পাওয়া উচিত।'

সাবেক বিচারকের শান্তিতে নোবেল জেতার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আইসিসির ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) একজন সাবেক বিচারক শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হেগভিত্তিক এই আদালতের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) একজন সাবেক বিচারক শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হেগভিত্তিক এই আদালতের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন।

শুক্রবার (৯ অক্টোবর) ঘোষিত এ পদক্ষেপে ইউরোপীয় মিত্রদের সাথে ওয়াশিংটনের বড় ধরনের কূটনৈতিক সংঘাতের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানিয়ে আইসিসির ডেপুটি প্রসিকিউটর নাজাত শামীম খান বলেছেন, 'এসব নিষেধাজ্ঞা আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারিক কার্যক্রম থামাতে পারবে না।'

যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও গণহত্যার বিচারে আন্তর্জাতিক আদালতের প্রতি ট্রাম্প প্রশাসন শুরু থেকেই বৈরি মনোভাব দেখিয়ে আসছে। এর আগে আদালতটির প্রসিকিউটর ও বিচারকদের ওপর ব্যক্তিপর্যায়ে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলেও শুক্রবারের এই পদক্ষেপ বহুদূর গড়িয়েছে। এর ফলে আদালতটিকে সেবাদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিও যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়তে পারে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কখনই আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতকে আমেরিকানদের বিচার করার সুযোগ দেবেন না।'

তিনি আরও বলেন, 'সেই কারণেই আজ যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে। আমরা এই বেপরোয়া আদালতের সাথে সমস্ত আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক লেনদেন নিষিদ্ধ করব, যাতে তাদের সম্পদ বিচ্ছিন্ন করে কার্যকরভাবে বিচারিক কার্যক্রম অচল করে দেওয়া যায়।'

যুক্তরাষ্ট্রের এই নিষেধাজ্ঞার কড়া সমালোচনা করে আইসিসির ডেপুটি প্রসিকিউটর খান রয়টার্সকে বলেন, 'আন্তর্জাতিক আইনভিত্তিক বিচারব্যবস্থা এবং একটি স্বাধীন বিচারিক প্রতিষ্ঠানের কাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যেই এই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।'

তিনি আরও বলেন, 'আমাদের চলমান সমস্ত পরিস্থিতি, তদন্ত এবং বিচারিক কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে যাবে।'

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুসহ একাধিক ইসরায়েলি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি এবং আফগানিস্তানে আমেরিকার সেনাদের কর্মকাণ্ড নিয়ে অতীতে তদন্ত শুরু করায় আইসিসির ওপর চরম ক্ষুব্ধ হয় ওয়াশিংটন। তবে আফগানিস্তানসংক্রান্ত সেই তদন্তের অগ্রাধিকার ইতোমধ্যে কমিয়েছে আইসিসি।

বর্তমানে বিশ্বের ১২৫টি দেশ আইসিসির সদস্য, যার মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সব দেশ এবং যুক্তরাষ্ট্র ও তুরস্ক ছাড়া ন্যাটো জোটের সব সদস্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মিত্র দেশগুলো অতীতে আন্তর্জাতিক আদালতটির প্রতি প্রকাশ্যে জোরালো সমর্থন জানিয়েছে। উল্লেখ্য, ন্যাটো ও ইইউ সদস্য দেশ নেদারল্যান্ডসে আইসিসির সদর দপ্তর অবস্থিত।

শুক্রবার (০৯ অক্টোবর) নোবেল শান্তিতে ভূষিত হওয়া দক্ষিণ আফ্রিকান আইনবিদ নাভি পিল্লাই ২০০৩ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত আইসিসির আপিল বিভাগের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। নোবেল কমিটি তাদের বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানিয়েছে, এমন এক সময়ে বিচারক ও আন্তর্জাতিক আইনি প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনৈতিক আক্রমণের মুখে পড়েছে, যখন নাভি পিল্লাইকে সম্মানিত করে নোবেল কমিটি 'একটি জরুরি স্মারক বার্তা' পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

নোবেল কমিটি উল্লেখ করে, 'একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্বের পূর্বশর্ত হলো এমন একটি আন্তর্জাতিক আইনি ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে যুদ্ধাপরাধীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে এবং নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিরা ন্যায়বিচার পাবেন।'

তবে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও দাবি করেছেন, আদালত এবং এর সদস্য দেশগুলোকে ওয়াশিংটনের উদ্বেগগুলো নিরসনের সুযোগ দিতেই নিষেধাজ্ঞার কাঠামোটি বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে।

মিত্রদের লাগাম টানার তাগিদ যুক্তরাষ্ট্রের

সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা এলে যুক্তরাষ্ট্রের মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোকে একাউন্টগুলো বন্ধ করতে হয়, বীমা কোম্পানিগুলো কাভারেজ বাতিল করে এবং প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোকে সফটওয়্যার সহযোগিতা স্থগিত করতে হয়।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদেও আইসিসির কর্মকর্তাদের ওপর নির্দিষ্ট কিছু নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল, যা পরে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আমলে তুলে নেওয়া হয়। তবে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ট্রাম্প পুনরায় ক্ষমতায় আসার মাত্র কয়েক দিনের মাথায় আবারও নতুন করে আইসিসির ওপর আমেরিকার নিষেধাজ্ঞার ছায়া নেমে আসে।

আন্তর্জাতিক আদালত হিসেবে আইসিসিও বিগত কয়েক মাস ধরে তাদের ওপর সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা আসার আশঙ্কায় পূর্বপ্রস্তুতি নিচ্ছিল। আদালতের কম্পিউটার থেকে মাইক্রোসফটের সফটওয়্যার সরিয়ে ওপেন সোর্স সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে এবং ব্যাংকিং ও স্বাস্থ্যবীমার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি রাখা হয়েছে।

চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে আইসিসির রেজিস্টার অসভালদো জাভালা গিলার ইউরোপীয় ইউনিয়নকে একটি বিশেষ 'ব্লকিং মেকানিজম' ব্যবহারের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান, যার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার বাইরে থাকা অঞ্চলগুলোর প্রভাব থেকে ইউরোপীয় দেশগুলোকে সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও হুশিয়ারি দিয়ে বলেন, আইসিসি এবং রোম সনদে স্বাক্ষরকারী দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ মেটাতে ব্যর্থ হওয়াতেই এই কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রুবিও বলেন, 'হয় আইসিসি তাদের হুমকি বন্ধ করবে, না হয় আমরা আইসিসির ইতি টানব। আমরা আশা করি আমাদের মিত্ররা-যাদের অনেকেই আইসিসির অংশ এবং সুরক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর ওপর নির্ভর করে-তারা এই আদালতের ওপর লাগাম টানবে।'

তিনি আরও যোগ করেন, 'সদস্য দেশগুলো যেন আলোচনা করে আমাদের উদ্বেগ নিরসনে কোনো সমাধান উপস্থাপন করতে পারে, সেজন্যই আমরা এই পদক্ষেপের পথ খোলা রেখেছি। তবে এসব প্রচেষ্টা যদি ফলপ্রসূ না হয়, তবে আমরা পরিস্থিতি অনুযায়ী আরও ব্যবস্থা নেব।' - রয়টার্স

সাহিত্যে নোবেল পেলেন

১৩ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানির তিন চিকিৎসাবিজ্ঞানী। গত সোমবার ০৫ অক্টোবর চলতি বছর চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়।

২০২৬ সালের চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পেয়েছেন কার্ল ডেইসেরথ, পিটার হেগেমান ও জর্জ নাগেল। আলো-নিয়ন্ত্রিত আয়ন চ্যানেল এবং অপটোজেনেটিকস নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্য এই তিন বিজ্ঞানীকে এ পুরস্কার দেয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, প্রতিবছর চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করে সুইডেনের স্টোকহোমের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট।

এবারের চিকিৎসাবিজ্ঞানের পুরস্কারের মধ্য দিয়ে চলতি বছরের নোবেল পুরস্কার ঘোষণা শুরু হলো।

এর আগে গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের মেরি ব্রুনকো ও ফ্রেড র্যামসডেল এবং জাপানের শিমুন সাকাগুচিকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়। 'পেরিফেরাল ইমিউন টলারেন্স' বা শরীরের রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা কীভাবে নিজস্ব কোষ ও বাইরের ক্ষতিকর উপাদানের মধ্যে পার্থক্য করে-এ বিষয়ে তাদের আবিষ্কারের জন্য এই পুরস্কার দেয়া হয়েছিল।

এর আগে ২০২৪ সালে চিকিৎসাশাস্ত্রে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয় যুক্তরাষ্ট্রের দুই চিকিৎসাবিজ্ঞানী ভিক্টর অ্যামব্রোস ও গ্যারি রাভকুনকে। মাইক্রো আরএনএ আবিষ্কার এবং পোস্ট ট্রান্সক্রিপশন জিন নিয়ন্ত্রণে অবদান রাখায় তাদের ওই পুরস্কার দেয়া হয়েছিল।

আগামী ১০ ডিসেম্বর স্টকহোমে সুইডেনের রাজা কার্ল ষোড়শ গুস্তাফ বিজয়ীদের হাতে নোবেল পদক তুলে দেবেন। পরে স্টকহোম সিটি হলে অনুষ্ঠিত হবে ঐতিহ্যবাহী নোবেল ভোজ।

প্রতিটি পুরস্কারের সঙ্গে ১ কোটি ২০ লাখ সুইডিশ ক্রোনা অর্থমূল্যের পুরস্কার দেয়া হয়, যা ১০ লাখ ইউরোর কিছু বেশি বা ১২ লাখ ইউ এস ডলারের সমান।

প্রসঙ্গত, ১৯০১ সাল থেকে দেয়া হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার নোবেল। এ পুরস্কারটির নামকরণ করা হয়েছে সুইডিশ বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেলের নাম অনুসারে। উনবিংশ শতকের এই বিজ্ঞানী শক্তিশালী বিস্ফোরক ডিনামাইট আবিষ্কার করে বিপুল অর্থের মালিক হয়েছিলেন।

তিনি উইল করে গিয়েছিলেন যে তার যাবতীয় অর্থ থেকে যেন প্রতি বছর পদার্থ, রসায়ন, চিকিৎসা, শান্তি ও সাহিত্য-এই ৫টি খাতে বিশেষ অবদান রাখা ব্যক্তিদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। এই পুরস্কারের নামকরণ হবে তার নামে। ১৯৬৯ সাল থেকে এই ৫ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হয় অর্থনীতিও।

জলবায়ু পরিবর্তনে এল নিনিওর

২০ পৃষ্ঠার পর

"টেলিকানেকশনের মাধ্যমে আমরা প্রভাবিত হতে পারি এবং অতীতেও হয়েছি। তবে এল নিনিও হলেই নির্দিষ্ট কোনো প্রভাব নিশ্চিতভাবে ঘটবে-এমন নয়।

তিনি বলেন, এল নিনিওর সময় শুষ্কতা, খরা ও তাপপ্রবাহের ঝুঁকি বাড়তে পারে। তবে এর অর্থ এই নয় যে বন্যা বা শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকি থাকবে না।

"হয়তো দেখা গেল সমুদ্রের তাপমাত্রা বেড়ে শক্তিশালী মানে ঘূর্ণিঝড় হল, এজন্য আমাদের ইউজুয়ালি যে প্রিপারেশন থাকে, সেটা নিতে হবে। যদি ড্রাই কন্ডিশন আরো বাড়ে, যেমন আগামী বছর হিটওয়েভ, ড্রাউট-এগুলা হওয়ার সম্ভাবনা আছে।"

এল নিনিও শক্তিশালী হলে পরোক্ষ প্রভাবও পড়তে পারে বলে জানান অধ্যাপক এ কে এম সাইফুল ইসলাম।

তিনি বলেন, "ধরেন অনেক সময় ডিজাস্টার থেকে যে ইমপ্যাক্টটা হয়, এটাকে আমরা ক্যাসকেডিং এফেক্ট (ধারাবাহিক প্রভাব) বলি। আর দুটা ডিজাস্টার একসাথে হলে যেমন ধরেন হিটওয়েভ, ড্রাউট তখন আমরা বলি কম্পাউন্ডিং।

"এই সেকেন্ডারি ইম্প্যাক্ট হলে কিন্তু অন্য সেক্টর ইম্পেক্টেড হয়। আমাদের থেকেও বেশি হবে ইন্দোনেশিয়ায়, ফিলিপিন্সে, জাপানে, ইস্ট এশিয়ায় বেশি হবে।"

দক্ষিণ আমেরিকাসহ বেশ কিছু অঞ্চলে এল নিনিওর বড় প্রভাব পড়তে পারে জানিয়ে অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম বলেন, এসব অঞ্চলের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য থাকায় নানা ধরনের প্রভাব পড়বে। কোনো বড় উৎপাদনকারী দেশে এল নিনিওর কারণে ফসলের উৎপাদন কমে গেলে ওই দেশকে বাড়তি আমদানি করতে হতে পারে। এতে আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা বাড়তে পারে এবং আমদানিনির্ভর দেশগুলোতে পণ্যের দাম বাড়ার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম বলেন, হিটওয়েভ বাড়লে স্বাস্থ্যঝুঁকি ও হিট স্ট্রেস বাড়তে পারে। একই সঙ্গে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার মতো মশাবাহিত রোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে। পানির সংকট ও নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা কমে গেলে পানিবাহিত রোগের ঝুঁকিও বাড়তে পারে।

তিনি বলেন, শুষ্কতা বাড়লে সেচের চাহিদা বাড়বে। এতে সেচে ব্যবহৃত বিদ্যুতের ওপরও বাড়তি চাপ তৈরি হতে পারে। একই সঙ্গে কৃষকের উৎপাদন খরচ বাড়বে, যার প্রভাব শেষ পর্যন্ত খাদ্যের দামেও পড়তে পারে।

এ জলবায়ু বিশেষজ্ঞ বলেন, যে দেশ থেকে পণ্য আমদানি করা হয়, সেই দেশে যদি কোনো প্রভাব না-ও পড়ে, অন্য কোনো দেশে প্রভাব পড়তে পারে। তখন ওই দেশ থেকেও আমদানি করতে হবে। এর ফলে পণ্যের দাম বেড়ে যেতে পারে বা সংকট দেখা দিতে পারে। এখন পৃথিবীর এক জায়গায় কোনো প্রভাব সীমাবদ্ধ থাকে না; ধারাবাহিকভাবে একের পর এক বিভিন্ন জায়গায় এর প্রভাব পড়ে।

তাপমাত্রা ঝুঁকি, কী করা উচিত

গবেষণা সংস্থা হাইড্রো-ক্লাইমেট অ্যান্ড ওশান সেন্টারের নির্বাহী পরিচালক ড. মোহন কুমার দাশ বলেন, এল নিনিওর প্রভাবে বাংলাদেশের তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতে পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। তবে এর প্রভাব সব অঞ্চল ও ঋতুতে একরকম নয়।

বিভিন্ন গবেষণায় বাংলাদেশের তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও শুষ্ক সময়ের সঙ্গে এল নিনিও এবং প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের সমুদ্রপৃষ্ঠের অবস্থার সম্পর্ক পাওয়া গেছে বলে জানান তিনি।

সৌদি বিমানবন্দরে হুতিদের ভয়াবহ হামলা, যুক্তরাষ্ট্র এখন কী করবে

২৭ পৃষ্ঠার পর

থেকে আসা-যাওয়ার ৪০০টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছিল।

রিয়াদে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসও গতকাল নিরাপত্তাসংক্রান্ত সতর্কতা জারি করে। এতে মার্কিন নাগরিকদের বিমানবন্দর ও এর আশপাশের এলাকা এড়িয়ে চলতে বলা হয়। দূতাবাসের ওয়েবসাইটে বলা হয়, ফ্লাইট বাতিল, আকাশসীমা বন্ধ এবং যাতায়াতে বিঘ্ন ঘটতে পারে। তাই যাত্রীদের নিজ নিজ বিমান সংস্থা ও বিমানবন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফ্লাইটের সর্বশেষ অবস্থা জেনে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সৌদি আরব ও হুতিদের মধ্যে সংঘাত কেন বাড়ছে, তার পেছনে রয়েছে বিমান চলাচল ও সামুদ্রিক পরিবহনে কয়েক মাস ধরে বাড়তে থাকা হুমকি। জুলাই মাসে হুতিরা অভিযোগ করে, সৌদি আরব সানার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বোমা হামলা চালিয়েছে। ইয়েমেনের সৌদি-সমর্থিত সরকার হামলার দায় স্বীকার করে জানায়, ইরানের একটি উড়োজাহাজ যাতে সেখানে অবতরণ করতে না পারে, সে জন্য এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। এর জবাবে হুতিরা সৌদি আরবের বিরুদ্ধে নৌ অবরোধ আরোপের ঘোষণা দেয়।

গত মাসে হুতিরা ইয়েমেনের বন্দরনগরী মোখা ও পেরিম দ্বীপ দখল করে নেয়। তাদের লক্ষ্য ছিল বাব আল-মানদেব প্রণালির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরকে সংযুক্তকারী এই প্রণালি আন্তর্জাতিক নৌ বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পথ।

ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের কারণে হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল ইতিমধ্যে ব্যাহত হয়েছে। এর মধ্যে বাব আল-মানদেব প্রণালিতে জাহাজ চলাচল হুমকির মুখে পড়লে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের সংকট আরও গভীর হতে পারে।

পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে সৌদি-সমর্থিত বাহিনী দাবি করে, তারা হুতিদের দখল করা দুটি এলাকাই পুনরুদ্ধার করেছে। তবে এ দাবি স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। এলাকাগুলোর নিয়ন্ত্রণ কার হাতে রয়েছে, তা নিয়েও বিরোধ রয়েছে।

গত সেপ্টেম্বরে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান ট্রাম্পকে ফোন করে হুতিদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান। লোহিত সাগরের গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ ও সংকীর্ণ প্রণালিগুলোর আশপাশে হুতিদের প্রভাব বাড়তে থাকার প্রেক্ষাপটে তিনি এ অনুরোধ করেন।

সৌদি আরব ও যুক্তরাষ্ট্র পরস্পরের মিত্র হলেও গত মাসে ওয়াশিংটন জানিয়েছিল, ইয়েমেনের এ সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি জড়িত হওয়ার পরিকল্পনা নেই। পরিস্থিতির পরিবর্তন নিয়ে মন্তব্য জানতে টাইম সাময়িকী হোয়াইট হাউসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।

ইয়েমেনে হুতিদের ওপর হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের অংশ নেওয়ার বিষয়টি নতুন করে বিবেচনা করার সময় দেশটির ভেতরে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ নিয়ে জনমতও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যুদ্ধটি নিয়ে মার্কিন নাগরিকদের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে।

আমেরিকান কর্মীদের ছাঁটাই করে

১৭ পৃষ্ঠার পর

করেছে। একই সময়ে, কোম্পানিটি ৬,৩০০টি এইচ-১বি (H-1B) ভিসা এবং প্রায় ৩,০০০টি গ্রিন কার্ডের সুবিধা পেয়েছে।

সহজ কথায় হিসাব করলে দেখা যায়, মাইক্রোসফট যে প্রতিটি কর্মীকে ছাঁটাই করেছে, তার বিপরীতে তারা দেড়জন বিদেশি 'চুক্তিভিত্তিক সেবক' (indentured servant) নিয়োগ দিয়েছে।চ

ইউ.এস. সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (USCIS)-এর তথ্য অনুযায়ী, গত অর্থবছরে মাইক্রোসফট ৬,২৫৮টি এইচ-১বি ভিসার অনুমোদন পেয়েছে; অন্যদিকে শ্রম বিভাগের (Department of Labor) পরিসংখ্যানে ৩,১৫৭টি 'পার্ম' (PERM) আবেদনের তথ্য পাওয়া গেছে।

PERM কর্মসূচি কী?

PERM কর্মসূচি হলো এমন একটি ব্যবস্থা যা DOL (যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম বিভাগ) 'পার্মানেন্ট লেবার সার্টিফিকেশন' বা স্থায়ী শ্রম সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে। যদিও বিষয়টি কেবল এ-১ই ভিসার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, তবুও এটি সাধারণত উচ্চ-দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীদের জন্য নির্ধারিত এই ভিসার সাথেই বেশি যুক্ত; এই ভিসার মেয়াদ সর্বোচ্চ ছয় বছর (দুই মেয়াদে)। এই সময়সীমা পার হওয়ার পর, সংশ্লিষ্ট কোম্পানি ওই অভিবাসী কর্মীর জন্য 'গ্রিন কার্ড'-এর আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

প্রাথমিক এ-১ই প্রক্রিয়ার তুলনায় এই ধাপটি ভিন্ন; এক্ষেত্রে নিয়োগকর্তাকে সরকারের কাছে প্রমাণ করতে হয় যে, গ্রিন কার্ডের আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট পদের জন্য ভিসা-ধারী ব্যক্তিই একমাত্র উপযুক্ত প্রার্থী এবং ওই পদে নিয়োগের জন্য কোনো আমেরিকান-জাত কর্মীকে খুঁজে বের করার যথাযথ চেষ্টা করা হয়েছে।

এই কর্মসূচির সমালোচকদের একটি আপত্তির জায়গা হলো, কোম্পানিগুলো চাইলে কেবল কোনো রবিবারের সংবাদপত্রে পদের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েই দায় সারতে পারে; আর যদি অন্য কেউ আবেদন না করে, তবে সেটিকে 'পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান' বা ব্যাপক খোঁজাখুঁজির প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হতে পারে।

অন্যদিকে, চউজগ প্রক্রিয়ার সমর্থকরা যুক্তি দেন যে, এটি নিয়োগকর্তাদের যেমন স্থিতিশীলতা দেয়, তেমনি এ-১ই ভিসা-ধারী কর্মীদের জন্যও তা স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। কারণ, অনেক কর্মীই হয়তো জীবনসঙ্গী বা সন্তানদের নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ না পেলে তাঁদের জীবনও চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে বা বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

ট্রাম্প প্রশাসন জালিয়াতি ও আমেরিকানদের কর্মসংস্থান হারানোর বিষয়টি তুলে ধরেছে

সোভারলিং, ভ্যান্স এবং প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তারা এইচ-১বি (H-1B) ভিসা থেকে গ্রিন কার্ড পাওয়ার প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সমস্যাগুলো তুলে ধরেন।

তাঁরা সম্ভাব্য জালিয়াতি এবং এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া কর্মীদের কর্মসংস্থান হারানোর দীর্ঘদিনের উদ্বেগের বিষয়গুলো সামনে নিয়ে আসেন।

ট্রাম্প প্রশাসনের শ্রমসচিব জানান, তাঁর বিভাগ এর আগে ২২ বিলিয়ন ডলারের ভিসা জালিয়াতি শনাক্ত করেছিল; তবে বৃহস্পতিবার (০৮ অক্টোবর) যে পদক্ষেপের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, তা তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো এমন জালিয়াতি রোধ করা, যা আমেরিকান কর্মীদের ক্ষতিগ্রস্ত করে "বিদেশি কর্মী দিয়ে আমাদের দেশকে প্লাবিত" করেছিল।

তিনি বলেন, "জালিয়াতি কেবল চাকরি পাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। ওই চাকরিটি বিদেশি কর্মী ও তাঁদের পরিবারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের এবং শেষ পর্যন্ত আমেরিকার নাগরিকত্ব অর্জনের একটি পথ হয়ে দাঁড়ায়। আর এর মূল্য কাকে দিতে হয়? আমেরিকান কর্মীদের।"

সভারলিং বলেন, কোম্পানিগুলোকে দীর্ঘ সময় ধরে এইচ-১বি (H-1B) কর্মসূচির আওতায় সস্তা শ্রম আনার সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং যারা অভিবাসন বিধিমালা লঙ্ঘন করে এমনটা করছে, প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে তদন্ত চালাচ্ছে।

সমর্থকদের যুক্তি হলো, এইচ-১বি (H-1B) ভিসা অপরিহার্য; কারণ নির্দিষ্ট কিছু কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা বা আগ্রহ ও সক্ষমতা সম্পন্ন যথেষ্ট সংখ্যক আমেরিকান-জন্মসূত্রে প্রাপ্ত কর্মী পাওয়া যায় না।

ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যান্স আরো বলেন, আমেরিকানরা খামারে, তথাকথিত 'নোংরা কাজ'-এ কিংবা ব্যবসা ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কাজ করবে না-এমন ধারণা পোষণ করা অপমানজনক; তিনি আরও যোগ করেন যে, দেশের ভবিষ্যৎ গড়ার মতো যোগ্যতা আমেরিকানদের নেই-এ কথাটি একটি মিথ্যা।

তবে এর আগে ভ্যান্স উচ্চ-দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীদের জন্য নির্ধারিত ভিসা কর্মসূচির কিছু ইতিবাচক দিকের কথা উল্লেখ করেছিলেন; এ ক্ষেত্রে তিনি ইলন মাস্কের উদাহরণ টানেন, যিনি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত লাভজনক ভূমিকা রেখেছেন।

মাইক্রোসফটের প্রধান নির্বাহীকে সম্মাননা প্রদান নিয়ে

বক্তৃতাপর্বের পর ভ্যান্সের প্রথম প্রশ্নটি ছিল বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে প্রযুক্তি খাতের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অংশগ্রহণে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সেখানে মাইক্রোসফটের প্রধান নির্বাহী সত্য নাদেলাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তাদের হাতে সম্মাননা পদক তুলে দিয়েছেন; অথচ নাদেলার কোম্পানিকেই বর্তমানে 'পিইআরএম' (PERM) কর্মসূচি থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

"মাইক্রোসফট একটি চমৎকার আমেরিকান কোম্পানি এবং তাদের সাথে আমাদের অত্যন্ত ভালো সম্পর্ক রয়েছে। তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে," কর্মী ছাঁটাইয়ের বিষয়টি পুনরায় উল্লেখ করার আগে ভ্যান্স এ কথা বলেন। "মাইক্রোসফটের প্রতি আমাদের বার্তাটি এমন নয় যে আমরা তাদের কোম্পানির ক্ষতি করতে চাই; বরং আমরা চাই কোম্পানিটি সমৃদ্ধ হোক-তবে সেই সমৃদ্ধি আসুক আপনারই সহ-নাগরিক আমেরিকানদের কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নের মধ্য দিয়ে।"

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কর্তৃক সম্মানিত হওয়া অন্যান্য প্রযুক্তি-নির্বাহীদের মধ্যে রয়েছেন স্পেস এক্স এবং টেসলার ইলন মাস্ক, ডেল কম্পিউটার্সের মাইকেল ডেল এবং এনভিডিয়ার সিইও জেনসেন হুয়াং।

জ্যাকসন হাইটসের নির্বাচনী

৩২ পৃষ্ঠার পর

মোহাম্মদ কালাম ভূইয়া, সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা নাদের আইয়ুব, সিলেট সদর সমিতি ইউএস'র সভাপতি সাইফুর খান হারুন, ব্রাক্ষণবাড়িয়াকমিউনিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহীনুর রহমান শাহীন, ওজনপার্ক নির্বাচন পরিচলনা কমিটির সদস্য সচিব মির্জা মাহমুদুল হাসান প্রমুখ। সভায় প্যানেল নিয়ে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন এম ও জি রাসেল ভূইয়া। সভাপরিচালনা করেন বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি ইউএসএ'র সভাপতি ইউনুস সরকার ও সিদ্দিক পাটোয়ারী।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা ওয়ালিউল্লাহআতিকুর রহমান। এর আগে ব্যক্তিগত জরুরী কাজের জন্য চলে যেতে হয় বিধায় বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সাবেক সভাপতি , বিশিষ্ট রাজনীতিক ও মুক্তিযোদ্ধা মজিবুর রহমান মিয়া শুভেচ্ছা বক্তব্যে 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের প্রতিসর্বাত্বক সমর্থন জানান। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন কুইন্স সোসাইটির সভাপতি ও ব্রাক্ষণবাড়িয়া সোসাইটির সাবেক সভাপতি কাজী তোফায়েল ইসলাম।

উল্লেখ্য, সভায় সোসাইটির আগামী নির্বাচনে 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাবী বৃহত্তর কুমিল্লার ৬জন প্রার্থীকে সভায় বিশেষভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় এবং তারা এ সকলে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

প্রার্থীরা হলেন- সহ সভাপতিপদপ্রার্থী, বর্তমান সোসাইটির সহ সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম ভূইয়া, বর্তমান কোষাধ্যক্ষ ও পুনরায় একই পদেপ্রার্থী মফিজুল ইসলাম ভূইয়া, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক বি মেহের চৌধুরী, কার্যকরী পরিষদ পদপ্রার্থী সিদ্দিকপাটোয়ারী, প্রফেসর মোহাম্মদ আব্দুল বাছির ও কাওছার আলম।

সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার নাসির খান পল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী নিয়াজ আহমেদ জুয়েল, খুলনা সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি ওয়াহিদ কাজী এলিন, কুমিল্লা সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি জাকির হোসেন, কসবা সমিতি ইউএসএ'র উপদেষ্টা মোহাম্মদনাসিম, 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক টি মোল্লা সহ রেজাউল করীম, আবুল ভূইয়া সন্দিপী, মোস্তফা মামুন মজুমদার, কবীর হোসেন প্রমুখ।

সভায় আজমল হোসেন কুনু তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কথা তুলে ধরে বলেন, আগেও বলেছি, এখনো বলছিসোসাইটির নির্বাচন ঘিরে কোন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, আশ্বাস দেবো না। সোসাইটির কোন অর্থ অপচয় করবো না। তবেপ্রয়োজনের জন্য যা করা দরকার তাই করবো। আমরা সোসাইটির নির্বাচন নিয়ে মিথ্যার রাজনীতি করতে চাই না, বা প্রতিশ্রুতি দিতে চাই না। তিনি বলেন, আমাদের ব্যক্তিগত নামের জন্য সোসাইটির একটি অর্থও ব্যয় করবো না।যেদিন সোসাইটির একাউন্টে ভবন কেনার অর্থ জমা থাকবে সেদিনই ভবন কিনবো। তিনি বলেন, আমরা নির্বাচিত হলে আমাদের প্রথম কাজ হবে ফিউনেরাল হোম প্রতিষ্ঠা করা।

ফিরোজ আহমেদ বলেন, আমরা জবাবদিহীমূলক সোসাইটি গড়তে চাই। নিউ ইমিগ্র্যান্টদের চাকরীর সুযোগের পথদেখানো, নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটে বিমান চালু সহ প্রবাসীদের সমস্যা মোকাবেলায় তিনি কতিপয় কর্মসূচীবাস্তবায়নের প্রতিশ্রুত দেন এবং নতুন প্রজন্মকে সোসাইটীমুখী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বাবুল চৌধুরী বলেন, আমাদের শেষ ঠিকানা কবরস্থান নিয়ে সোসাইটিতে ছিনিমি খেলতে দেয়া হবে না। তিনি প্রশ্নরেখে বলেন, যারা দুই বছরের দায়িত্ব পালন করতে পারেনি, তারা আবার তিন বছর সময় বাড়িয়ে কি দায়িত্ব পালনকরবেন? তিনি বলেন, আমরা জবাবদিহিমূলক সবার সোসাইটি চাই। এজন্য 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের বিকল্প নেই।

সভায় আবুল কালাম ভূইয়া, মফিজুল ইসলাম ভূইয়া ও সিদ্দিক পাটোয়ারী বলেন, আমরা বিগত নির্বাচনে'সেলিম-আলী' প্যানেল থেকে নির্বাচন করে বিজয়ী হয়েছিলাম। কিন্তু কমিটির কর্মকতাদের অস্বচ্ছতা, স্বজনপ্রীতিআর বৃহত্তর চাঁপুরবাসীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে আমরা 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের সাথে সম্পৃক্ত হবেনির্বাচন করছি। আজকের সভায় বৃহত্তর চাঁদপুরবাসী যে ঐক্যের দৃষ্টান্ত করেছে তা সোসাইটি তথঅ কমিউনিটিরইতিহাসে দৃষ্টন্ত হয়ে থাকবে।

জামাল উদ্দিন আহমেদ জনি প্রশ্ন রেখে বলেন, ৯০ হাজার ডলার কিভাবে ইফতারে খরচ হয়, ২৪ হাজার ডলার ফটোকার্ড, ম্যাগাজিনে খরচ হয়েছে-তার হিসাব দিতে হবে। কবর ক্রয়ের অর্থ কেন ফেরৎ আনা হলো তার ব্যাখ্যা দিতে হবেএবং বিদায়ী কমিটিকে আগের মূল্যেই সোসাইটির কবর ক্রয় করে দিতে হবে। তিনি আজমল হোসেন কুনু ও ফিরোজআহমেদ-কে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করে এই প্যানেল-কে জয়যুক্ত করার অনুরোধ জানান।

সভায় 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন জামাল আহমেদ জনি। প্যানেলের প্রার্থীর হলেন: সভাপতি- আজমল হোসেন কুনু, সিনিয়র সহ সভাপতি- দুলাল বেহেদু, সহ সভাপতি- আবুল কালাম ভূইয়া, সাধারণসম্পাদক-ফিরোজ আহমেদ, সহ সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ নওশাদ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ- মফিজুল ইসলাম ভূইয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক- মোহাম্মদ জামিল আনসারী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- আহমেদ আর চৌধুরী, জনসংযোগ ও প্রচারসম্পাদক- সৈয়দ গৌসুল হোসাইন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- কয়েস আহমেদ, সাহিত্য সম্পাদক- মোহাম্মদ এ আখতার, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক- মোর্শেদ আলম, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক- মোহাম্মদ মাইন উদ্দিন, মহিলা ও শিশু বিষয়কসম্পাদক- বেগম এম চৌধুরী, যুব ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক- কাজী আর হাসান এবং কার্যকরী সদস্য- সিরাজুদ্দিন হক, মোহাম্মদ এ সিদ্দিক, মোহাম্মদ আবুল বাসার, মাসুদুল হক সানু, মোহাম্মদ কাওসার আলম ও মোহাম্মদ এম ইসলাম।

নৈশভোজের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে। উল্লেখ্য, আগামী ২৫ অক্টোবর, রোববার নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।-প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

ডেমোক্র্যাটদের বেশি প্রচার করছে

৯ পৃষ্ঠার পর

সমালোচনা করেন। তিনি বিশেষভাবে মিশিগানের ডেমোক্র্যাটিক সিনেট প্রার্থী আবদুল এল-সাইয়েদের সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করেন। ৫ অক্টোবর ফক্স নিউজের 'দ্য স্টোরি উইথ মার্থা ম্যাককালাম' অনুষ্ঠানে এল-সাইয়েদের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ওই সাক্ষাৎকারকে 'সফটবল' সাক্ষাৎকার হিসেবে বর্ণনা করে অভিযোগ করেন, ফক্স নিউজ তার সঙ্গে একই ধরনের সাক্ষাৎকার নেয় না। তিনি আরও দাবি করেন, তার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সমাবেশগুলোও পরদিন সকালে ফক্স নিউজে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করা হয় না।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অভিযোগের মূল বক্তব্য হলো, ফক্স নিউজ বর্তমানে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীদের বেশি প্রচারের সুযোগ দিচ্ছে এবং রিপাবলিকান ও ম্যাগা-সমর্থিত প্রার্থীদের যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে না। এ কারণে তিনি নেটওয়ার্কটির বর্তমান রাজনৈতিক কভারেজ নিয়ে প্রকাশ্যে অসন্তোষ জানান।

তবে এল-সাইয়েদের ওই সাক্ষাৎকারটি পুরোপুরি সহজ বা একতরফা ছিল-এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ফক্স নিউজের নিজস্ব প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাক্ষাৎকারে এল-সাইয়েদের জর্জ সোরোস ও তার পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক, রাজনৈতিক অর্থায়ন এবং করপোরেট অর্থ গ্রহণের বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। ইরান, সন্ত্রাসবাদ ও তার রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েও তাকে একাধিক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়।

ফলে ফক্স নিউজ ডেমোক্র্যাটদের রিপাবলিকানদের তুলনায় সামগ্রিকভাবে বেশি প্রচার করছে-এটি বর্তমানে ট্রাম্পের অভিযোগ হিসেবেই উপস্থাপন করা উচিত। এ দাবির পক্ষে কোনো নিরপেক্ষ তুলনামূলক সম্প্রচার-পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি।

২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচন সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক প্রচারণা জোরদার হওয়ার সময়েই ট্রাম্পের এই মন্তব্য সামনে এলো। বিশেষ করে মিশিগানের সিনেট নির্বাচনসহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন নির্বাচনী লড়াইয়ে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানদের প্রচারণা বাড়ছে।

ট্রাম্প ও ফক্স নিউজের মধ্যে রাজনৈতিক কভারেজ নিয়ে মতবিরোধ নতুন নয়। তবে এবারের মন্তব্যে তিনি বিশেষভাবে নির্বাচনী প্রার্থীদের প্রচার এবং নিজের রাজনৈতিক সমাবেশের সংবাদ পরিবেশনের ধরন নিয়ে ফক্স নিউজের সমালোচনা করেছেন।

নির্বাচনী প্রচারণায় ট্রাম্পকে সঙ্গে

৯ পৃষ্ঠার পর

হতেই হতো। কাজটা আমাকেই করতে হতো।'

তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন তার "জনসভার ভিড় এবং মানুষের উৎসাহ অবিশ্বাস্য!" তিনি আরও বলেন, 'আমরা সব জায়গার নির্বাচনী লড়াইগুলোর হিসাব-নিকাশ বদলে দিচ্ছি... সবকিছু ঘটছে!'

অন্য আরেকটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'আমার জনসভাগুলো আবারও রিপাবলিকান পার্টিকে রক্ষা করছে!' সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় বিষয়টি নিয়ে কোনো প্রশ্ন না করা সত্ত্বেও তিনি বারবার এই প্রসঙ্গে ফিরে আসেন। একপর্যায়ে তিনি দাবি করেন, জনসভাগুলো পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিয়েছে। - সিএনএন

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সেই ভাইরাল স্যুট

৭ পৃষ্ঠার পর

সিএনএনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ট্রাম্পের স্যুটটি বাংলাদেশ অথবা চীনে তৈরি হয়ে থাকতে পারে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের স্যুটটি সম্ভবত চীন বা বাংলাদেশে তৈরি। অথচ যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনশিল্প ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। একজন প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে এমন বার্তা হয়তো সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এদিকে ট্রাম্পের পরা স্যুটটি বাংলাদেশেই তৈরি বলে জানিয়েছেন ইউনিভার্সাল মেনসওয়্যার লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শরীফ জহির। প্রতিষ্ঠানটি নারায়ণগঞ্জের আদমজী রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে অবস্থিত।

শরীফ জহির দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে বলেন, একজন ধনকুবের প্রেসিডেন্ট যখন গর্বের সঙ্গে বাংলাদেশে তৈরি সাশ্রয়ী দামের স্যুট পরেন, তখন তা আমাদের কারিগরি দক্ষতা ও সাশ্রয়ী উৎপাদন সক্ষমতার অনেক কিছুই তুলে ধরে। তিনি আরও বলেন, "এটি আমাদের দক্ষ কর্মীদের জন্য গর্বের মুহূর্ত। এর সঙ্গে এটি আমাদের গড়ে তোলা বিশ্বমানের পোশাকশিল্পের সাফল্যেরও প্রতিফলন।" প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, ইউনিভার্সাল মেনসওয়্যার লিমিটেড পুরুষদের স্যুট, জ্যাকেট, ওভারকোট ও ট্রাউজারসহ বিভিন্ন ধরনের পোশাক প্রস্তুতকারী পূর্ণাঙ্গ সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির দাবি, পাঁচ লাখ বর্গফুট আয়তনের কারখানাটি বিশ্বের এ ধরনের বৃহত্তম ও অত্যাধুনিক উৎপাদনকেন্দ্রগুলোর অন্যতম।

ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, কারখানাটিতে স্বয়ংক্রিয় কাটিং ব্যবস্থা, বিশেষায়িত সেলাই ও প্রেসিং মেশিন রয়েছে। পাশাপাশি উৎপাদন ও সংরক্ষণ এলাকার সর্বত্র পণ্য পরিবহনে কনভেয়ারভিত্তিক ব্যবস্থাও ব্যবহার করা হয়।

আরও বলা হয়েছে, পোশাক তৈরির শিল্পে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও বৈচিত্র্যময় একটি দলের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটি উদ্ভাবনী নকশা, উন্নতমানের উপকরণ এবং সর্বোচ্চ উৎপাদনমানের সমন্বয়ে গ্রাহকদের জন্য মানসম্মত পণ্য তৈরি করে।

জ্বালানির দাম-কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশ্ব

৭ পৃষ্ঠার পর

দেন ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা। আইএমএফের ২০২৬ সালের বার্ষিক সভার আনুষ্ঠানিক সূচনাপর্বের এ অনুষ্ঠানে সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্ট থারমান শানমুগারত্নমের সঙ্গে ফায়ারসাইড চ্যাটেও অংশ নেন তিনি। বক্তব্যে বৈশ্বিক অর্থনীতির বর্তমান পরিস্থিতি ও সামনে থাকা চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেন জর্জিয়েভা। আগামী ১২ থেকে ১৮ অক্টোবর ব্যাংককে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক সভা থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

আইএমএফের সাম্প্রতিক মূল্যায়ন অনুযায়ী, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের কারণে জ্বালানি সরবরাহে যে ধাক্কা তৈরি হয়েছে, তা বিশ্ব অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতির নতুন চাপ সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ করে জ্বালানি আমদানিনির্ভর দেশগুলোতে এর প্রভাব বেশি পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

জর্জিয়েভা বলেন, আমাদের ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক প্রতিবেদনে দেখা যাবে, বসন্তকাল থেকে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। তবে সামগ্রিক গড়ের আড়ালে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে রয়েছে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য। তিনি বলেন, এ বছর প্রবৃদ্ধিতে সবচেয়ে বড় আঘাত এসেছে যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিগুলোতে। ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পঞ্চম বছরে, উপসাগরীয় অঞ্চলের যুদ্ধ চলছে অষ্টম মাসে। পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আরও অনেক সংঘাত অব্যাহত রয়েছে। এসব সংঘাত মানুষের জীবন ধ্বংসের পাশাপাশি বৈশ্বিক অর্থনীতিকেও ক্ষতি করছে। অন্য ঝুঁকিপূর্ণ দেশেও প্রবৃদ্ধিতে তুলনামূলক ছোট ও বিচ্ছিন্ন আঘাত দেখা যাচ্ছে। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে এমন অর্থনীতি, যেগুলো জ্বালানি আমদানির ওপর নির্ভরশীল এবং অর্থনৈতিক ধাক্কা সামাল দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত নীতিগত সক্ষমতা নেই। তবে কয়েকটি দেশে প্রবৃদ্ধির হার বাড়তেও দেখা যাবে। আর এখানেই আসে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা।

জর্জিয়েভা বলেন, এআইকে ভালোবাসুন, অপছন্দ করুন কিংবা ভয় পান- এআই এখন বাস্তবতা। বিশ্ব অর্থনীতিতে বিভিন্ন দেশের আপেক্ষিক অবস্থান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নির্ধারণে এটি দ্রুতই গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হয়ে উঠছে।

জর্জিয়েভা বলেন, এআই খাতে বৈশ্বিক বিনিয়োগ জিডিপির যে অনুপাতে হচ্ছে, তা রেলপথ নির্মাণ, বিদ্যুৎ গ্রিড স্থাপন কিংবা টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার সময় হওয়া বিনিয়োগের মাত্রায় পৌঁছাবে এবং সম্ভবত তা ছাড়িয়েও যাবে। আমাদের হিসাব অনুযায়ী, এআই হার্ডওয়্যার ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিপণ্য এখন বিশ্বের মোট পণ্য বাণিজ্যের এক-দশমাংশেরও বেশি এবং এই অংশ ক্রমেই বাড়ছে।

তবে এই প্রক্রিয়া আজকের এআইনির্ভর অর্থনীতিগুলোকে এগিয়ে নিলেও বিশ্বের অধিকাংশ দেশের অর্থনীতিকে তা অনেকাংশে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। ফলে বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক বৈষম্য আরও বাড়ার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে।'

এআইয়ের প্রসার জ্বালানির চাহিদাও বাড়িয়ে দিচ্ছে। আর এখানেই আসে আমাদের বার্ষিক সভায় আলোচনার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়- জ্বালানির ক্রমবর্ধমান ব্যয়। এর সঙ্গে বাড়ছে সার, খাদ্য ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প উপকরণের দাম। এ বছর শক্তিশালী এল নিনোর কারণে খাদ্যনিরাপত্তা আরও বড় ঝুঁকির মুখে পড়েছে। এসব কারণে মূল্যস্ফীতি বাড়ছে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমছে। এখন পর্যন্ত জ্বালানির দামের ধাক্কা বড় হলেও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে। এর পেছনে রয়েছে জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি, জ্বালানির উৎসে বৈচিত্র্য আনা, মজুত জ্বালানি বাজারে ছাড়া, সরবরাহব্যবস্থার দ্রুত অভিযোজন এবং চাহিদা ও সরবরাহের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

তবে উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে জ্বালানি সরবরাহের প্রবাহ পুনরুদ্ধার এখনো অনিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও, ঝুঁকি, উচ্চ পরিবহন ব্যয় এবং অন্য কারণের প্রতিফলন হিসেবে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি প্রায় ১০০ ডলার রয়েছে।

সরকারি ঋণের বৃদ্ধি বড় উদ্বেগ

জর্জিয়েভা বলেন, এখন আমরা বৈশ্বিক অর্থনীতিকে প্রভাবিত করা তৃতীয় প্রধান কারণটির দিকে আসছি- অতিরিক্ত রাজস্ব ঘাটতি, সরকারি ঋণের রেকর্ড পরিমাণ ও ঋণ পরিশোধের ব্যয় বেড়ে যাওয়া।

বিশ্বের সরকারি ঋণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে কোনো সময়ের তুলনায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের কাছাকাছি রয়েছে। ঋণের এই বোঝা শিগগির জিডিপির ১০০ শতাংশ ছাড়িয়ে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে উন্নত অর্থনীতিগুলোই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। এসব দেশের কয়েকটিতে মোট সরকারি ঋণের পরিমাণও সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। উদীয়মান বাজারের দেশগুলোর ঋণ-জিডিপি অনুপাত সাধারণত তুলনামূলকভাবে কম এবং নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে তা আরও কম। তবে এ তুলনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে। উন্নত অর্থনীতির তুলনায় উদীয়মান বাজার ও নিম্ন আয়ের দেশগুলোর ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা কম, কারণ এসব দেশের রাজস্ব আয়ও তুলনামূলকভাবে কম।

সমন্বিত নীতিগত পদক্ষেপ

আন্তজাতিক মুদ্রা তহবিলের প্রধান বলেন, বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় জরুরি ও সমন্বিত নীতিগত পদক্ষেপ প্রয়োজন। প্রথমে মুদ্রানীতি নিয়ে বলি। অনেক দেশেই দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি মূল্যস্ফীতি বড় ধরনের উদ্বেগের কারণ হয়ে আছে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এ পরিস্থিতি সাড়ে পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলছে। দীর্ঘমেয়াদি মূল্যস্ফীতির প্রত্যাশা এখনো স্থিতিশীল থাকায় আমরা কিছুটা স্বস্তি পাই।

এআই অবকাঠামো নির্মাণের ব্যাপক উত্থান মূল্যস্ফীতির চাপ তৈরি করছে। জ্বালানি ও খাদ্যের ধাক্কাও মূল্যস্ফীতির চাপ বাড়াচ্ছে। শুল্ক, প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় ও উচ্চ সরকারি ঋণও মূল্যস্ফীতির কারণ হতে পারে। এর সঙ্গে সাম্প্রতিক উচ্চ মূল্যস্ফীতির অভিজ্ঞতাও মানুষের স্মৃতিতে এখনো তাজা।

এ অবস্থায় অনেক দেশের মুদ্রানীতিতে সতর্কভাবে কঠোর অবস্থান নেওয়ার উপযুক্ত সময়। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ, ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ব্যাংক অব জাপান সুদের হার বাড়িয়ে কঠোর অবস্থানের বার্তা দিয়েছে, যা যথাযথ পদক্ষেপ। এতে ভবিষ্যতে নীতি সুদের হার নিয়ে বাজারের প্রত্যাশাতেও পরিবর্তন এসেছে।

জর্জিয়েভা বলেন, এআই খাতে অর্থনৈতিক ও আর্থিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রীভবন বাড়ছে। তাই মনে রাখা দরকার- নতুন প্রযুক্তির স্বল্পমেয়াদি প্রভাবকে আমরা সাধারণত বেশি মূল্যায়ন করি, আর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবকে কম মূল্যায়ন করি। এআই অবকাঠামোর বর্তমান উত্থান থেকে এর সুফল বাস্তবে পাওয়ার মধ্যবর্তী সময়েই সবচেয়ে বড় ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

কোম্পানিগুলোর শক্তিশালী আয় শেয়ারের দাম ও সম্পদের মূল্য বাড়াচ্ছে। তবে আয় প্রত্যাশার চেয়ে কম হলে হাইপারস্কেলার প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর উচ্চ ঋণভার এবং বিশ্বজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারে থাকা বিপুল বিনিয়োগ সেই হতাশাকে ব্যাপক অর্থনৈতিক ধাক্কায় রূপ দিতে পারে।

কালো গায়ের রঙের জন্য ঢোকা বারণ

১৩ পৃষ্ঠার পর

গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধের জন্য ব্যক্তিগতভাবে ফৌজদারি বিচারের মুখোমুখি হতে পারেন।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে বিচারপতি

২০০৩ সালে পিল্লাই আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (ওঈঈ) বিচারপতি নির্বাচিত হন। গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ এবং নির্দিষ্ট শর্তে আগ্রাসনের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের জন্য এই স্থায়ী আদালত গঠিত হয়েছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার প্রধান

২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ তাঁকে নিয়োগ করার পর পিল্লাই রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০১৪ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে ছিলেন। এই পদে থাকাকালীন তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের দফতর (ঙঐঈঐজ)-এর নেতৃত্ব দেন। বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার রক্ষা ও প্রসারের কাজ করে এই সংস্থা। তাঁর দায়িত্বের মধ্যে ছিল রাষ্ট্রের জবাবদিহি, বৈষম্য, নাগরিক স্বাধীনতা, সংঘাত এবং দুর্বল ও বিপন্ন জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে কাজ করা। হাইকমিশনার হিসেবে পিল্লাই সকল মানুষের জন্য সমানভাবে মানবাধিকার নিশ্চিত করার পক্ষে সওয়াল করেন। পাশাপাশি, যাঁরা মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করেন, তাঁদের নিরাপত্তা এবং গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় দোষীদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার উপরেও জোর দেন। ২০১৪ সালে তাঁর এই দায়িত্বের মেয়াদ শেষ হয়। তবে আন্তর্জাতিক আইন এবং মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর কাজ পরবর্তী সময়েও ন্যায়বিচার ও অপরাধের দায়বদ্ধতা নিয়ে বিশ্বজুড়ে আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে।

বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই

১২ পৃষ্ঠার পর

একাডেমিক পরিসর, এই যাত্রা তাঁকে ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার আন্দোলনের আরও বৃহৎ পরিসরে নিয়ে যায়।

১৯৯৫ সাল তাঁর জীবনে আরেকটি মোড়। ওই বছর দক্ষিণ আফ্রিকার হাইকোর্টে অস্থায়ী বিচারক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর জাতিসংঘের রুয়ান্ডাবিষয়ক আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বা ওঙ্গঞ্জ-এর বিচারক নির্বাচিত হন তিনি। চার বছর পর, ১৯৯৯ সালে তিনি ট্রাইব্যুনালের সভাপতি হন। এই আদালতেই তাঁর বিচারিক জীবনের কয়েকটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচিত হয়।

রুয়ান্ডার গণহত্যা বিচার আন্তর্জাতিক আইনের ইতিহাসে নতুন অনেক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। বিশেষভাবে আলোচিত হয় জ্যঁ-পল আকায়েসু মামলা। এই মামলার রায়ে প্রথমবারের মতো কোনো আন্তর্জাতিক আদালত ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতাকে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে গণহত্যার একটি উপাদান এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বিচারক পিল্লাই সেই ঐতিহাসিক বিচারিক প্রক্রিয়ার অংশ ছিলেন। এর ফলে যুদ্ধের সময় নারীর ওপর সংঘটিত যৌন সহিংসতাকে 'অনিবার্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া' হিসেবে দেখার পুরোনো ধারণা আন্তর্জাতিক আইনে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে।

রুয়ান্ডা ট্রাইব্যুনালে প্রায় আট বছর কাজ করার পর পিল্লাই ২০০৩ সালে নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগে নবগঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত বা ওঙ্গঙ্গ-এর বিচারক হন। সেখানে পাঁচ বছর দায়িত্ব পালনের পর ২০০৮ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব নেন। ২০১৪ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে ছিলেন। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মানবাধিকার লঙ্ঘন, যুদ্ধ, জাতিগত সংঘাত, সংখ্যালঘু নির্যাতন ও রাষ্ট্রীয় জবাবদিহির প্রশ্নে তাঁর কণ্ঠ অনেক সময়ই ছিল কঠোর এবং অস্বস্তিকর, বিশেষ করে ক্ষমতাবানদের জন্য।

বয়স বাড়লেও আন্তর্জাতিক বিচার ও মানবাধিকারের কাজ থেকে সরে যাননি পিল্লাই। ২০২১ সালে জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড, পূর্ব জেরুজালেম ও ইসরায়েলসংক্রান্ত স্বাধীন আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন গঠন করলে তাঁকে এর চেয়ারম্যান করা হয়। গাজা ও ইসরায়েলকে ঘিরে সংঘাতের সময়ও কমিশনটির কাজ আন্তর্জাতিক আলোচনার কেন্দ্রে আসে। কমিশনের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে ইসরায়েল তীব্র আপত্তি জানিয়েছে, কিন্তু পিল্লাই আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে তদন্ত ও জবাবদিহির প্রয়োজনীয়তার অবস্থান ধরে রেখেছেন।

বাংলাদেশের পাঠকের কাছে তাঁর জীবনের আরেকটি অধ্যায় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মিয়ানমারের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গা গণহত্যার অভিযোগে গাম্বিয়ার করা মামলায় ২০১৯ সালে নাভি পিল্লাইকে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে বিচারক অ্যাডহক হিসেবে মনোনীত করে গাম্বিয়া। ১০ ডিসেম্বর ২০১৯ তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নেন। ২০২০ সালের জানুয়ারিতে সেই মামলায় আইসিজে মিয়ানমারকে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যামূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ এবং সংশ্লিষ্ট প্রমাণ সংরক্ষণের জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেয়। ২০২২ সালে মামলার এখতিয়ারসংক্রান্ত রায়েও বিচারক পিল্লাই বেঞ্চে ছিলেন।

এবারের নোবেল শান্তি পুরস্কারের অর্থমূল্য ১২ মিলিয়ন সুইডিশ ক্রোনা, প্রায় ১২ লাখ মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ। আগামী ১০ ডিসেম্বর আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুবার্ষিকীতে অসলোতে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কারটি তুলে দেওয়া হবে। এ বছর শান্তি পুরস্কারের জন্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে ২৮৭টি মনোনয়ন জমা পড়েছিল। নাভি পিল্লাইয়ের গল্পের সবচেয়ে বড় বিষয় হয়তো পুরস্কারের অঙ্ক কিংবা তাঁর নামের পাশে যুক্ত হওয়া 'নোবেলজয়ী' পরিচয় নয়। তাঁর জীবনের শুরু হয়েছিল এমন এক সমাজে, যেখানে জন্মপরিচয়ের কারণে একজন মানুষের অধিকার সীমিত করে দেওয়া হতো।

অনলাইনে
পরিচয় পড়তে
স্ক্যান করুন

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

MLS

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

■ Now Hiring Sales Persons
■ Free Training (Free course fees for selected people)
■ Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

☑ TAX FILING ☑ NOTARY PUBLIC
☑ IMMIGRATION ☑ TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490 OPEN 7 DAYS A WEEK

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টিডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন

LOWEST GUARANTEED PRICES

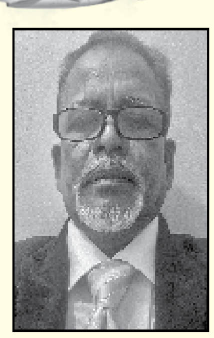

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

الإمارات Emirates
الاتحاد ETIHAD AIRWAYS
QATAR AIRWAYS القطرية
KUWAIT AIRWAYS
TURKISH AIRLINES
السعودية SAUDIA
DELTA

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানরা প্রতিনিধি পরিষদের (হাউস) নিয়ন্ত্রণ হারালে কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়াবেন

৯ পৃষ্ঠার পর

কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, ৩ নভেম্বরের নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির (জিওপি) সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা হাতছাড়া হলে তাঁর ভবিষ্যৎ কী হবে। তিনি বলেন, "ঈশ্বর না করুন, যদি আমরা এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা যা-ই হোক তা হারিয়ে ফেলি, তবে জানি না আমার জীবনের পরবর্তী অধ্যায় কী হবে।" এ বিষয়ে আরও জানতে চাইলে লুইজিয়ানার এই রিপাবলিকান নেতা 'মাইনরিটি লিডার' বা বিরোধী দলীয় নেতা হওয়ার চেষ্টার পরিবর্তে নিজ শহরে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "ঈশ্বর যদি আমাদের হৃদয়ে এমন কোনো ইঙ্গিত দেন যে আমাদের-মানে, আমার-নিজ শহর শ্রেভপোর্টে ফিরে গিয়ে লন বা বাগান পরিচর্যার ব্যবসা শুরু করা উচিত, তবে আমি সমান উদ্দীপনা নিয়েই তা করব।"

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ঘোরতর সমর্থক স্পীকার জনসন বারবার ভবিষ্যদ্বাণী করে আসছেন যে রিপাবলিকানরা মধ্যবর্তী নির্বাচনের ঐতিহাসিক ধারা ভেঙে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বাড়াবে; তাই তিনি পরাজয়ের মতো বিকল্প পরিস্থিতির কথা ভাবছেন না বলেই জোর দিয়ে বলেন। সম্ভাব্য পরাজয়ের জন্য তিনি যে দায়ী হতে পারেন-এমন কোনো ইঙ্গিতও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। ফক্স নিউজকে তিনি বলেন, "আমরা যদি হাউস বা প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ হারাই, তবে তার কারণ হবে জনগণকে বিভ্রান্ত করা।" তিনি আরও জানান যে নির্বাচনের আগে প্রচারণার কাজে তিনি "বিরামহীনভাবে ভ্রমণ" করছেন এবং নির্বাচনের আগ পর্যন্ত প্রতিনিধি পরিষদের কার্যক্রম স্থগিত (রিসেস) রেখেছেন।

বেশ কয়েকটি স্টেটে ইতিমধ্যে আগাম ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। এমন সময়ে জনসনের এই মন্তব্যগুলো এল, যখন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং ইরান-সংক্রান্ত যুদ্ধের মতো বিষয়গুলো কংগ্রেস ও ট্রাম্প প্রশাসনের ওপর রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ভোটারদের মতামতের ওপর প্রভাব ফেলছে।

স্পীকার জনসন এর আগেও রিপাবলিকানদের পরাজয়ের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন-মূলত তহবিল সংগ্রহ ও ভোটারদের উপস্থিতি বাড়ানোর লক্ষ্যে। তিনি সতর্ক করেছেন যে ডেমোক্র্যাটদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের অর্থ হতে পারে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আবারও অভিশংসনের (ইমপিচমেন্ট) চেষ্টা।

বর্তমানে প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকানদের সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, তবে আগামী মাসে ভোট গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এর নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে, তা নিশ্চিত হওয়া যাবে না।

জয়ী হই বা না হই সোসাইটির পাশে থাকবো, শিক্ষা বৃত্তি প্রদানে সহযোগিতা করবো - সিনিয়র সহ সভাপতি পদপ্রার্থী দুলাল বেহেদু

৩৭ পৃষ্ঠার পর

(একাংশ) সভাপতি মইনুল ইসলাম, নারায়নগঞ্জ সমিতির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ মহসিন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ও মূলধারার রাজনীতিক শেখ শাহজাহান।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা ও সাভার উপজেলা এসোসিয়েশনের সভাপতি এবংঅনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির আহবায়ক আমানুল্লাহ আমান। সভায় দুলাল বেহেদু সহ অতিথিবৃন্দ ছাড়াওঅন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা শেখ সালাউদ্দিন খোকন ও মুক্তিযোদ্ধা আজাদ হোসেন, মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুর সমিতির সাবেক সভাপতি শাহাদৎ হোসেন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আমজাদ হোসেন সেলিম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট নূর আমিন, মিজানুর রহমান মিজান, সৈয়দ এ আর ফারুক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। যৌথভাবে সভা পরিচালনা করেন আসাদ জামান ও আয়োজক কমিটির সদস্য সচিব সেলিম ইব্রাহীম।

সভায় সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সাবেক চেয়ারম্যান এম আজিজ বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটির বর্তমান নেতৃত্ব আর কর্মকান্ড নিয়ে নানা কথা হচ্ছে। বর্তমানকমিটির কোন যোগ্য নেতৃত্ব আমরা দেখছি না। তারা মিথ্যাচার করছে। আমরা চাই সোসাইটিতে যোগ্য নেতৃত্ব। আমরাসবাইকে নিয়ে সোসাইটিকে শক্তিশালী করতে চাই।

নাসির খান পল বলেন, সোসাইটিতে নেতৃত্ব দিতে সেলিম-আলীরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তারা সোসাইটির অর্থ তথা আমাদেরঅর্থ অপচয় করেছে। তারা নির্বাচনী ওয়াদা রক্ষা তো করেই নি বরং মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কমিউনিটিকে বিভ্রান্ত করছে।তাই আমরা যোগ্য নেতৃত্ব চাই। 'কুনু-ফিরোজ' জয়ী হলে সোসাইটিতে যোগ্য নেতৃত্ব ফিরে আসবে। তিনি এই প্যানেলকেজয়ী করতে সবার সহযোগিতা চান।

জিল্লুর রহমান জিল্লু বলেন, আমি রাজনীতি করি। একট দল করি। কুনু ভাই আমার বড় ভাই। কিন্তু সোসাইটিত্বেযোগ্য নেতৃত্ব চাই বলেই 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলকে সমর্থন করছি। 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেল যোগ্য হলে তিনি এইপ্যানেলকে জয়ী করতে ঢাকাবাসীর প্রতি অনুরোধ জানাই।

জামাল উদ্দিন আহমেদ জনি আবারো বর্তমান কমিটির সময়ের ৯০ হাজার ডলার কিভাবে ইফতার পার্টির খরচ, ২৪হাজার ডলার ফটো কার্ড, ম্যাগাজিনের খরচ, কবর ক্রয়ে অর্থ ফেরৎ নেয়া প্রভৃতি ব্যয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেন এবং তারহিসাব চান। কবর ক্রয়ের অর্থ কেন ফেরৎ আনা হলো তার ব্যাখ্যা দিতে হবে এবং বিদায়ী কমিটিকে আগের মূল্যেইসোসাইটির কবর ক্রয় করে দিতে হবে। তিনি আজমল হোসেন কুনু ও ফিরোজ আহমেদ-কে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিহিসেবে উল্লেখ করে এই প্যানেল-কে জয়যুক্ত করার অনুরোধ জানান।

গিয়াস আহমেদ বলেন, একটি মহল সিন্ডিকেট তৈরী করে সোসাটির নেতৃত্ব ধরে রাখছে। ফলে সোসাইটির কোন কাজহচ্ছে না। অথচ আমরা বলছি সোসাইটি আমব্রেলা সংগঠন। সোসাইটির ৩৫ হাজার সদস্য হলে সিটি ও ষ্টেটপ্রশাসনের অনুদান পাওয়ার কথা, সেই উদ্যোগ নেই। তিনি বলে, আমরা সোসাইটিকে গণমুখী করেছি। এই গণমুখিতাধরে রাখতে গণমুখী কর্মসূচী দরকার। তাই 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলকে বিজী করা দরকার।

গিয়াস উদ্দিন বলেন, যারা মিথ্যাচার করেন, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন তাদের যেমন আল্লাহ পছন্দ করেন না, আমরাওতাদের পছন্দ করবো না। সোসাইটির কর্মকর্তারা কথা দিয়ে কথা রাখেননি। তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। তাই আমরাঢাকাবাসী তাদের সমর্থন করতে পারি না। তিনি বলেন, 'সেলিম-আলী' ভন্ড প্রতারক। তারা তাদের নির্বাচনীপ্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি।

এবার সভাপতি পদপ্রার্থী ও সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু বলেন, নির্বাচন ঘিরে আমার এবং প্যানেলের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চলছে। বলা হচ্ছে আমারপরিবার আমার সাথে নেই। বলা হচ্ছে আমরা নির্বাচন থেকে সরে যাচ্ছি। কিন্তু প্রমান হচ্ছে আমার কাজিন জিল্লুররহমান আর আমি আজ একই মঞ্চে, আমরা জয়ের জন্যই নির্বাচন করছি। তিনি বলেন, আমরা অপপ্রচারে বিশ্বাসীনই, কাজে বিশ্বাসী। যা বলবো তাই করবো। তিনি তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কথা তুলে ধরে বলেন, আগেও বলেছি এখনো বলছি সোসাইটির নির্বাচন ঘিরে কোন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, আশ্বাস দেবো না। সোসাইটির কোন অর্থ অপচয় করবো না। তবে প্রয়োজনের জন্য যা করা দরকার তাই করবো। তিনি বলেন, আমরা নির্বাচিত হলে আমাদের প্রথম কাজ হবে ফিউনেরাল হোম প্রতিষ্ঠা করা।

সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ফিরোজ আহমেদ বলেন, আমরা স্বচ্ছ আর জবাবদিহীমূলক বাংলাদেশ সোসাইটি গড়তে চাই। নিউ ইমিগ্র্যান্টদের চাকরীর সুযোগের পথ দেখানো, নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটে বিমান চালু সহ প্রবাসীদের সমস্যা মোকাবেলায় তিনি কতিপয় কর্মসুচি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেন এবং নতুন প্রজন্মকে সোসাইটীমুখী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির বর্তমান কোষাধ্যক্ষ ও পুনরায় কুনু-ফিরোজ প্যানেলের পক্ষে কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমী বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ হিসেবে আমি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালনের আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। বাংলাদেশ সোসাইটির ইতিহাসে এই প্রথম একটি নট ফর প্রফিট সংগঠন হিসেবে প্রতিটি আয়-ব্যয়ের দালিলিক প্রমাণসহ সকল হিসাব সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যদের সামনে উপস্থাপন করেছি।

তবে সোসাইটির সকল খরচের "অনুমোদন" দেন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, আমি নই। কিছু খরচের বিষয়ে আমি কমিটির বৈঠকে আপত্তি জানালেও তা আমলে নেওয়া হয়নি। এছাড়া কার্যকরী কমিটির সাংবাদিক সম্মেলনের আগে আমি অনুষ্ঠানে একটি এলইডি স্ক্রিন রাখার প্রস্তাব করেছিলাম যাতে উপস্থিত সাংবাদিকরা হিসেব নিয়ে প্রশ্ন তুললে আমি যথ যথভাবে বুঝিয়ে দিতে পারি যেমনটা দিয়েছিলাম সাধারণ সভায়। আমার প্রস্তাব নাকচ করা হয়। সোসাইটির হিসেবনিকেশে ইন্টারনাল অডিটে আপত্তির আমি কিছু দেখিনা। ইন্টারনাল অডিট হতেই পারে।

সভায় দোহার উপজেলা সমিতি ইউএসএ'র সভাপতি মোস্তফা কামাল মুকুল মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন। এছাড়াও উল্লেখযোগ্যব্যক্তিবর্গের মধ্যে কুইন্স সোসাইটির সভাপতি ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সোসাইটির সাবেক সভাপতি কাজী তোফায়েল ইসলাম, খুলনা সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি এয়াহিদ কাজী এলিন, সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা সাদী মিন্টু, 'কুনু-ফিরোজ'প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক টি মোল্লা, কুইন্স নির্বাচন পরিচালনা পরিচালনা কমিটিরসদস্য সচিব কাজী আবু নাসের, এস্টোরিয়া নির্বাচন পরিচালনা পরিচালনা কমিটির আহবায়ক জাবেদ উদ্দিন প্রমুখসভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটিরসদস্য সচিব আনোয়ার হোসেন। প্যানেলের প্রার্থীর হলেন: সভাপতি- আজমল হোসেন কুনু, সিনিয়র সহ সভাপতি- দুলাল বেহেদু, সহ সভাপতি- আবুল কালাম ভূইয়া, সাধারণ সম্পাদক-ফিরোজ আহমেদ, সহ সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ নওশাদ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ- মফিজুল ইসলাম ভূইয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক- মোহাম্মদ জামিল আনসারী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- আহমেদ আর চৌধুরী, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক- সৈয়দ গৌসুল হোসাইন, সমাজকল্যাণসম্পাদক- কয়েস আহমেদ, সাহিত্য সম্পাদক- মোহাম্মদ এ আখতার, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক- মোর্শেদ আলম, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক- মোহাম্মদ মাইন উদ্দিন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক- বেগম এম চৌধুরী, যুব ওতথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক- কাজী আর হাসান এবং কার্যকরী সদস্য- সিরাজুদ্দিন হক, মোহম্মদ এ সিদ্দিক, মোহাম্মদ আবুলবাসার, মাসুদুল হক সানু, মোহাম্মদ কাওসার আলম ও মোহাম্মদ এম ইসলাম।

ঢাকাবাসী ছাড়াও নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স, ব্রুকলিন, ব্রঙ্কস এবং বাফেলো থেকে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী এই সভায় যোগ দেন। নৈশভোজের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে। উল্লেখ্য, আগামী ২৫ অক্টোবর, রোববার নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে। সকল ছবি পরিচয় এর নিজস্ব।

বাংলাদেশের ব্যাংক খাতের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে আগামী ৫-৮ বছরে বার্ষিক ৬০ হাজার কোটি টাকা লাগবে জানালেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর

২১ পৃষ্ঠার পর

আমরা এ লক্ষ্যে দুটি আইন সংশোধন করছি এবং মানি লন্ডারিং রোধের নিয়মাবলি আরও কঠোর করছি।'

গভর্নর জানান, সরকার ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা আগের লক্ষ্যের চেয়ে দুই লাখ কোটি টাকা বাড়িয়েছে। সারা দেশে বাংলা কিউআর পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব। দেশে বর্তমানে কর-জিডিপি অনুপাত ৭ শতাংশের নিচে। বাংলা কিউআর পুরোদমে চালু হলে এই অনুপাত ১০ শতাংশ ছাড়িয়ে যেতে পারে।

ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো লেনদেনের তথ্য পুরোপুরি নথিবদ্ধ করে না। রাজস্ব-জিডিপির অনুপাত কমে যাওয়ার এটা একটা কারণ বলে উল্লেখ করেন মোস্তাকুর রহমান। তিনি বলেন, কিউআর পেমেন্টের ব্যবস্থা এসব লেনদেনকে আনুষ্ঠানিক হিসাব পদ্ধতির আওতায় নিয়ে আসবে।

সন্দেহজনক লেনদেনে কিউআর কোড ব্যবহারের আশঙ্কা নিয়ে গভর্নর বলেন, এ ধরনের লেনদেন মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) ও ব্যাংকিং খাতের মাধ্যমেও ঘটে। সব কটি মাধ্যমেই সন্দেহজনক লেনদেন শনাক্ত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে বলে তিনি জানান।

অনুষ্ঠানে ওয়ান ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহিত রহমান বলেন, 'ডিজিটাল রূপান্তর তখনই সার্থক হয়, যখন দৈনন্দিন জীবনে আর্থিক সেবা আরও সহজ ও সুলভ হয়। ইউআইইউয়ে বাংলা কিউআর চালু করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সরাসরি ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল পেমেন্টের অভিজ্ঞতা পাবেন। পাশাপাশি ডিজিটাল আর্থিক ব্যবস্থার সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন হতে পারবেন।'

ঢাকায় ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ধরে নিয়েছেন বাংলাদেশ সবকিছু যুক্তরাষ্ট্রকে দিয়ে দিয়েছে বললেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির

২১ পৃষ্ঠার পর

ভাষ্য এল। অনুষ্ঠানে ফরাসি রাষ্ট্রদূত শারলকে উদ্দেশ্য করে হুমায়ুন কবির বলেন, "আপনি কীভাবে যেন ধরে নেন, আমরা সবকিছু যুক্তরাষ্ট্রকে দিয়ে দিয়েছি। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমরা যা করি তা বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়। আপনারা জানেন যে, আমরা আপনাদের (ইউরোপীয়দের) সাথে কী করছি, তাতে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো মাথাব্যাথা নেই। আর যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমরা কী করছি তাতে আপনাদেরও মাথাব্যাথা থাকার কথা নয়। তবে দেশের উন্নয়ন করা আমাদের দায়িত্ব এবং আমরা যেখানে উপযুক্ত মনে করব সেখানেই আপনাদের সাথে নিয়ে তা করব।"

গত সেপ্টেম্বরে দুই দফায় যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি বোয়িংয়ের কাছ থেকে ২৫টি উড়োজাহাজ কেনার চুক্তি করে বাংলাদেশ সরকার। এই চুক্তির পর এয়ারবাসের উড়োহাজাজ বিক্রি করতে রীতিমত ছোটাছুটি বেড়ে যায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রদূতদের। তাদের অনেক বক্তব্য সরকারের প্রতি রীতিমত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়।

গত ২২ সেপ্টেম্বর ডিপ্লোম্যাটিক করেসপন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশের (ডিকাব) অনুষ্ঠানে ইউরোপের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারত্ব এগিয়ে নিতে হলে এয়ারবাসের উড়োজাহাজ কেনা 'গুরুত্বপূর্ণ' বলে মন্তব্য করেন ঢাকায় ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জ্যঁ-মার্ক সেরে-শারলে। বিষয়টি বাংলাদেশ কীভাবে এগিয়ে নেবে, সেটি বর্তমান সরকারের জন্য একটি 'ভালো পরীক্ষা' বলেও বর্ণনা করেন তিনি।

ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত বলেন, "আমি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের উপর জোর দিচ্ছি এবং এটা এমন এক বার্তা, সেটা বর্তমান সরকারের কাছেও আমরা দিচ্ছি। কেননা আমরা মনে করি এটা অত্যাবশ্যকীয়। আমি মনে করি এটা বর্তমান সরকারের জন্য ভালো পরীক্ষা এবং এই সরকার এবং বিমানের প্রতি আমাদের আত্মবিশ্বাস আছে।"

এর এক সপ্তাহের মাথায় ২৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের বিমান মন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত এয়ারবাস কেনার ঘোষণাও দেন। ওই ঘোষণার সময় অবশ্য বিমানমন্ত্রী এটাও বলেন যে, "ভূরাজনৈতিক চাপে নয়, যাত্রী চাহিদা বিবেচনায় নিয়েই এসব উড়োজাহাজ কেনা হচ্ছে।"

যদিও এর আগে ১ সেপ্টেম্বর বোয়িং কেনা নিয়ে বিমানমন্ত্রী মিল্লাত বলেছিলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের চাওয়া অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি বোয়িংয়ের উড়োজাহাজ বাংলাদেশ কিনছে।

ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতকে এক হাত

এয়ারবাসের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বুধবার (০৭ অক্টোবর) বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের কণ্ঠ ছিল আগের চেয়ে জোরাল। অন্যদিকে ইউরোপীয় দূতেরা এলডিসি থেকে উত্তরণ, ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতিতে পাশে থাকার আশ্বাসসহ বাণিজ্য সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার কথাই বলে গেছেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির বলেন, "বাংলাদেশের মানুষের ভোটে নির্বাচিত এই সরকার দেশের স্বার্থের অনুকূলে নয় এমন কোনো চুক্তিতে সই করবে না। সরকার টেবিলে বসা আমাদের ইইউ রাষ্ট্রদূত বন্ধুদের খুশি করার জন্য এই এয়ারবাস চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। বাংলাদেশ সরকার এই চুক্তিতে সই করেছে আমাদের বিমান ভ্রমণের চাহিদা পূরণ করার জন্যে।

"বাংলাদেশের কাউকে খুশি করার জন্য চুক্তি করতে হয় না, প্রয়োজন বলেই বাংলাদেশ চুক্তি করে। সুতরাং যেখানে একটি প্রয়োজনের ব্যবসায়িক ভিত্তি রয়েছে, আমরা তা করব। আমরা এয়ারবাসের সাথে করব, আমরা বোয়িংয়ের সাথে করব, অর্থনৈতিক খাতের যে কোনো ক্ষেত্রে আমরা এটি করব। আমরা কোনো দ্বিধা করব না।"

ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতকে বাংলাদেশের খুব ভালো বন্ধু বর্ণনা করে হুমায়ুন কবির বলেন, "মাঝে মাঝে গুগল সার্চ ইঞ্জিনে তিনি কিছুটা দুঃস্বপ্ন দেখেন। আপনি কীভাবে যেন ধরে নেন যে আমরা সবকিছু যুক্তরাষ্ট্রকে দিয়ে দিয়েছি? আমরা নাকি এমন কোনো বাণিজ্য চুক্তি করেছি যা এখানে একটি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত নাও করতে পারে। আমি আপনাকে বলতে চাই, বাংলাদেশ ব্যবসা করে তার প্রয়োজন এবং স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে।

"জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত এই বাংলাদেশ এমন কিছু করে না, যা তার ব্যবসার যুক্তি ও মানুষের প্রয়োজন মেটায় না। সুতরাং অযৌক্তিক চিন্তাভাবনা করা কিংবা অস্বস্তিকর কোনো বার্তা ছড়ানো উচিত নয়, যা ভুল বার্তা পাঠায়। আমরা আজ এখানে উপস্থিত হয়েছি কারণ এসব আলোচনা নিয়ে সবসময় ইতিবাচক ছিলাম।"

বক্তৃতার শেষে ইউরোপীয়দের জন্য আরও ব্যবসা আসছে এমন আশা দিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, "আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের জনগণের মধ্যকার পারস্পরিক শুভকামনা আমাদের অংশীদারত্বকে আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে পারি যে, বাংলাদেশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে আরও অনেক ব্যবসা সামনে আসছে।"

চীনের তৈরী 'ভারতীয় স্যুট'

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তার বক্তব্য শুরু করেছিলেন নিজের পরনে থাকা 'ভারতীয় স্যুট' এর গল্প দিয়ে। তিনি বলেন, "আমি যখন ভেতরে আসলাম, কয়েকজন মানুষ আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, দারুণ ইন্ডিয়ান স্যুট। অনেক মার্জিত দেখাচ্ছে। বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রীও এমনটি বলেছেন। এরপর আমি বিমানমন্ত্রীর বাম কানে গিয়ে চুপিচুপি বললাম, এটি আসলে চীনে তৈরি। অবশ্য, আমার কাছে বেশ কিছু মার্জিত ইন্ডিয়ান স্যুট রয়েছে; যা আমি বিভিন্ন উপলক্ষে পরে থাকি।

বায়োমেট্রিক থেকে নজরদারি তালিকা যাচাই: বাংলাদেশ সীমান্তে স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তাব্যবস্থা চালুতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করার উদ্যোগ

২১ পৃষ্ঠার পর

সিকিউরিপোর্ট এলএলসি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের কাছে এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব দেয়। এতে বাংলাদেশের সব আন্তর্জাতিক প্রবেশ ও বহির্গমন পয়েন্টে সমন্বিত অভিবাসন ও সীমান্ত ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা গড়ে তোলার আগ্রহ প্রকাশ করে প্রতিষ্ঠানটি।

প্রস্তাবিত ব্যবস্থার আওতায় উড়োজাহাজ ছাড়ার আগেই যাত্রীদের তথ্য পাবে অভিবাসন কর্তৃপক্ষ।

এসব তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোলের তথ্যভান্ডার ও দেশের অভ্যন্তরীণ নজরদারি তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করা হবে। এর মাধ্যমে সম্ভাব্য নিরাপত্তাঝুঁকি আগেভাগেই শনাক্ত করা সম্ভব হবে।

টিবিএস

এরপর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা প্রয়োজন অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নিতে পারবেন। এতে সাধারণ যাত্রীদের অভিবাসনসংক্রান্ত যাচাই ও ছাড়পত্র পাওয়ার সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসতে পারে।

তবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, পরিকল্পনাটি এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী গত ৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় টেলিফোনে টিবিএসকে বলেন, অভিবাসন ব্যবস্থাপনার সঙ্গে অ্যাডভান্স প্যাসেঞ্জার ইনফরমেশন সিস্টেম (এপিআইএস) যুক্ত করার উদ্যোগ আগের সরকার নিয়েছিল। পুরোনো সেই উদ্যোগ এখন এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে।

তিনি বলেন, "তবে এটি কবে হবে বা আদৌ হবে কি না, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। বিষয়টি খুবই প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।"

উন্মুক্ত দরপত্রের পরিবর্তে সরাসরি ক্রয়পদ্ধতিতে এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে কেন-জানতে চাইলে তিনি বলেন, "যেহেতু বিষয়টি খুবই প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, সেহেতু এ বিষয়ে আমি এখনই কোনো মন্তব্য করতে চাচ্ছি না।"

প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, সিকিউরিপোর্ট উন্নত সীমান্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা তৈরিতে বিশেষায়িত একটি প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের কয়েক ডজন দেশে তাদের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি বায়োমেট্রিক শনাক্তকরণ, যাত্রীদের তথ্য যাচাই, তাৎক্ষণিক নিরাপত্তাঝুঁকি শনাক্তকরণ এবং ই-ভিসাসহ বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সেবা দিয়ে থাকে।

সিকিউরিপোর্টের প্রস্তাবিত কাঠামোয় বিদ্যমান কার্যক্রমের সঙ্গে বেশ কিছু আধুনিক প্রযুক্তি ও ব্যবস্থা সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে-

অগ্রিম যাত্রী তথ্যব্যবস্থা (এপিআইএস) ও প্যাসেঞ্জার নেম রেকর্ড (পিএনআর)

ইলেকট্রনিক ভিসা (ই-ভিসা) ও ইলেকট্রনিক ট্রাভেল অথরাইজেশন (ই-টিএ)

বায়োমেট্রিক পরিচয় যাচাই ও জাতীয় নজরদারি তালিকা

ইন্টারপোলের তথ্যভান্ডারের সঙ্গে তাৎক্ষণিক তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা

উন্নত তথ্য যাচাই ও বিশ্লেষণ এবং প্রয়োজনীয় তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) অবকাঠামো

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওই কর্মকর্তা আরও জানান, প্রাথমিক প্রস্তাবে দেশের ভেতরে তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য ও ব্যবস্থার ওপর সরকারের পূর্ণ মালিকানা, দীর্ঘমেয়াদি পরিচালন সহায়তা এবং প্রযুক্তির পূর্ণাঙ্গ হস্তান্তরের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সিকিউরিপোর্টের প্রস্তাব জমা দেওয়ার পর সরাসরি ক্রয়পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়োগের অনুমোদন চেয়ে অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির কাছে আবেদন করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, গত ৯ সেপ্টেম্বর কমিটি এ প্রস্তাব অনুমোদন করে।

এরপর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মঞ্জুর মোর্শেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ৩০ সেপ্টেম্বর।

ওই সভায় মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা উদ্যোগটির প্রতি সমর্থন জানালেও প্রস্তাবের বিভিন্ন দিক কঠোরভাবে যাচাই-বাছাই করার ওপর গুরুত্ব দেন।

প্রস্তাব যাচাই-বাছাই করবে কমিটি

স্টিয়ারিং কমিটির সভার কার্যবিবরণী অনুযায়ী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব ফাহমিদা আখতার বলেন, জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার ও অভিবাসন ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন দেশের স্বার্থেই প্রয়োজন।

তিনি জানান, ই-ভিসা, ইলেকট্রনিক ট্রাভেল অথরাইজেশন (ই-টিএ) ও তথ্য বিশ্লেষণব্যবস্থা সমন্বিত একটি আধুনিক অভিবাসন ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে তার মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেবে।

সভায় অর্থসচিব মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার সিকিউরিপোর্টের কাছ থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব আহ্বানের পরামর্শ দেন।

তিনি বলেন, প্রস্তাবটি আর্থিক বিধিবিধান, সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত নিয়মকানুন এবং সরকার ও জনগণের বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনায় যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়ন করতে হবে।

পরে স্টিয়ারিং কমিটি সিকিউরিপোর্টের কাছ থেকে বিস্তারিত প্রস্তাব চাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

প্রস্তাব যাচাই-বাছাইয়ে তিন কমিটি গঠন

আগামী ২২ অক্টোবর প্রস্তাব জমা দেওয়ার কথা রয়েছে সিকিউরিপোর্টের। ওই প্রস্তাব মূল্যায়নে ইতোমধ্যেই তিনটি বিশেষায়িত কমিটি গঠন করেছে স্টিয়ারিং কমিটি।

১. ডিউ ডিলিজেন্স ও কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি (৯ সদস্য): সিকিউরিপোর্টের আইনগত অবস্থান, আর্থিক সক্ষমতা, কারিগরি দক্ষতা ও অতীত কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা যাচাই করবে এ কমিটি।

২. ফি হার প্রস্তাব কমিটি (৭ সদস্য): আন্তর্জাতিক বিমান টিকিটের সঙ্গে আদায়ের জন্য প্রস্তাবিত অভিবাসন সেবা ফি অন্যান্য দেশের তুলনায় কতটা যৌক্তিক, তা যাচাই করবে এ কমিটি।

৩. আলোচনা ও খসড়া চুক্তি প্রণয়ন কমিটি (৯ সদস্য): এ কমিটি কাজের পরিধি, সেবার মানসংক্রান্ত চুক্তি (এসএলএ), কার্যসম্পাদন মূল্যায়নের প্রধান সূচক (কেপিআই), বাস্তবায়নের সময়সীমা, অর্থ পরিশোধের সময়সূচি এবং ঝুঁকি বণ্টনের বিষয়গুলো নির্ধারণ করবে। পাশাপাশি তথ্যের ওপর রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, সাইবার নিরাপত্তা, মেধাস্বত্ব, সফটওয়্যার লাইসেন্সের ধারাবাহিকতা, জবাবদিহি এবং চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়াসংক্রান্ত বিধানও খসড়া চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করবে এ কমিটি।

তথ্যের মালিকানা ও ব্যয়ের ওপর গুরুত্ব

সিকিউরিপোর্টকে পাঠানো চিঠিতে মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী উল্লেখ করেছেন, চূড়ান্ত প্রস্তাবে পরিচালনসংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা, আইন ও বিধিবিধান পরিপালন এবং ব্যয় কাঠামোর বিস্তারিত তথ্য থাকতে হবে। পাশাপাশি বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায়ে সিকিউরিপোর্ট ও সরকারের দায়িত্বের সীমা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, যেকোনো চুক্তিতে তথ্যের ওপর সরকারের পূর্ণ মালিকানা, ব্যবস্থার নিরবচ্ছিন্ন কার্যক্রম, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং দায়িত্ব হস্তান্তরের সুস্পষ্ট প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে।

এদিকে সরকারি নথিতে দেখা গেছে, চলতি অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) 'ইমপ্লিমেন্টেশন অব ই-ভিসা, বাংলাদেশ' নামে একটি অননুমোদিত প্রকল্প রয়েছে। তবে প্রকল্পটির জন্য কোনো অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়নি।

২০২৬ সালের জুলাই থেকে ২০৩১ সালের জুন পর্যন্ত বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১ হাজার ৮০০ কোটি টাকা। তবে এ প্রকল্পের সঙ্গে সিকিউরিপোর্টের উদ্যোগের সরাসরি কোনো সম্পর্ক রয়েছে কি না, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। - সংবাদসূত্র দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড

বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র রূপপুরের ২ হাজার ৪০০ মেগাওয়াটে বদলে যাবে সব সমীকরণ

২১ পৃষ্ঠার পর

নিরাপত্তা ভালভের পরীক্ষায় ত্রুটি ধরা পড়ায় পরবর্তী কার্যক্রম পিছিয়ে যায়। পরে উচ্চ চাপে দুই দফা পরীক্ষা সম্পন্ন করে পরীক্ষার ফলাফল বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেয়া হয়। গত বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) কর্তৃপক্ষ তা অনুমোদন করেছে বলে প্রকল্প-সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

পরীক্ষার সময় নিয়ন্ত্রণ ভালভগুলো নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী কাজ করছে কি না, তা যাচাই করা হয়। একই সঙ্গে অগ্নিনিরাপত্তা ও তেজস্ক্রিয়তা সংক্রান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থাও পরীক্ষা করা হয়। এ অগ্রগতির ফলে চুল্লির পরবর্তী পর্যায়ের কমিশনিং কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। তবে পারমাণবিক বিক্রিয়া শুরু, চুল্লির সক্ষমতা ধাপে ধাপে বৃদ্ধি, টারবাইন চালু এবং জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ-প্রতিটি আলাদা ধাপ। ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সব নিরাপত্তা পরীক্ষা ও কারিগরি কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়াই এখন প্রধান বিবেচ্য।

রূপপুরের সামনে এখন গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক 'ফার্স্ট ক্রিটিক্যালিটি'। এ পর্যায়ে চুল্লিতে নিয়ন্ত্রিত ও স্বনির্ভর পারমাণবিক শৃঙ্খল বিক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে চুল্লির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হবে। এ পর্যায়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করতে এক মাস সময় লাগতে পারে। পরে ধাপে ধাপে চুল্লির তাপ উৎপাদনক্ষমতা বাড়ানো হবে। প্রাথমিকভাবে জাতীয় গ্রিডে প্রায় ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহের সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর পরীক্ষামূলক উৎপাদন ও বিভিন্ন কারিগরি পরীক্ষা চলবে। পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বাণিজ্যিক উৎপাদনে পৌঁছাতে আরও সময় প্রয়োজন হবে।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের দুটি ইউনিটের প্রতিটির উৎপাদনক্ষমতা ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট। রাশিয়ার কারিগরি সহায়তায় নির্মিত এ কেন্দ্রের চুল্লিতে ব্যবহৃত হচ্ছে তৃতীয় প্রজন্মের ভিভিইআর-১২০০ প্রযুক্তি। দুটি ইউনিট পূর্ণ সক্ষমতায় চালু হলে মোট উৎপাদনক্ষমতা দাঁড়াবে ২ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট।

প্রকল্প-সংশ্লিষ্টদের দীর্ঘমেয়াদি হিসাব অনুযায়ী, পূর্ণ সক্ষমতায় উৎপাদিত বিদ্যুৎ দেশের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার প্রায় ১০ শতাংশ পূরণ করতে পারবে। তবে প্রকৃত অবদান নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট সময়ের বিদ্যুৎ চাহিদা, কেন্দ্রের উৎপাদনক্ষমতা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং জাতীয় গ্রিডের সরবরাহ পরিস্থিতির ওপর।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লা, তেল বা গ্যাসের মতো জ্বালানি পুড়িয়ে তাপ তৈরি করতে হয় না। চুল্লির ভেতরে ইউরেনিয়ামের পরমাণুর বিভাজন বা নিউক্লিয়ার ফিশনের মাধ্যমে উৎপন্ন তাপ দিয়ে পানি থেকে বাষ্প তৈরি করা হয়। সেই বাষ্প টারবাইন ঘোরায় এবং টারবাইনের সঙ্গে যুক্ত জেনারেটর বিদ্যুৎ উৎপাদন করে।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরিকল্পিত আয়ুষ্কাল ৬০ বছর। প্রয়োজনীয় কারিগরি সংস্কার, নিরাপত্তা মূল্যায়ন এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদন সাপেক্ষে এ আয়ুষ্কাল আরও ২০ থেকে ৩০ বছর বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে।

প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট তথ্যানুযায়ী, কেন্দ্রটির প্রতিটি ইউনিট দীর্ঘ সময় ধরে পরিচালনার জন্য পরিকল্পিত। তবে নির্দিষ্ট সময় পর জ্বালানি পরিবর্তন, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা পরীক্ষা প্রয়োজন হবে। সাধারণ পরিচালন পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রায় দেড় বছর পরপর নতুন পারমাণবিক জ্বালানি দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। ব্যবহৃত জ্বালানি অপসারণ, নতুন জ্বালানি স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের কারণে একটি ইউনিট নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ রাখতে হবে।

রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের ধারণা স্বাধীনতার পরপরই আলোচনায় আসে। বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়। ১৯৭৭ সালে ফরাসি প্রতিষ্ঠান সফরাটম রূপপুরে ১২৫ মেগাওয়াটের একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করলেও তখন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়নি।

পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সমীক্ষা ও প্রস্তুতিমূলক কাজের মধ্য দিয়ে প্রকল্পটি এগিয়ে নেয়ার উদ্যোগ অব্যাহত থাকে। ১৯৯৬ সালের জাতীয় জ্বালানি নীতিতে পারমাণবিক শক্তিকে বিকল্প জ্বালানি উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০০৫ সালে চীনের সঙ্গে সহযোগিতা চুক্তি এবং ২০০৭ সালে ৫০০ মেগাওয়াট করে দুটি ইউনিট স্থাপনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়।

পরবর্তী সময়ে রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে বর্তমান প্রকল্পের কাঠামো নির্ধারিত হয়। ২০২৩ সালের অক্টোবরে প্রকল্প এলাকায় পারমাণবিক জ্বালানি পৌঁছানোর মধ্য দিয়ে কেন্দ্রটি কমিশনিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে প্রবেশ করে। এখন প্রথম ইউনিটের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা বাস্তব উৎপাদনের কাছাকাছি পৌঁছেছে।

বাংলাদেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা বিভিন্ন সরকারের সময়ে এগিয়েছে। বিএনপির ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারেও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের প্রতিশ্রুতি ছিল। বর্তমান বিএনপি সরকারের ২০২৬ সালের নির্বাচনী ইশতেহারেও বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে শান্তিপূর্ণভাবে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার অব্যাহত রাখার কথা বলা হয়েছে।

এছাড়া উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্মার্ট গ্রিড সম্প্রসারণ, সর্বনিম্ন ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা, জ্বালানি আমদানিনির্ভরতা কমানো, স্বচ্ছ ট্যারিফ ব্যবস্থা এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের লক্ষ্যের কথা বিএনপি'র ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ খাতের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় রূপপুরের ভূমিকা শুধু উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ, জ্বালানি উৎসের বৈচিত্র্য, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এবং পরিবেশগত লক্ষ্য অর্জনের সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে।

এ বিষয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পারমাণবিক শক্তি (পাশ) উইংয়ের যুগ্ম সচিব শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম বলেন, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাংলাদেশের জন্য শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি প্রকল্প নয়; এটি আমাদের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা ও দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের একটি বড় সুযোগ।

তিনি বলেন, প্রথম ইউনিট উৎপাদনের প্রস্তুতির চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। দ্বিতীয় ইউনিটের ইউরেনিয়ামও ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকায় পৌঁছেছে। নির্ধারিত সময়সীমার আগেই কাজ শেষ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

একই উইংয়ের অতিরিক্ত সচিব বলেন, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হলে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও অর্থনীতির অনেক প্রচলিত সমীকরণ নতুনভাবে বিন্যস্ত হবে। ২ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি শিল্পকারখানার উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি, নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক। নির্ভরযোগ্য ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে শিল্পায়ন, বিনিয়োগ এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল হবে। রূপপুরের মাধ্যমে বাংলাদেশ পারমাণবিক প্রযুক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নতুন সক্ষমতার দ্বার উন্মোচন করেছে।

তিনি বলেন, নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক মানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এ সক্ষমতা কাজে লাগানোর মাধ্যমে আরও শক্তিশালী ও জ্বালানি-নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বর্তমান বিএনপি সরকারের সদিচ্ছা বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো নিরলসভাবে কাজ করছে।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন পারমাণবিক শক্তি (পাশ) উইং সরকারের পক্ষে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পরমাণু শক্তি কর্পোরেশন রোসাটম কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে। সূত্র: বাসস

পুরান ঢাকার তেহারি

পরিচয় ডেস্ক: তেহারিড়মজার একটি খাবারের নাম। মাংস আর চালের মিশ্রণের এই খাবারটি পছন্দ করেন না এমন মানুষ কমই আছে। বিভিন্ন কায়দায় তেহারি রান্না করা হলেও পুরান ঢাকার তেহারির আলাদা কদর রয়েছে। ঘরে কীভাবে রান্না করবেন সুস্বাদু এই খাবারটি।

উপকরণ (মাংস রান্নার জন্য): মাংস ছোট ছোট টুকরো করা: ২ কেজি (গরু বা খাসি) গোলমরিচ গুঁড়া: ২ চা-চামচ (স্বাদমতো), এলাচ: ৮-১০টি, দারুচিনি: ৪ টুকরো, জায়ফল গুঁড়া: ১ চা-চামচ , জয়ত্রি গুঁড়া: ১ চা-চামচ, সরিষার তেল: ১ কাপ, পেঁয়াজ কুচি: দেড় কাপ, আদা বাটা: ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা: ৩ টেবিল চামচ, টক দই: ১ কাপ, কাঁচা মরিচ: ১০-১৫টি, আস্ত জিরা: ১ চা-চামচ (ঐচ্ছিক)

পোলাও রান্নার জন্য: পোলাওয়ের চাল: ১ কেজি, দুধ: ৪ কাপ, পানি: সাড়ে চার কাপ, তেজপাতা: ৪-৫টি, দারুচিনি: ২ টুকরা, গোলমরিচ: ৫-৬টি, লবণ: স্বাদমতো

প্রণালি: টক দই, আদা-রসুন বাটা, গোলমরিচের গুঁড়া, লবণ, জায়ফল-জয়ত্রির গুঁড়া দিয়ে মাংস মাখিয়ে এক ঘণ্টা রেখে দিন।

হাঁড়িতে তেল গরম করে আস্ত জিরা, এলাচ, দারুচিনি ফোঁড়ন দিয়ে বাদামি করে পেঁয়াজ ভেজে তাতে মাংস মিশিয়ে দিন। কিছুক্ষণ মাংস কষিয়ে আঁচ কমিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করুন। প্রয়োজন হলে অল্প পানি দিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে তেল ছেড়ে এলে নামিয়ে ঢেকে রাখুন।

চাল ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রাখুন। হাঁড়িতে পানি, দুধ, দারুচিনি, তেজপাতা, গোলমরিচ ও লবণ নিয়ে চুলায় বসান। পানি ফুটে উঠলে চাল মিশিয়ে মাঝারি আঁচে রান্না করুন। চাল যখন প্রায় ফুটে আসবে, তখন রান্না করা মাংস চালের সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। হাঁড়িটি তাওয়ার ওপর বসিয়ে দিন। কাঁচা মরিচ মিশিয়ে দমে রাখুন ৫-১০ মিনিট। ব্যস হয়ে গেল পুরান ঢাকার তেহারি।

কই মাছ ভুনা

পরিচয় ডেস্ক: গরম ভাতের সাথে দেশি কই মাছ ভুনা পুরো লাজবাব। বাঙালির রসনাতৃপ্তির খুবই জনপ্রিয় বিশেষ করে অতিথি আপ্যায়নে সমাদৃত একটি খাবার কই মাছের ভুনা।

উপকরণ: কই মাছ ৪-৫ টি, পেঁয়াজ কুচি ১/২ কাপ, মরিচ গুঁড়া ১/২ চা চামচ, কাঁচামরিচ ফালি ৪-৫ টি, হলুদ গুঁড়া ১ চা চামচ, তেল ৪ টেঃ চামচ, ধনেপাতা কুচি ২ টেঃ চামচ. লবণ ১ চা চামচ. পানি ১/২ কাপ

প্রস্তুত প্রণালীঃ কই মাছে সামান্য হলুদ গুঁড়া ও আধা চা চামচ লবণ দিয়ে মাখিয়ে তেলে হাল্কা বাদামি করে ভেজে নিয়ে তুলে রাখুন। এবার মাছ ভাজা তেলে পেঁয়াজ ভেজে নিন। তাতে বাকি হলুদ গুঁড়া ও লবণ এবং মরিচ গুঁড়া দিয়ে নেড়ে অল্প পানি দিয়ে ভালো করে ভুনে নিন। এরপর এতে ভাজা কই মাছ ও ১/২ কাপ পানি দিয়ে ঢেকে আরও ৩-৪ মিনিট রান্না করুন।

এবার কাঁচামরিচ, ধনেপাতা দিয়ে ২ মিনিট রান্না করে পরিবেশন করুন মজাদার কই মাছ ভুনা।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

মোরগ পোলাও

পরিচয় ডেস্ক: ছুটির দিনে সবাই বিশেস কিছু খাবার রান্না করে পরিবারসহ খেতে বসেন। তবে অনেকেই মনে করেন ঘরে মোরগ পোলাও রান্না করা বেশ কঠিন। আপনি চাইলেই কিন্তু খুব সহজে ঘরে থাকা উপকরণ দিয়েই তৈরি করতে পারবেন মোরগ পোলাও।

উপকরণ: পোলাওয়ের চাল আধা কেজি, মোরগ/মুরগির মাংস দেড় কেজি, কাঠ, কাজু ও পেস্তা বাদাম বাটা ১ টেবিল চামচ, পেয়াঁজ কুচি ১ কাপ, পেঁয়াজ বাটা ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ করে, গরম মসলা গুঁড়া আধা চা চামচ, তেজপাতা ২টি, টকদই ২ টেবিল চামচ, কিসমিস ও আলু বোখারা কয়েকটি, দারুচিনি, এলাচ ও লবঙ্গ ৩-৪টি করে, জায়ফল ও জয়ত্রী বাটা ১ চা চামচ, লবণ পরিমাণমতো, ঘি ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল আধা কাপ, পানি ১ চা চামচ, গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ, কাঁচা মরিচ কয়েকটি, জিরা বাটা ১ চা চামচ, তরল দুধ ১ কাপ, ধনে ও মরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ, গোলাপজল ও কেওড়ার জল ১ টেবিল চামচ ও পানি ৩ কাপ।

পদ্ধতি: মোরগ বা মুরুগির চামড়া ছাড়িয়ে হাড়সহ পছন্দমতো টুকরো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। এরপর এতে সব মসলা মিশিয়ে নিন। এতে আলু বোখারা ও টকদই দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে কমপক্ষে ঘণ্টাখানেক মেরিনেট করে রাখুন।

অন্যদিকে পোলাওয়ের চাল ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। এরপর চুলায় প্যান বসিয়ে ঘি ও তেল গরম করে এতে পেঁয়াজ-কুচি দিয়ে নাড়ুন। বাদামি হয়ে গেলে পেঁয়াজের বেরেস্তাটুকু আলাদা তুলে রাখুন। ওই তেলেই গরম মসলা ও তেজপাতার ফোঁড়ন দিয়ে মাখানো মাংস কষাতে হবে। মাংস সেদ্ধ হয়ে পানি শুকিয়ে গেলে মাংসের টুকরা তুলে রাখুন।

ওই পাত্রেই পোলাওয়ের চাল দিয়ে ভালো করে কষাতে হবে। তারপর ৩ কাপ পানি, ১ কাপ তরল দুধ ও পরিমাণমতো লবণ দিয়ে ঢেকে দিন। চুলার আঁচ কমিয়ে দিন। চাল ফুটে উঠলে মাঝে মাঝে নেড়ে দিয়ে মাঝারি আঁচে ঢেকে রাখুন। পোলাওয়ের পানি শুকিয়ে এলে কিছুটা পোলাও উঠিয়ে রান্না করা মোরগের মাংসের টুকরাগুলো দিয়ে দিন। এরপর কাঁচামরিচসহ বাকি পোলাও দিয়ে মৃদু আঁচে কিছুক্ষণ দমে রাখুন। ১০ মিনিট পর হালকাভাবে নেড়ে দিয়ে আবার দমে রেখে কিসমিস, গোলাপ জল ও কেওড়ার জল দিয়ে আরও পাঁচ মিনিট পর নামিয়ে ফেলুন।পরিবেশনের সময় বেরেস্তা পোলাওয়ের ওপরে ছড়িয়ে পরিবেশন করুন। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল মজাদার মরোগ পোলাও।

আচারি বিফ খিচুড়ি

পরিচয় ডেস্ক: খিচুড়ি খাওয়ার উপযুক্ত সময় হলো বর্ষা আর প্রচণ্ড শীত। বাইরে এখন হিমশীতল বাতাস, এই ঠান্ডা আবহাওয়ায় ধোয়া ওঠা খিচুড়ির সঙ্গে যদি গরুর মাংসের ভুনা থাকে তাহলে তো কথায় নেই।

উপকরণ: গরুর মাংস দেড় কেজি, মুগ ডাল আধা কাপ, মসুর ডাল আধা কাপ, চাল ১ কেজি, হলুদ গুঁড়া ১ চা চামচ, সরিষার তেল ১ কাপ, ধনে গুঁড়া আধা চা চামচ, জিরা গুঁড়া আধা চা চামচ, লবণ স্বাদমতো, গরম মসলা ১ চা চামচ, শুকনো মরিচ ১ চা চামচ, আচার ১ কাপ, কাঁচা মরিচ ইচ্ছামতো ও পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ।

পদ্ধতি: মাংস ছোট করে কেটে সব মসলা দিয়ে কষিয়ে রান্না করে নিন। সবশেষে পছন্দের আচার দিয়ে নেড়ে নামিয়ে নিন। মাংস অবশ্যই ভালো করে ভুনা করতে হবে। অন্যদিকে এরপর মুগ ডাল ভেজে ধুয়ে নিতে হবে।

তারপর চাল ও ডাল সব মসলা ভেজে নিন। পরিমাণমতো পানি দিয়ে ঢেকে রান্না করুন খিচুরি। এবার খিচুরি ও আচারি বিফ পরিবেশন করুন একসঙ্গে। এর সঙ্গে আচার ও সালাদও পরিবেশ করুন।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Jamaica:
168-41 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-9100
718-657-1000

GHOROA RESTAURANT
the taste of home

Brooklyn:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel:718-438-6001
718-438-6002

www.ghoroa.com ghoroafoodsinc@gmail.com

বাংলাদেশি বাবার পরিচয়

৬৬ পৃষ্ঠার পর

জন্মের সময় মায়ের বয়স ছিল প্রায় ৪৩ বছর। কিন্তু জন্মসনদের যে ঘরে বাবার নাম লেখা থাকার কথা, সেখানে কোনো নাম ছিল না। একটি শিশুর জীবনের প্রথম সরকারি পরিচয়পত্রেই রয়ে গেল এমন এক শূন্যতা, যা পরবর্তী সাত দশকেও পূরণ হয়নি।

মার্টিন বড় হয়েছেন, যৌবন পেরিয়েছেন, জীবনের নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। একসময় ইংল্যান্ড ছেড়ে কানাডায় বসতি গড়েছেন। কিন্তু নিজের জন্মপরিচয়ের একটি অংশ তাঁর কাছে বরাবরই অজানা থেকে গেছে। বাবার নাম না জানার অর্থ যে কত বড় এক অপূর্ণতা, তা হয়তো কেবল সেই মানুষটিই বুঝতে পারেন, যিনি নিজের শেকড়ের সন্ধান করতে গিয়ে বারবার একটি বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

মার্টিন তাঁর মায়ের কাছ থেকেও বাবার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত কোনো তথ্য পাননি। ফলে বাবাকে খুঁজে বের করার কাজটি শুরু করতে হয়েছে প্রায় সম্পূর্ণ অন্ধকার থেকে। সময় যত এগিয়েছে, সেই অনুসন্ধান তত কঠিন হয়েছে। ১৯৫৫ সালের লন্ডন আর আজকের লন্ডন এক নয়। সেই সময়ের পরিচিত মানুষদের অনেকেই হয়তো আর বেঁচে নেই। যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁদের স্মৃতিতেও সাত দশক আগের ঘটনা কতটুকু অক্ষত রয়েছে, তা বলা কঠিন। তবু মার্টিন হাল ছাড়েননি।

২০২০ সালে তিনি যোগ দেন বংশপরিচয় অনুসন্ধানের আন্তর্জাতিক দুটি প্রতিষ্ঠান অহপবংঃৎু এবং ২৩ধহফগব-তে। ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে মানুষের জিনগত আত্মীয়তার সম্পর্ক শনাক্ত করার সুযোগ রয়েছে এসব প্রতিষ্ঠানে। মার্টিনের জীবনে এই প্রযুক্তি নতুন এক দরজা খুলে দেয়। এতদিন যে পরিচয়টি ছিল অনুমান আর অজানা প্রশ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এবার তার কিছু সূত্র পাওয়া যেতে থাকে।

ডিএনএ পরীক্ষায় পাওয়া সম্ভাব্য আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন তিনি। কেউ উত্তর দিয়েছেন, কেউ জানিয়েছেন পারিবারিক ইতিহাস। কেউ বলেছেন পূর্বপুরুষের গ্রামের নাম, কেউ দিয়েছেন পুরোনো বসতির ঠিকানা। এভাবে একটি একটি করে তথ্য মিলিয়ে মার্টিনের সামনে উঠে আসতে থাকে বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের নাম।

সবচেয়ে বেশি যে জায়গাটির সঙ্গে তাঁর ডিএনএ-আত্মীয়দের সম্পর্ক পাওয়া যায়, সেটি সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার মাথিউরা ইউনিয়ন। কয়েকজনের পূর্বপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে আশপাশের জলঢুপ, বালিঙ্গা ও ভাদেশ্বর এলাকার। মাথিউরার দুধবকশী, মোল্লাগ্রাম, পশ্চিমপাড়, পূর্বপাড়, আওরঙ্গাবাদ ও দুয়াখা গ্রামের নামও উঠে এসেছে তাঁর অনুসন্ধানে।

কানাডার ভিক্টোরিয়ায় বসে মার্টিন এখন বাংলাদেশের এই গ্রামগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন। যে গ্রামগুলো তিনি হয়তো কখনও দেখেননি, সেখানেই থাকতে পারে তাঁর পিতৃপরিচয়ের সূত্র।

অনুসন্ধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি আসে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান স্টেট এর ওয়ারেন শহরে বসবাসকারী একটি পরিবারের সঙ্গে ডিএনএ-সম্পর্ক শনাক্ত হওয়ার পর। মার্টিনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ডিএনএ-আত্মীয়দের মধ্যে রয়েছেন জাহানারা আলি (ঔধযধহধৎধ অষু) এবং তাঁর ছেলে মোহাম্মদ রাজন (গড়যধসসবফ জধুড়হ)। জাহানারার জন্ম ১৯৭৩ সালে এবং মোহাম্মদের জন্ম ১৯৯৪ সালে। তাঁরা ১৯৯৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। জাহানারার পারিবারিক শেকড় মোল্লাগ্রামে এবং মোহাম্মদের বাবার বাড়ি দুধবকশীতে।

মার্টিনের ধারণা, জাহানারা প্রায় নিশ্চিতভাবেই তাঁর বৈমাত্রেয় ভাগনি। তিনি মনে করছেন, জাহানারার মায়ের বাবা এবং তাঁর নিজের বাবা একই ব্যক্তি। অর্থাৎ, জাহানারার মা সম্ভবত মার্টিনের বৈমাত্রেয় বোন। তাঁর এই ধারণা সঠিক হলে জাহানারার মাতামহের পরিচয় থেকেই পাওয়া যেতে পারে মার্টিনের বাবার নাম।

ইংল্যান্ডেও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ ডিএনএ-আত্মীয়ের সন্ধান পেয়েছেন মার্টিন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে কাছের সম্পর্ক পাওয়া গেছে রমফোর্ডের তানিয়া মুহিতের (ঞধহরধ গঁযরঃয) সঙ্গে। এরপর রয়েছেন লন্ডনের ফাতিমা ফেরদৌস (ঋধঃরসধ ঋধৎফঁং)। দুই নারীরই জন্ম ১৯৯১ সালে, লন্ডনে। মার্টিনের অনুমান, তাঁরা সম্ভবত তাঁর দ্বিতীয় কাজিন, তবে প্রজন্মের হিসাবে এক প্রজন্মের ব্যবধান রয়েছে।

তাঁদের পারিবারিক ইতিহাসের সূত্র ধরেও উঠে এসেছে সিলেটের একই অঞ্চলের নাম। বিশেষ করে ফাতিমা ফেরদৌসের পারিবারিক শেকড়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে দুধবকশী। মোহাম্মদ রাজন ও ফাতিমা ফেরদৌসসহ মার্টিনের তিনজন ডিএনএ-আত্মীয়ের পূর্বপুরুষের বাড়ি ছিল এই গ্রামে। সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হলো লন্ডনের ফোর্ডহ্যাম স্ট্রিটের একটি পুরোনো সূত্র।

মার্টিনের সংগ্রহ করা তথ্য অনুযায়ী, দুধবকশীর সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকজন ব্যক্তি ১৯৫৫ সালের কাছাকাছি সময়ে লন্ডনের ফোর্ডহ্যাম স্ট্রিটে বসবাস করতেন। মোহাম্মদ রাজন তাঁকে জানিয়েছেন, মার্টিনের জন্মের সময় দুধবকশী থেকে কয়েকজনের একটি ছোট দল ইংল্যান্ডে এসেছিল।

তথ্যটি মার্টিনের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাঁর জন্মও ১৯৫৫ সালে, লন্ডনে। তাহলে কি তাঁর বাবা ছিলেন সেই ছোট দলের একজন? তিনি কি ফোর্ডহ্যাম স্ট্রিটে বসবাস করতেন? নাকি তাঁদের পরিচিত অন্য কোনো সিলেটি ছিলেন? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতেই মার্টিন এখন পুরোনো পারিবারিক সূত্রগুলো মিলিয়ে দেখছেন।

মার্টিন তাঁর অনুসন্ধানে আরেকটি বিষয় লক্ষ করেছেন। ডিএনএ-আত্মীয়দের নাম ও পারিবারিক পরিচয়ের মধ্যে উদ্দিন, আলী, আহমেদ ও রহমানের মতো প্রচলিত পদবি রয়েছে। চৌধুরী, খান ও বেগম পদবিধারী অনেকের সন্ধানও পেয়েছেন তিনি। এ ছাড়া মুহিত, ফেরদৌস, লোদী, তালুকদার ও কাইয়ুম পদবিধারী পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্র পাওয়া গেছে।

তাঁর ধারণা, এসব পরিবারের কোনো কোনোটি মাথিউরা অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী জমিদার বা মিরাশদার শ্রেণির সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। সিলেটের গ্রামীণ সমাজে একসময় জমির মালিকানা, পারিবারিক মর্যাদা এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রভাবশালী পরিবারের সামাজিক অবস্থান গড়ে উঠেছিল। নিজেদের পরিচিত পারিবারিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বিয়ের প্রচলনও ছিল। ফলে কয়েকটি পরিবারের মধ্যে বহু প্রজন্ম ধরে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিস্তৃত থাকতে পারে। মার্টিন মনে করছেন, এমন কোনো পরিবারের সদস্য হয়ে থাকতে পারেন তাঁর বাবা।

বাবার বয়স সম্পর্কেও একটি ধারণা করেছেন তিনি। জাহানারা আলির জন্ম ১৯৭৩ সালে। এই তথ্য এবং সম্ভাব্য আত্মীয়তার প্রজন্মগত হিসাব মিলিয়ে মার্টিন মনে করছেন, তাঁর বাবার জন্ম সম্ভবত ১৯১০ সালের কাছাকাছি। সে হিসাবে ১৯৫৫ সালে তাঁর বয়স হতে পারে প্রায় ৪৫ বছর। অর্থাৎ, মার্টিনের জন্মের সময় তিনি সম্ভবত একজন মধ্যবয়সী মানুষ ছিলেন।

এখানে ব্রিটেনে সিলেটিদের অভিবাসনের ইতিহাসও গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই সিলেটের কিছু মানুষ ব্রিটেনে বসবাস করতেন। তাঁদের মধ্যে জাহাজের নাবিক ও কর্মীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল। পরবর্তী সময়ে কাজের সন্ধানে আরও মানুষ সেখানে যান। পঞ্চাশের দশকে এই অভিবাসনের ধারা নতুন গতি পায়। তখনকার সিলেটি অভিবাসীরা অনেক ক্ষেত্রেই একই গ্রাম ও আত্মীয়তার সূত্র ধরে ব্রিটেনে বসতি গড়ে তুলতেন। ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের প্রকাশিত ঐতিহাসিক বিবরণেও এই অভিবাসনের ধারার কথা উঠে এসেছে।

সিলেটিদের ব্রিটেন অভিবাসন নিয়ে প্রকাশিত একটি গবেষণায় উল্লেখ রয়েছে, ১৯৫০-এর দশকের গোড়ায় লন্ডনে প্রায় ৩০০ জন সিলেটি বসবাস করতেন, যাঁদের প্রায় সবাই ছিলেন পুরুষ।

মার্টিনের অনুসন্ধানে সংখ্যাটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এত ছোট একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে মধ্যবয়সী একজন সিলেটি পুরুষ, বিশেষ করে তিনি যদি প্রতিষ্ঠিত বা সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য হয়ে থাকেন, তাহলে সমসাময়িক সিলেটিদের কাছে তাঁর পরিচিত থাকার সম্ভাবনা যথেষ্ট। তাঁর বিশ্বাস, সেই সময়ের সিলেটি পরিবারগুলোর উত্তরসূরিদের কাছে এখনও এমন তথ্য থাকতে পারে, যা তাঁর দীর্ঘ অনুসন্ধানের অবসান ঘটাবে।

মার্টিনের এই দীর্ঘ অনুসন্ধানের কথা আমার কাছে পৌঁছেছে যুক্তরাজ্যপ্রবাসী লেখক ফারুক আহমেদের মাধ্যমে। মার্টিন তাঁর পারিবারিক ইতিহাস ও ডিএনএ অনুসন্ধানের বিস্তারিত বিবরণ ফারুককে পাঠিয়েছিলেন। ফারুক সেই চিঠিটি আমার কাছে পাঠান।

চিঠির শেষ দিকে মার্টিন নিজের একটি সাম্প্রতিক ছবির কথা লিখেছেন। ছবিটি এ বছরের মে মাসে তোলা। এখন তাঁর মাথায় খুব সামান্য চুল। কিন্তু তরুণ বয়সে ছিল ঘন, গাঢ় বাদামি চুল। তিনি আরও একটি পুরোনো ছবি পাঠানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

মার্টিন জোন্স কারও কাছে সম্পদ কিংবা উত্তরাধিকার দাবি করছেন না। তাঁর চিঠিতে এমন কোনো চাওয়ার কথা নেই। তিনি খুঁজছেন নিজের পরিচয়ের একটি হারিয়ে যাওয়া অংশ। জানতে চান, কে ছিলেন তাঁর বাবা, সিলেটের কোন বাড়িতে তাঁর পূর্বপুরুষদের বসবাস ছিল, আর বাংলাদেশের কোন পরিবারটির সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্ক। মানুষের জীবনে অনেক অপূর্ণতা থাকে। সময়ের সঙ্গে কিছু অপূর্ণতা মেনে নিতে হয়। কিন্তু নিজের জন্মপরিচয়ের প্রশ্নটি এমন, যার উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত অনুসন্ধানের ইচ্ছা সহজে ফুরায় না। - নজরুল মিন্টো টরন্টো থেকে প্রকাশিত দেশেবিদেশে পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক।

জ্যাকসন হাইটসের পরিচিত মুখ কাজী আজিজুল হক খোকন আর নেই

৬৬ পৃষ্ঠার পর

উপজেলার বগিয়া ইউনিয়রের পকুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। তার পিতার নাম কাজী জহিরুল হক ও মাতার নাম শুকুরুন নাহার। মা-বাবা উভয়ই মৃত। ৯ ভাই-বোনের মধ্যে কাজীখোকন ৬ নম্বর ছিলেন।

ড. সিদ্দিকুর রহমান জানান, গত ৩ অক্টোবর শনিবার থেকে নিখোঁজ (বাসা থেকে) ছিলেন আজিজুল হক খোকন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বুধবার (৭ অক্টোবর) রাতে তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। নিখোঁজের দিনই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পরে তাকে সিটির একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। নিউইয়র্কে তার নিজের স্বজন ও পরিচয় নিশ্চিত না হওয়ায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তার মরদেহ ব্রুকলিনের আই ৫৯৯ উইনথ্রোপ স্ট্রীটচীফ মেডিকেল এক্সামিনার কার্যালয়ের ফিউনারেলে পাঠিয়ে দেয়। সেখানেই তার মরদেহ ছিলো।

ধারণা করা হচ্ছে, বাসা থেকে বের হয়ে কোথাও যাওয়ার পথে কাজী পথিমধ্যে স্টোক বা হার্ট অ্যাটাক-এর শিকার হন।পরবর্তীতে কে বা কারা তাকে জ্যামাইকা মেডিক্যাল সেন্টারে নিয়ে গেলে সেখাতে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

কাজী আজিজুল হক খোকন প্রায় ৩০ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন । শারীরিকভাবেও কিছুটা অসুস্থ ছিলেন তিনি। জ্যাকসন হাইটসের খামারবাড়ি গ্রোসারী ও নবান্ন রেস্টুরেন্ট সংলগ্ন অবকাশ স্টোরে কাজ করতেন কাজী খোকন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতির দায়িত্বপালন করছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল আহমেদ জানান, ১৯৯৬ সালে কাজী খোকন যুক্তরাষ্ট্রে আসেন । গত ১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাতে কর্মস্থল জ্যাকসন হাইটসের অবকাশ স্টোর থেকে বাসায় ফেরার পর তাঁর কোন খোঁজ মিলছিলো না। শুক্রবার ও শনিবার অবকাশ-এর কর্ণধার হোসেন রানা একাধিকবার ফোন করেও কোন খোঁজ না পাওয়ায় শনিবার রাতে আমরা কয়েকজন তার বাসায় গিয়ে পুলিশের সহযোগিতায় ঘরের দরজা খুললে রুমের লাইট অফ আর ফ্যান চালু দেখতে পাই । এসময় সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম উপস্থিত ছিলেন এবং সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন। জুয়েল বলেন, বাসার মালিক জানান- গত দুদিন কাজী খোকন বাসায় আসেননি এবং খাবারও খাননি। ধারণা করা হচ্ছে রাস্তায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং জ্যামাইকা হসপিটাল সেন্টারে মারা যান। পরবর্তীতে পুলিশের সহযোগিতায় তার সন্ধান পাওয়া যায় ।

জুয়েল আহমেদ আরো বলেন, তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতি করলেও তার নিখোঁজ হওয়া থেকে শুরু করে মৃত্যুর খবরপাওয়া পর্যন্ত রাজনীতির উর্ধ্বে দলমত নির্বিশেষে কমিউনিটির সবাই যে সহযোগিতা করেছেন, সহমর্মিতা দেখিয়েছেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

কাজী খোকনের নামাজে জানাজা শুক্রবার (৯ অক্টোবর) বাদ জুমা জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় দলমত নির্বিশেষে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী অংশ নেন। পরবর্তীতে তার মরদেহ এমিরেটস এয়ারলাইন্সের শুক্রবার (০৯ অক্টোবর) রাতের ফ্লাইটে বাংলাদেশে প্রেরণ করা হয়।

নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটি কাজী খোকনের ফিউনারেল খরচ ও মরদেহ দেশে প্রেরণ করাসহ যাবতীয় খরচ বহন করেছে বলে জানিয়েছেন সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী।

গত ৮ অক্টোবর জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পাটি হলে আয়োজিত এক শোক ও স্মরণ সভায় উপস্থিত সকলে দল ও মতের উর্ধ্বে উঠে একজন অমায়িক, সজ্জন ও নির্লোভ মানুষ- কাজী খোকনের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। সমাবেশে বাংলাদেশে তাঁর পরিবারের অবশিষ্টদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে একটি তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং ১০ হাজারের ডলারের বেশি অর্থ প্রাপ্তির প্রাথমিক তথ্য জানানো হয়। সকল অর্থ অবকাশ স্টোরের হোসেন রানার নিকট জমা রয়েছে বলে জানিয়েছেন অনুদান সংগ্রহে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন।

যুক্তরাষ্ট্রে এক সপ্তাহের

৬৬ পৃষ্ঠার পর

উত্তরমুখী লেনগুলো প্রায় চার ঘণ্টা বন্ধ রাখা হয়।

দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটি ঘটে গত ৯ অক্টোবর শুক্রবার দুপুরে মিশিগানের ওয়ারেন শহরে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী , শহরের ১২ মাইল রোড ও হুভার রোডের সংযোগস্থলে মাহবুব রহমানের মোটরসাইকেলের সঙ্গে একটি গাড়ির সংঘর্ষ হয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার পর তাঁকে দ্রুত স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ওয়ারেন পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তবে মাহবুব রহমানের বয়স, পারিবারিক পরিচয় এবং সংঘর্ষের বিস্তারিত পরিস্থিতি সম্পর্কে এখনো পর্যাপ্ত তথ্য প্রকাশিত হয়নি।

দুটি ঘটনাই আলাদা স্টেটে ঘটলেও কয়েক দিনের ব্যবধানে দুই বাংলাদেশি তরুণের মৃত্যু প্রবাসী কমিউনিটির জন্য বেদনাদায়ক খবর।

নিউইয়র্কের দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গার্ডরেলে ধাক্কা লাগার কথা পুলিশ জানিয়েছে। অন্যদিকে, মিশিগানের ঘটনায় অন্য একটি গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষের কথা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। উভয় দুর্ঘটনার পূর্ণাঙ্গ কারণ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তদন্তের ফল জানা গুরুত্বপূর্ণ।

যুক্তরাষ্ট্রে কাজ ও জীবনের ব্যস্ততার মধ্যে সড়কে নিরাপত্তার বিষয়টি আবারও সামনে এসেছে। তবে তদন্ত শেষ হওয়ার আগে দুর্ঘটনার জন্য কোনো নির্দিষ্ট কারণ বা ব্যক্তিকে দায়ী করা যাচ্ছে না। দুই তরুণের মৃত্যুতে তাঁদের পরিবার, স্বজন ও পরিচিতজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে বাংলাদেশি কমিউনিটির লোকজন।

গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচটি সবচেয়ে

৬৬ পৃষ্ঠার পর

নিউ ইয়র্ক সিটি ১০০-এর মধ্যে সামগ্রিকভাবে ৩৮.২৭ স্কোর পেয়েছে।

কেন নিউ ইয়র্ক সিটি প্রায় সর্বনিম্ন অবস্থানে ছিল

যানজট ও অবকাঠামোর ক্ষেত্রে নিউইয়র্ক সিটি ১০০তম স্থান অর্জন করেছে, যা সমীক্ষাকৃত শহরগুলোর মধ্যে এই বিভাগে সর্বনিম্ন স্কোর। এছাড়াও, যানবাহন কেনা ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচের ক্ষেত্রে এটি ৮৭তম এবং যানবাহনের সহজলভ্যতা ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে ৮৩তম স্থান অর্জন করেছে।

নিউ ইয়র্ক সিটির নিরাপত্তা র্যাঙ্কিং উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী ছিল, যা সামগ্রিকভাবে ২১তম স্থানে ছিল।

স্বতন্ত্র পরিমাপগুলোর মধ্যে, নিউ ইয়র্ক সিটির অবস্থান ছিল: গাড়িচালক প্রতি যানজটে বার্ষিক ব্যয়িত ঘণ্টার হিসাবে ৬৫তম।

জাতীয় গড়ের তুলনায় দুর্ঘটনার সম্ভাবনার দিক থেকে ৫২তম।

গাড়ি চুরির হারের দিক থেকে ১৯তম।

মাথাপিছু গাড়ি মেরামতের দোকানের সংখ্যার দিক থেকে ১০০তম

গড় গ্যাসের দামের জন্য ৬৪তম।

গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের খরচের জন্য ১০০তম

গড় পার্কিং রেটের জন্য ৭৯তম।

ওয়ালেটহাব আরো জানিয়েছে, ট্র্যাফিক যানজটের কারণে আমেরিকানরা প্রতি বছর গড়ে ৮৯৪ ডলার হারায়।

গবেষণাটি যেভাবে কাজ করেছিল সংখ্যা অনুসারে:

ওয়ালেটহাব দেশের ১০০টি বৃহত্তম শহরকে ৩০টি সূচকের ভিত্তিতে তুলনা করেছে, যা দিয়ে প্রতিটি শহর চালক-বান্ধব কিনা তা পরিমাপ করা হয়। এই পরিমাপগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল গ্যাসের দাম, যানজট, দুর্ঘটনার সম্ভাবনা, গাড়ি চুরির হার, রাস্তার অবস্থা, পার্কিং খরচ এবং গাড়ি মেরামতের দোকানের সহজলভ্যতা।

এই সমীক্ষায় সংখ্যাসূচক র্যাঙ্ক যত কম, তত ভালো। এই র্যাঙ্কিংগুলো ওয়ালেটহাবের নিজস্ব পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি এবং এটি কোনো একক চালকের অভিজ্ঞতার পরিমাপক নয়।

কে সেরা স্থান পেয়েছে

অ্যারিজোনার স্কটসডেল সামগ্রিকভাবে প্রথম স্থান অধিকার করেছে, এরপরে রয়েছে আইডাহোর বোইসি এবং ইন্ডিয়ানার ফোর্ট ওয়েন।

এই অঞ্চলে পিটসবার্গ ৬২তম, নিউ জার্সির নিউয়ার্ক শহর ৮৭তম, জার্সি সিটি ৮৮তম, বাল্টিমোর ৯২তম, ওয়াশিংটন ৯৯তম এবং ফিলাডেলফিয়া ১০০তম স্থান অধিকার করেছে।

বিদেশ থেকে বাংলাদেশীদের পাঠানো

৬৬ পৃষ্ঠার পর

পর্যন্ত মোট ৯ হাজার ১০৪ মিলিয়ন (৯.১০ বিলিয়ন) ডলার রেমিট্যান্স দেশে এসেছে। গত অর্থবছরের একই সময়ে (জুলাই থেকে ৫ অক্টোবর, ২০২৫) এই পরিমাণ ছিল ৮ হাজার ৮ মিলিয়ন ডলার। সেই হিসাবে এই সময়ে বছরওয়ারি (ইয়ার-অন-ইয়ার) প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৩ দশমিক ৭ শতাংশ। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিদেশ থেকে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূতদের পাঠানো রেমিট্যান্সের এই উর্ধ্বমুখী ধারা বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে আরও শক্তিশালী করবে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমে গতি আনবে।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩৬.১২ বিলিয়ন ডলার

বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অবশ্য সামান্য কমেছে। বর্তমানে এর পরিমাণ ৩৬ দশমিক ১২ বিলিয়ন ডলার। বুধবার (৭ অক্টোবর) বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ অ্যান্ড ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের যুগ্ম পরিচালক মোহাম্মদ ইব্রাহিম মুনসি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এক গ্লাস গরম দুধে দুটি খেজুর! মিলবে যত উপকার

পরিচয় ডেস্ক: গা গরম রাখতে গরম দুধের সঙ্গে খেজুর খাওয়ার চল বহু পুরনো। এছাড়াও রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে এক কাপ বা এক গ্লাস গরম দুধে দুটো খেজুর দিয়ে খেতে পারেন। কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে দৃষ্টিশক্তি হবে সব সমস্যার সমাধান। যা শরীরকে সবল ও সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। দুধ তো প্রোটিনে ভরপুর আর খেজুরে রয়েছে প্রাকৃতিক শর্করা। এই দু'টি উপাদান একসঙ্গে মিশে তৈরি হয় দারুণ এক শক্তিবর্ধক পানীয়। ফলে শরীরচর্চা করার পরে খুব ক্লান্ত লাগলেও এই পানীয়ে চুমুক দেয়া যায়।

কিন্তু পুষ্টিবিদেরা বলছেন, রাতে শোয়ার আগে এই পানীয় খেলে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হয়ে ওঠে। এক গ্লাস গরম দুধে দুটি খেজুর খেলে যেসব রোগ থেকে মুক্তি মিলবে:

১. খেজুরে সহজপাচ্য ফাইবারের পরিমাণ বেশি। তাই নিয়মিত গরম দুধের সঙ্গে খেজুর খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়, অন্ত্র ভাল থাকে।

২. গরম দুধের সঙ্গে খেজুর খেলে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা স্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়ে তোলা সম্ভব। দুধ ও খেজুর- উভয়েই রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে আয়রনের মাত্রা। এই দুইয়ে মিশেলে আয়রনের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। যা রক্তে হিমোগ্লোবিন ও প্রোটিনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। একটি গবেষণায় জানা গেছে, দুধের মধ্যে দুটি করে খেজুর দিয়ে ফোটানো হলে, সেই উপাদেয় খাবারটি সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর বলে মানা হয়। প্রতিদিন সকালে, খালি পেটে একটি নির্দিষ্ট সময়ে এই উপকারী পানীয় খেতে পারেন।

৩. দুধ এবং খেজুরড় দুইয়ের মধ্যেই ক্যালশিয়াম রয়েছে ভরপুর মাত্রায়। হাড়ের ঘনত্ব বাড়িয়ে তুলতে এই খনিজটি বিশেষভাবে প্রয়োজন। এ ছাড়াও খেজুরে রয়েছে ম্যাগনেশিয়াম। যা ক্যালশিয়াম শোষণে সাহায্য করে। নিয়ম করে খেলে অস্টিয়োপোরোসিসের মতো রোগ বশে থাকে।

৪. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতেও সাহায্য করে দুধ, খেজুরের মিশ্রণ। *বাকি অংশ ৬৪ পৃষ্ঠায়*

কফি পানে কঠিন রোগের ঝুঁকি কমে জানা গেল গবেষণায়

পরিচয় ডেস্ক: দিনে বেশ কয়েক কাপ কফি পান করেন অনেকেই। কফির স্বাস্থ্য উপকারিতা নেহাত কম নয়। সম্প্রতি কফির গুণ নিয়ে নতুন এক গবেষণা রিপোর্ট সামনে এসেছে। যাতে বলা হয়েছে, কফি একটি আয়ুবর্ধক পানীয়। ইউনিভার্সিটি অব কলম্বিয়া ও ইউনিভার্সিটি এফ পর্তুগালের একটি গবেষণায় নতুন এই তথ্য উঠে এসেছে। গবেষণাটি 'এজিং রিসার্চ রিভিউ'তে প্রকাশিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, কফির বেশ কিছু গুণাগুণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, এর আয়ুবর্ধক শক্তি ও মানুষকে সুস্থ রাখার ক্ষমতা।

আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, এশিয়ার মতো দেশ থেকে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ৮৫ জনের উপর তৈরি রিপোর্ট নিয়ে গবেষণা চালিয়েই এমন দাবি করা হয়েছে। গবেষকরা জানিয়েছেন, দিনে তিন কাপ কফি পানে অতিরিক্ত ১.৮৪ বছর আয়ু বাড়ে। এমনকি গুরুতর ও জটিল রোগ থেকেও মুক্ত থাকা যায়।

নিউরো সায়েন্টিস্ট রডরিগো কুনহা এই গবেষণায় নেতৃত্ব দেন। বার্ধক্যের উপর কফির প্রভাবও খতিয়ে দেখেন তিনি। রডরিগো জানান, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমতে থাকে। জীবনের সবক্ষেত্রেই তার প্রভাব পড়ে। তবে পরিমাণমতো কফি পানের অভ্যাস থাকলে, সেগুলো সহজেই ঠেকানো যায়।

গবেষকরা জানিয়েছেন, বিশ্ববাসী এখন বেশি বার্ধক্যের দিকে ঝুঁকছে। এমন পরিস্থিতিতে প্রতিদিনের ডায়েটে কফি রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। এতে শুধু আয়ুই বাড়বে না, সুস্থভাবে বাঁচা সম্ভব হবে। তবে এই কফি পান অত্যধিক যেন না হয়, তা নিয়েও সতর্ক করেছেন গবেষকরা।

শীতের দিনে রোজ একটি কাজু বাদাম খেলে যা ঘটবে শরীরে

পরিচয় ডেস্ক: সুস্বাদু একটি বাদাম কাজু। প্রায়ই বিভিন্ন খাবারে এর ব্যবহার দেখা যায়। অনেকে রোজকার ডায়েটেও কাজু বাদাম রাখেন। এর অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে। কিন্তু শীতকালে কি এটি খাওয়া উচিত?

পুষ্টিবিদরা বলছেন, শীতকালে কাজু বাদাম খেলে অনেক উপকার মেলে। রোজ একটি কাজু বাদাম খেলে কী কী উপকার মিলবে চলুন জেনে নিই-

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি

কাজু বাদামে রয়েছে জিঙ্ক ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট যা মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে। শীতে কাজু বাদাম খেলে মরশুমি রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

শক্তি প্রদান

কম তাপমাত্রায় শরীর শক্তি নিষ্কাশন করতে থাকে। কাজু বাদাম ক্যালোরি ও ম্যাগনেসিয়ামের মতো পুষ্টিতে পূর্ণ। তাই শরীরের জন্য শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই বাদাম গুরুত্বপূর্ণ।

ত্বকের সুরক্ষা

কাজুতে তামার পরিমাণ বেশি থাকে। তাই এটি শরীরে কোলাজেন এবং ইলাস্টিন তৈরিতে সাহায্য করে। এই প্রোটিনগুলো ত্বক নরম, কোমল এবং কঠোর আবহাওয়াতেও হাইড্রেটেড রাখে।

ত্বকের সুরক্ষা

কাজুতে তামার পরিমাণ বেশি থাকে। তাই এটি শরীরে কোলাজেন এবং ইলাস্টিন তৈরিতে সাহায্য করে। এই প্রোটিনগুলো ত্বক নরম, কোমল এবং কঠোর আবহাওয়াতেও হাইড্রেটেড রাখে।

মানসিক সুস্থতা

কাজু বাদামে রয়েছে ট্রিপটোফ্যান যা একটি অ্যামিনো অ্যাসিড। এটি মস্তিষ্কে সেরোটোনিনের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে। ফলে মন-মেজাজ এবং মানসিক স্বচ্ছতা অনেকটাই ভালো থাকে।

কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ

পটাসিয়াম এবং হার্ট-স্বাস্থ্যকর চর্বির উৎস কাজু বাদাম যা শরীরের রক্ত সঞ্চালন বাড়ায় এবং খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়। তাই হার্ট অনেকটাই সুস্থ থাকে কাজু বাদাম খেলে।

চোখের স্বাস্থ্য সুরক্ষা

কাজুতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট চোখের লেন্সের অক্সিডেটিভ ক্ষতি কমিয়ে ছানি গঠন প্রতিরোধে সাহায্য করে। এই বাদামটি স্বাস্থ্যকর চোখের টিস্যু বজায় রাখতেও সাহায্য করে।

তাই সুস্থ থাকতে এই শীতে রোজকার খাদ্যতালিকায় কাজু বাদাম রাখতে পারেন নিশ্চিন্তে। তবে বাদামে যদি অ্যালার্জি থাকে তাহলে এটি এড়িয়ে যান কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

করলার গুণাগুণ

পরিচয় ডেস্ক: করলা দেখতে সুন্দর কিন্তু স্বাদে তিতা, তবে অনেক উপকারী। অনেকেই করলা খেতে চান না। শত বছর ধরে এটি ওষুধ হিসেবেও ব্যবহার হয়ে আসছে। করলা শিশুদের একদমই পছন্দ না।

করলা ডায়াবেটিস, লিভার, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং কৃমি রোগে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য করলা অধিক উপকারী। এর মধ্যে রয়েছে ইনসুলিনের মতো পেপটাইড এবং অ্যালকোলয়েড। এগুলো রক্তের সুগার কমিয়ে ডায়াবেটিসের উপকার করে।

বাতের ব্যথায় নিয়মিত করলা রস খেলে ব্যথা আরোগ্য হয়। আয়ুর্বেদের মতে, করলা কৃমিনাশক, কফনাশক ও পিত্তনাশক। করলার জীবাণুনাশক ক্ষমতাও রয়েছে।

ক্ষতস্থানের ওপরে পাতার রসের প্রলেপ দিলে এবং করলা গাছ সিদ্ধ করা পানি দিয়ে ক্ষতস্থান ধুলে কয়েক দিনের মধ্যেই ক্ষত শুকিয়ে যায়। অ্যালার্জি হলে এর রস দু-চামচ দুবেলা খেলে সেরে যাবে। করলা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। জীবাণুনাশী, বিশেষ করে ই-কোলাই নামক জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকর। ফলে ডায়রিয়াও প্রতিরোধ হয়। এ ছাড়া করলা নানা রকম চর্মরোগ প্রতিরোধ করতেও অত্যন্ত কার্যকর।

করলার জুস লিভারের কর্মক্ষমতা বাড়ায়, রক্ত পরিশোধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। করলায় আছে পালং শাকের চেয়ে দ্বিগুণ ক্যালসিয়াম আর কলার চেয়ে দ্বিগুণ পটাশিয়াম।

আছে যথেষ্ট লৌহ, প্রচুর ভিটামিন এ, ভিটামিন সি এবং আঁশ, ভিটামিন এ, ভিটাসিন সি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট যা বার্ধক্য ঠেকিয়ে রাখে, শরীরের কোষগুলোকে রক্ষা করে। আরও আছে লুটিন আর লাইকোপিন। এগুলো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

এছাড়াও রক্তের চর্বি তথা ট্রাইগ্লিসাইরাইড কমায় এবং ভালো কোলেস্টেরল এইচডিএল বাড়ায়। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে করলা কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

সূত্র : হেলথ জার্নাল।

শীতে স্বাস্থ্যকর খাবার

পরিচয় ডেস্ক: শীতকালে শিশু এবং বৃদ্ধরা সবচেয়ে বেশি নাজুক অবস্থায় থাকে। এ সময় সর্দিজ্বর, তাছাড়া শ্বাসকষ্ট বা শ্বাসযন্ত্রের ইনফেকশন বেশি হয়ে থাকে। আরও কিছু রোগ যেমন- সাইনোসাইটিস, নিউমোনিয়া ও বাতের ব্যথার তীব্রতাও শীতে বেড়ে যায়। এ সময় শরীরের তাপমাত্রা ঠিক রাখতে বেশি শক্তি ব্যয় হয়। কিছু খাবার আছে যেগুলো এ সময় খাদ্য তালিকায় রাখলে অনেকটাই আরামে থাকা সম্ভব।

টমেটো : এতে আছে প্রচুর ভিটামিন সি এবং লাইকোপেন; যা এই শীতে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে ইনফেকশনের ঝুঁকি হ্রাস করে।

বাদাম : বাদাম হলো গুড ফ্যাটের উৎকৃষ্ট উৎস। শীতে বাদাম খাওয়ার অভ্যাস করলে ত্বক সুন্দর ও মসৃণ থাকবে।

মাছ ও ডিম : শীতকালে মাছ ও ডিম খাওয়ার পরে যদি কিছু সময় রোদে কাটানো যায় তবে ভিটামিন ডি'র অভাব দূর হবে, ফলে হাড়ের ব্যথাও লাঘব হবে।

আপেল : অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর একটি ফল, এই ফল শীতকালীন স্বাস্থ্য জটিলতা কমিয়ে দেহকে রাখে সুস্থ।

দুধ ও জাফরান : গরম দুধের সঙ্গে জাফরান মিশিয়ে খেলে শীতে যেমন তাপ উৎপাদন হয়ে শরীরের তাপমাত্রা ঠিক থাকে, পাশাপাশি ত্বকের ঔজ্জ্বল্যও বজায় থাকে।

গোলমরিচ : গোলমরিচে অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান পাওয়া যায়; যা শীতকালীন ব্যথা প্রদাহ উপশমকারী ভূমিকা পালন করে। যারা বাতের ব্যথায় আক্রান্ত তারা প্রতিদিনের রান্নায় গোলমরিচ ব্যবহার করুন, দেখবেন কতখানি উপকার পাচ্ছেন।

খেজুর : শীতকালে ভিতর থেকে উষ্ণতা বজায় রাখতে খেজুরের জুড়ি নেই। এটি দ্রুত তাপশক্তি উৎপাদন করে তাপমাত্রা ঠিক রাখে।

ঘি বা মাখন : শিশু ও যারা স্বাভাবিক ওজনে আছেন তারা খাদ্যতালিকায় রাখতে পারেন ঘি বা মাখন। এ খাবারগুলো তাপ উৎপাদন করে ও দেহের তাপমাত্রা ঠিক রাখতে সহায়তা করে।

মাশরুম : শীতকালীন খাবারে অবশ্যই রাখুন মাশরুম। মাশরুমের বেশ কয়েকটি প্রজাতি রয়েছে যা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। এতে ভিটামিন বি, সি, ডি এবং ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, মিনারেল, আরগোথিওনিন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। আমাদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে। তাছাড়া কিছুটা ব্যায়াম করলে শরীর চাঙ্গা থাকবে এবং তাপমাত্রা ঠিক থাকবে। তাছাড়া রক্তসঞ্চালন ঠিক রাখলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বেড়ে যায়। পাশাপাশি পানি পান করতে হবে। প্রয়োজনে ডাবের পানি বা ফলের রস দিয়েও দেহের আর্দ্রতা বজায় রাখতে হবে। তবেই শীতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সুস্থ থেকে শীতকাল উপভোগ করা সম্ভব। শীতের সময় আমরা বেশি অলস ও নিদ্রাহীনতা অনুভব করি।

প্রতি সিগারেটে আয়ু কমে ২০ মিনিট, জানা গেল গবেষণায়

পরিচয় ডেস্ক: প্রতিটি সিগারেট মানুষের জীবন থেকে কেড়ে নেয় ২০ মিনিট আয়ু। সেই হিসেবে সিগারেটের একটি প্যাকেট মানুষের জীবন থেকে কেড়ে নিচ্ছে গড়ে সাত ঘণ্টা সময়। সাম্প্রতিক ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের (ইউসিএল) গবেষণায় এমন তথ্য উঠে এসেছে।

সিগারেটের ক্ষতি সম্পর্কে নতুন করে করা এই গবেষণার পর নতুন বছরে ধূমপায়ীদের অভ্যাসটি ত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছেন গবেষকরা। তারা বলছেন, এতদিন ধরে ডাক্তাররা যে ধারণা করে এসেছেন, তার চেয়েও অনেক দ্রুত আয়ু কমিয়ে দেয় ধূমপান।

নতুন এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী, একজন ধূমপায়ী যদি আগামী ১ জানুয়ারি থেকে দিনে ১০টি সিগারেট খাওয়া কমিয়ে দেন, তাহলে ৮ জানুয়ারির মধ্যে এক দিন, ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এক সপ্তাহ এবং ৫ আগস্ট পর্যন্ত তার আয়ু বাড়তে পারে পুরো এক মাস। আর পুরো বছর এই অভ্যাস ধরে রাখলে বছর শেষে তার আয়ু বাড়তে পারে ৫০ দিন। অর্থাৎ তিনি অন্তত ৫০ দিন আগে মারা যাওয়া থেকে বেঁচে যেতে পারেন।

ইউসিএলের প্রিন্সিপাল রিসার্চ ফেলো ড. সারাহ জ্যাকসন বলেন, মানুষ জানে না ধূমপান ঠিক কতটা ক্ষতিকর। একজন নিয়মিত ধূমপায়ী তার জীবনের প্রায় এক দশক সময় ধূমপানের জন্য হারিয়ে ফেলেন।

২০০০ সালে বিএমজের গবেষণায় দেখা গেছে, একটি সিগারেট গড়ে প্রায় ১১ মিনিট আয়ু হ্রাস করে। তবে জার্নাল অব অ্যাডিকশনে প্রকাশিত সর্বশেষ বিশ্লেষণে এই সংখ্যাটি প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পুরুষদের জন্য ১৭ ও নারীদের জন্য ২২ মিনিটে।

পরিচয়
PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
শেষের পাতা
Issue 1701
Saturday, October 10, 2026

গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচটি সবচেয়ে খারাপ শহরের তালিকায় চতুর্থ নিউইয়র্ক সিটি

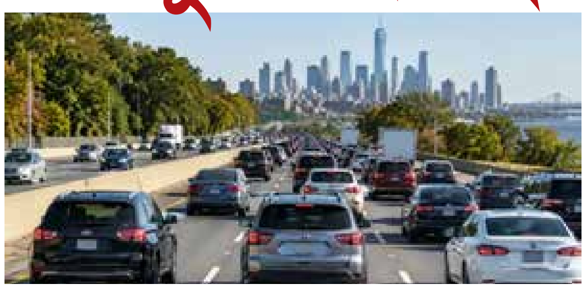

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটিতে গাড়ি চালানো কেন এত কঠিন? ওয়ালেটহাবের ‘গাড়ি চালানোর জন্য সেরা ও সবচেয়ে খারাপ শহর’-এর ২০২৬ সালের তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ বড় শহরের মধ্যে নিউইয়র্ক সিটি ৯৭তম অবস্থানে রয়েছে। যানজট, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ও অবকাঠামোতে পিছিয়ে শহরটি।

২০২৬ সালের জন্য গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচটি সবচেয়ে খারাপ শহরের মধ্যে নিউইয়র্ক সিটির নাম থাকলেও, এটি এক নম্বরে নেই। ওয়ালেটহাবের একটি নতুন সমীক্ষাঅনুসারে ,দেশের ১০০টি বৃহত্তম শহরের মধ্যে গাড়ি চালানোর জন্য নিউইয়র্ক সিটি চতুর্থ-নিকৃষ্টতম শহর হিসেবে স্থান পেয়েছে।

ব্যক্তিগত-অর্থনীতি বিষয়ক ওয়েবসাইটটি তাদের ‘গাড়ি চালানোর জন্য সেরা ও সবচেয়ে খারাপ শহর’-এর ২০২৬ সালের তালিকায় নিউইয়র্ক সিটিকে সামগ্রিকভাবে ৯৭তম স্থান দিয়েছে। এই সমীক্ষায় গাড়ি চালানোর খরচ, যানজট ও অবকাঠামো, নিরাপত্তা এবং যানবাহনের সহজলভ্যতা ও রক্ষণাবেক্ষণসহ ৩০টি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে শহরগুলোকে তুলনা করা হয়েছে। *বাকি অংশ ৬৩ পৃষ্ঠায়*

জ্যাকসন হাইটসের পরিচিত মুখ কাজী আজিজুল হক খোকন আর নেই

মরদেহ বাংলাদেশে প্রেরণ

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি কাজী আজিজুল হক খোকন (৫৭) আর নেই। নিখোঁজ হওয়ার ৫ দিন পর তাঁর সন্ধান পাওয়া গেছে সিটি মর্গে আর যুক্তরাষ্ট্রে আসার ৩০ বছর পর দেশে ফিরেছেন লাশ হয়ে। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। ৫ দিন ধরে তিনি নিখোঁজছিলেন। তার মৃত্যুর খবর বুধবার (৭ অক্টোবর) প্রথম নিশ্চিত করেছেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুররহমান। তার বয়স হয়েছিলো ৫৭। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। কাজী খোকনের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী পরিবার, বন্ধুমহল ও পরিচিতজনদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পেয়িং গেস্ট হিসেবে একাকী বসবাস করতেন কুইন্সের কিউ গার্ডেনের একটি ভাড়া বাসায়। বাংলাদেশের মাগুরা জেলার সদর *বাকি অংশ ৬৩ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে এক সপ্তাহের ব্যবধানে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত দুই বাংলাদেশি তরুণ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে ছয় দিনের ব্যবধানে পৃথক দুটি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন দুই বাংলাদেশি তরুণ। নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে ২৪ বছর বয়সী শাহ আহসান আরদি এবং মিশিগানের ওয়ারেন শহরে মাহবুব রহমানের মৃত্যু হয়েছে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায়। দুই দুর্ঘটনায় দুই তরুণের এমন আকস্মিক মৃত্যুতে বাংলাদেশি পরিবারগুলোর মধ্যে শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে গত ৩ অক্টোবর ভোরে নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কসে। পুলিশকে উদ্ধৃত করে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম নিউজ টুয়েলভ জানায়, ভোর আনুমানিক ৪টা ২০ মিনিটে মেজর ডিগ্যান এক্সপ্রেসওয়ের উত্তরমুখী লেনে মোটরসাইকেল চালাচ্ছিলেন ওয়েকফিল্ড এলাকার বাসিন্দা শাহ আহসান আরদি। ম্যাকম্বস ড্যাম ব্রিজের কাছে তিনি মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের গার্ডরেলে ধাক্কা দেন। সংঘর্ষের পর তিনি মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে এক্সপ্রেসওয়ের ওপর পড়ে গুরুতর আহত হন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে জরুরি চিকিৎসাকর্মীরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার তদন্তের জন্য এক্সপ্রেসওয়ের *বাকি অংশ ৬৩ পৃষ্ঠায়*

স্বাস্থ্যবীমা জালিয়াতির চক্র: যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি চিকিৎসকসহ গ্রেপ্তার পাঁচ শতাধিক

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে স্বাস্থ্যবীমা ও মেডিকেইড প্রকল্পে ভুয়া বিল জমা দিয়ে ৬ বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার এক বিশাল জালিয়াত চক্রের সন্ধান পাওয়ার কথা জানিয়েছে দেশটির কর্তৃপক্ষ।

চিকিৎসা না দিয়েই ভুয়া বিল তৈরি এবং রোগী পরিবহনের মিথ্যা ভাউচার জমা দিয়ে এই অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে। এই জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রে ৯০ জন চিকিৎসকসহ পাঁচ শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে নিউ ইয়র্কে গ্রেপ্তার হওয়া বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত চিকিৎসক ও রোগী পরিবহন সংস্থার মালিকও রয়েছেন।

নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস এবং ইউএস অ্যাটর্নি কার্যালয় সম্প্রতি এসব তথ্য জানিয়েছে।

সর্বশেষ গত ২৮ সেপ্টেম্বর কুইন্সের ডেন্টিস্ট সুলেমান নাসিমীকে (৪৬) মেডিকেইড থেকে তিন লাখ ডলার জালিয়াতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। লং আইল্যান্ডের হিক্সভিলের বাসিন্দা নাসিমী কুইন্স ভিলেজে ইউটোপিয়া পার্কওয়েতে ‘টুথ ফ্রেশ মেডোজ’ নামের একটি ক্লিনিক চালাতেন। তদন্তে দেখা যায়, ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত তিনি দন্ত চিকিৎসার নামে ভুয়া বিল জমা দিয়ে মেডিকেইড থেকে এই অর্থ হাতিয়ে নেন। যাদের নামে বিল করা হয়েছিল, তারা এই চিকিৎসা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

বিদেশ থেকে বাংলাদেশীদের পাঠানো রেমিট্যান্সে উল্লম্ফন, পাঁচ দিনেই এলো ৫১৩ মিলিয়ন ডলার

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনে জানা গেছে বিদেশ থেকে বাংলাদেশীদের পাঠানো রেমিট্যান্সে উল্লম্ফনের কারণে পাঁচ দিনেই এসেছে ৫১৩ মিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের একই সময়ের তুলনায় চলতি অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি বজায় রয়েছে। প্রতিবেদনের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, চলতি অর্থবছরে (২০২৬-২৭) ১ থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত প্রবাসী আয়ে ২১ দশমিক ৪ শতাংশ মাসিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। গত বছরের একই সময়ে (১-৫ অক্টোবর, ২০২৫) রেমিট্যান্স এসেছিল ৪২২ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ, গত বছরের তুলনায় চলতি মাসের প্রথম ৫ দিনেই ৯১ মিলিয়ন ডলার বেশি রেমিট্যান্স এসেছে।

চলতি অর্থবছরের শুরু থেকে ৫ অক্টোবর *বাকি অংশ ৬৩ পৃষ্ঠায়*

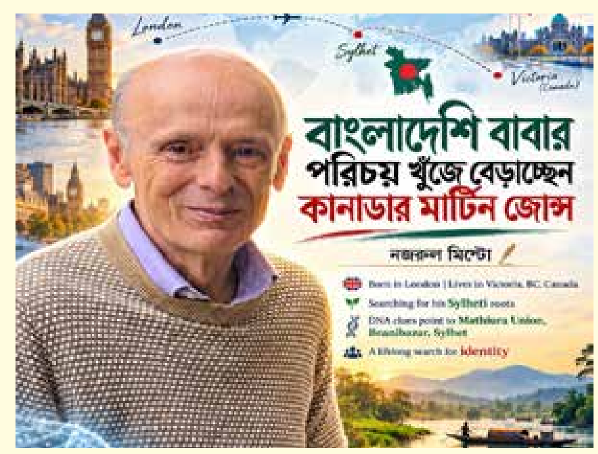

বাংলাদেশি বাবার পরিচয় খুঁজে বেড়াচ্ছেন কানাডার মার্টিন জোন্স

নজরুল মিন্টো: কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় বসবাসকারী মার্টিন জোন্সের বয়স এখন ৭১ বছর। জীবনের এতগুলো বছর পেরিয়ে এসেও তিনি জানেন না তাঁর বাবা কে ছিলেন। জানেন না বাবার নাম, চেহারা কিংবা কোথায় ছিল তাঁর বাড়ি। অথচ সেই অচেনা মানুষটির রক্ত তাঁর শরীরে বইছে। জন্মের পর থেকে যে প্রশ্নটি তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, আজও তার উত্তর খুঁজে চলেছেন তিনি। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর একটি বিষয় সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন। তাঁর বাবা ছিলেন বাংলাদেশের সিলেটের মানুষ। সম্ভবত বিয়ানীবাজারের মাথিউরা ইউনিয়নের কোনো এক গ্রামের সন্তান। এখন সেই গ্রামের মানুষের কাছেই হয়তো লুকিয়ে আছে তাঁর জন্মপরিচয়ের বহুদিনের অজানা রহস্য।

১৯৫৫ সালের ৩১ জানুয়ারি। লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজ হাসপাতালে জন্ম হয় মার্টিন জোন্সের। তাঁর মা ছিলেন একজন ইংরেজ নারী। জন্ম ১৯১২ সালে। মার্টিনের *বাকি অংশ ৬২ পৃষ্ঠায়*